সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, May 2020, Volume-5, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

GREETINGS OF RAMADAN KAREEM

Page 12 Page 11 Page 11 Page 10 Page 9 Page 8 Page 7 Page 6 Page 5 Page 4

কোরোনা নিয়ে কম্যুনিটি সংগঠনগুলো প্রশ্নবিদ্ধ

এম এ ইউসুফ শামীম

কোরোনা ভাইরাসের আক্রমণে সমগ্র বিশ্ব আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। সব ধরণের লেটেস্ট টেকনলজি বা মেডিকেল সাইন্স শতভাগ ভুয়া প্রমাণিত হলো। অনেকে যারা লেটেস্ট টেকনোলজি বা মেডিকেল সাইন্সের নামে সকাল বিকেল জিকির করে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। আজকে তাদেরকে হয়তোবা বড় হতাশায় ফেলে দিয়েছে। হতাশ হয়ে বোকামি না করে একমাত্র শক্তিবান আল্লাহপাকের ক্ষমতার উপর ইয়াকিন করে নিজেকে শতভাগ সঁপে দেয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

অস্ট্রেলিয়ার সার্বিক অবস্থা অনেক দেশ থেকে ভালো। সরকার বিভিন্ন ধরনের তড়িৎ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিয়ে আর্থিক,সামাজিক বা চিকিৎসা দিয়ে জনসেবায় ব্রত। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন প্রকাশ্যে ও গোপনে দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে সাহায্য করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ কমিউনিটিতে সর্বপ্রথম মানুষকে সাহায্য করার উদারতা নিয়ে অফিসিয়ালি ঘোষণা দেন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল ইনকর্পোরেটেড (SPMC)।

৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রোযা নিয়ে গবেষণা ও পুরষ্কার

আবুল ফজল মোঃ ইকবাল

সূরা বাকারার ১৮৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা যখন সফরে থাক বা অসুস্থ হও তখন রোজার মাসের সেই রোজা গুলো না রেখে হয় তোমরা কোন মিসকীনকে সেই পরিমাণ দিন তাদেরকে খাইয়ে দাও অথবা পরে যখন সুস্থ হও বা সফর থেকে ফিরে আসো তখন রোজা গুলো রাখতে পার। তবে তোমাদের জন্য রোজা রাখা উত্তম – যদি তোমরা জানতে রোজা রাখার কি উপকারিতা ! সুতরা আল্লাহ বলছেন যে, আমরা যদি জানি রোজা রাখার উপকারিতা জানি তাহলে আমরা রোজাই রাখতাম – মিসকীনকে খাওয়ানো থেকে আমরা কষ্ট করে রোজা রাখাই পছন্দ করতাম। অবশ্য আমরা যদি দুটোই করি তাহলে অবশ্য আরো ভালো।

আমরা প্রকৃত পক্ষে রোজার কি উপকারি তা তা জানিনা। যদি জানতাম তাহলে আমরা বেশী করে রোজাই রাখতাম। ঠিক তাই হচ্ছে - পাশ্চাত্যে আলোড়ণ সৃষ্টি হয়ে যখন গিয়েছে জাপানী গবেষক রোজার উপকারিতা উপর গবেষণা করে নোবেল প্রাইজ পেলেন।

৩০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিডনির ল্যাকেম্বায় বিনামূল্যে চিকিৎসা!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনিতে অবস্থানরত কোনো বাংলাদেশীর যদি মেডিকেয়ার না থাকে তবে বাংলাদেশী স্বনামধন্য ডাক্তার আপনাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে প্রস্তুত।

ল্যাকেম্বার অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার নাঈম ইসলাম সুপ্রভাত সিডনিকে বলেন, "মানুষ মানুষের খেদমত করবে, এটাই স্বাভাবিক। জীবনের মানে কি শুধু অর্থ উপার্জন আর বাড়ি গাড়ি করা? কথায় বলে,

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নাসিম হোসেইন আর নেই!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি শহরের ল্যাকেম্বায় অবস্থিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন এককালের সাংস্কৃতিক অঙ্গন কাঁপানো বিশিষ্ট গায়ক নাসিম হোসেইন। বাংলাদেশী কমিউনিটিকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি ২৭ এপ্রিল ২০২০ আনুমানিক সকাল সাড়ে ১০ টায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্নাইয়া রাজিউন)।

১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইফতার ও সেহ্‌রির সময়সূচী

Ramadan Kareem Timetable 2020

See on page 17

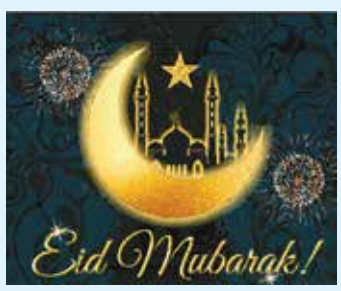

পৃথিবীব্যাপী কোরোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে আজ আমরা কার্যত ঘরবন্দী। এই মহামরীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এখন পর্যন্ত একমাত্র উপায় হচ্ছে ঘরে থাকা। প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বের হওয়া। তাই পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা সরকারের নির্দেশনা মেনে ঘরে থাকি, সুস্থ থাকি। পবিত্র রমজান মাসে আমরা ঘরে বসেই নামাজ আদায় করবো এবং অন্যান্য ইবাদত করবো। আশা করি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-এর পূর্বে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ীসহ কমিউনিটির সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের **শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন**

— সুপ্রভাত সিডনি পরিবার —

Omrah Hajj

Authorized Omrah Agent

LTC Lakemba Travel Centre

Lakemba Travel Centre

Please Contact Now

8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia

বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা

ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬

02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

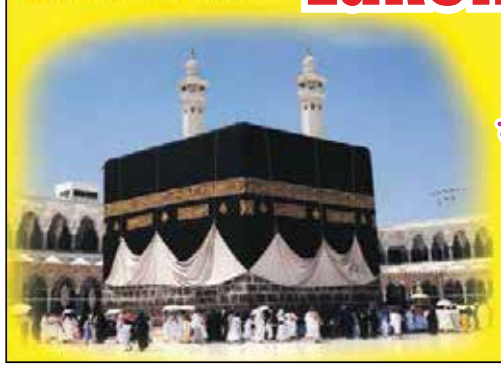

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

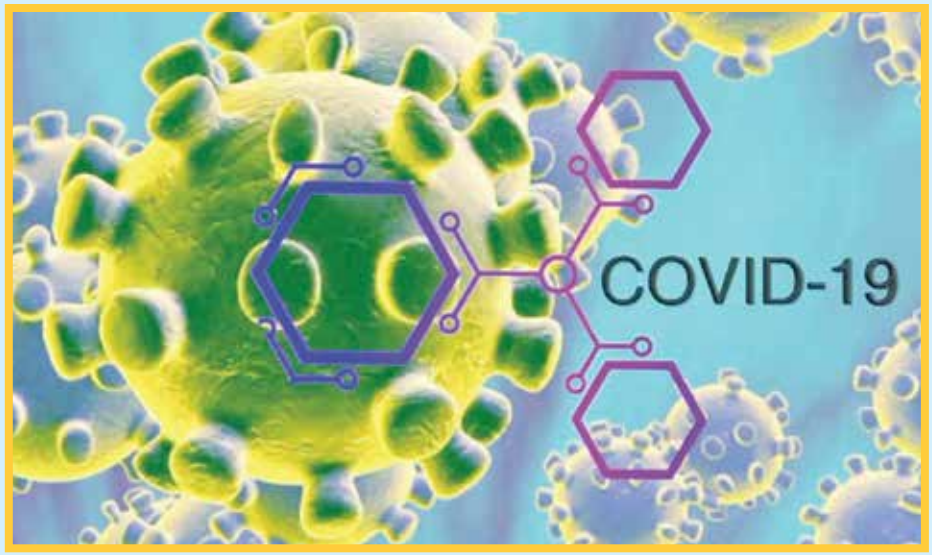

পুরো পৃথিবী আজ একটি যুগসন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে, বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি দেশে মানবসভ্যতা থমকে দাঁড়িয়েছে অপরিচিত এক মহামারী রোগের হুমকির মুখে। শতাব্দী জুড়ে একবার হওয়ার মতো এমন মহাঘটনা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সর্বশেষ বৈশ্বিক মহামারী স্প্যানিশ ফ্লু এর তুলনায় চলমান কোভিড-১৯ মহামারী আরো অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে কারণ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে পুরো বিশ্বে যাতায়াত ও যোগাযোগ বর্তমান সময়ে অনেক বেশি দ্রুততর।

বিগত এপ্রিল মাসে অনেক দেশ এই মহামারী মোকাবেলায় কিছুটা সামলে উঠেছে, আবার অনেক দেশ এখনো আশংকায় দিনযাপন করছে। প্রায় প্রতিটি দেশই যথাসাধ্য চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কমিয়ে এনে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে মহামারীর বিস্তার ঠেকানোর জন্য। মে মাসের শুরুতে এখনো পর্যন্ত এর কোন প্রতিষেধক বা ঔষধ আবিস্কার করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এই মহামারীর বিস্তার ঠেকাতে অস্ট্রেলিয়া এখনো পর্যন্ত বেশ সফলতার সাথেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে। যদিও সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় আরেকটি ধাক্কার আশংকা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না, তথাপি লকডাউন সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ধারণার চেয়ে এই দেশে এখনো কম থেকেছে। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যদের মাঝে কারো মৃত্যুর কোন দু:সংবাদ এখনো আমাদের শুনতে হয়নি। পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রবাসী বাংলাদেশীরা যেখানে মারা গিয়েছেন, এমতাবস্থায় এদেশের এই তুলনামূলক ভালো অবস্থা আমাদের জন্য আনন্দকর একটি বিষয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে নিরাপদে রাখেন, একই সাথে আমরা এই মহামারীতে মৃত সবার জন্যও শোকপ্রকাশ করছি।

এর পাশাপাশি চলমান এই মহামারী মোকাবেলায় এই বছরের শুরু থেকেই বাংলাদেশ যে ব্যর্থতা ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়েও বেপরোয়া মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে, তা আমাদেরকে ব্যাথিত করেছে। বাংলাদেশে কোরোনা মহামারীর বিস্তার ও প্রাদুর্ভাব ঠেকানোর জন্য দরকারী কোন পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে সরকার ব্যস্ত রয়েছে নিজেদের সফলতা প্রচার করতে এবং লুটপাট করতে। বাংলাদেশ সরকারের এই আচরণ প্রমাণ করে দেশের জনগণের প্রাণের কানাকড়ি মূল্যও এই সরকারের কাছে নেই।

কোরোনাদুর্যোগের সুযোগে বাংলাদেশে সকল পর্যায়ে তুমুল লুটপাট ও দুর্নীতি, এবং তথ্য গোপন করার জন্য সরকারের নিবর্তনমূলক নানা পদক্ষেপ এমনকি আন্তর্জাতিক নানা সংবাদমাধ্যমেও ইতোমধ্যে খবর হিসেবে উঠে এসেছে। দেশের স্বাস্থ্যখাত, প্রশাসন এবং আইনশৃঙখলা বাহিনী এ দুর্যোগে মোকাবেলায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেও তারা নিজেদেরকে সফল হিসেবে আগ্রাসী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। মৃতের সংখ্যা গোপন করা এবং প্রয়োজনীয় টেস্ট না করার মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত তথ্য দমন করে রাখার বিষয়টি দেশের আপামর জনতা বুঝতে পেরেছে। এমন ভয়াবহ দুর্যোগের মাঝেও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক দুইশ টাকা খরচের টেস্ট কিট অনুমোদন না দিয়ে বরং বিদেশ থেকে আনা চার-পাঁচ হাজার টাকা মূল্যে টেস্ট প্রচলন রাখা এবং তাও জনসাধারণের আওতার বাইরে কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি হাসপাতালে সীমাবদ্ধ রাখার ঘটনাতেই বুঝা যায় এই ফ্যাসিবাদী সরকার কতটা বেপরোয়া নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে।

সরকারী এই দুর্বৃত্তপনার মাঝেই বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পাশাপাশি অন্যান্য নানা রোগে আক্রান্তরাও এখন আর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছেন না। দেশের স্বাস্থ্যসেবাখাত পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে কিন্তু সরকারী দমনের ভয়ে সবাই তা মুখ বুজে চেপে যাচ্ছে। এইসব মৃত্যুগুলো প্রকৃতপক্ষে একেকটি হত্যাকান্ড যা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিরই দায়। স্বাধীনতার অর্ধশতক পরে এসে দেশের মানুষ আজও প্রশ্ন করছে, এই স্বাধীনতার অর্থ আসলে কি?

ইফতার ও সেহ্‌রি

ড. সাদেক আহমেদ

রমজান কোন খাদ্য উৎসবের মাস নয় । রমজান হলো সংযমের মাস । কিন্তু দেখা যায় এ সময় আমাদের খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় । যার ফলে আমরা আমাদের অজান্তে নিজেদেরকে ঝুকির মধ্যে ফেলে দেই ।

শরীরের একটা হরমোন আছে যার নাম আই জি এফ -১. এর কাজ হলো শরীরে কোষ তৈরী করা এবং রিপেয়ার করা । তবে রিপেয়ার থেকে সে কোষ তৈরীতে বেশী নিয়োজিত থাকে । তাই আমরা যখন বেশী প্রোটিন জাতীয় খাবার খাই তখন আই জি এফ বেশী বেশী পরিমাণে কোষ তৈরী করে যার ফলে আমরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হই । যেমনঃ ডায়বেটিস, ব্রেষ্ট ক্যান্সার, প্রোষ্টেট ও কোলন ক্যান্সার ।

দেখা গেছে কোন ব্যাক্তির আই জি এফ এর পরিমাণ বেশী হয়ে গেছে তারপর ডাক্তার তাকে বহুমূত্র রোগের ঝুকিতে আছে জানালে - তিন দিন উপবাস বা রোজার মাধ্যমে তা কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে আসতে পেরেছে । রোজা পেপটিক আলসার, ডায়বেটিস, আলজেইমার্স ডিজিজ এবং ব্লাড প্রেসার এর ঝুকি কমায় ।

রমজানে কি খাবেন আর কি খাবেন নাঃ

তাই রোজা আমাদের অনেক রোগ থেকে মুক্তি দেয় । সুতরাং রোজার সময় আমরা যদি একটু হিসেব করে খাই তাহলে আমরা রোজার শারীরিক উপকারিতা লাভ করতে পারি । ইফতারের সময় আমাদের যদি ভাজা-পোড়া খাওয়া উচিত নয় ।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবীজী (সাঃ) ইফতার করতেন তাজা খেজুর দিয়ে । খেজুর না পেলে তিনি পানি দিয়ে ইফতার করতেন এবং তারপর মাগরিবের নামাজ আদায় করে রাতের খাবার খেতেন । তাই আমাদেরও সুন্নত অনুসারে শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে ইফতার করা উচিত । কাচা ছোলা খাওয়া যেতে পারে । ঠান্ডা শরবত ত্যাগ করুন । ঠান্ডা শরবত পাকস্থলীকে সংকুচিত করে দেয় , যার ফলে হজমের অসুবিধা হয় । তাই নরমাল অথবা গরম পানি পান করা স্বাস্থ্য সম্মত । কিডনী স্পেসালিষ্টদের মতে, ইফতারের সময় পেপসী, কোক, সেভেন আপ, স্প্রাইট জাতীয় পানীয় কিডনীকে নষ্ট করে দিতে পারে । সারা দিন রোজা রাখার ফলে কিডনী ডিহাইড্রেট হয়ে থাকে । তখন গ্যাসযুক্ত পানীয় কিডনীর জন্য খুবই ক্ষতিকর । তাই নরমাল পানি পান করুন ।

রাতে মাছ, মুরগী বা ডিম দিয়ে ভাত খেতে পারেন। সেহরীতে বেশী খেলে রোজায় কষ্ট হয় বেশী । তাই সেহরীতে সবজী বেশী খান । অথবা রাতের খাবারের অনুরূপ খেতে পারেন ।

রোজার মাসকে খাদ্য ভোজনের মাস না বানিয়ে যদি খাদ্য সংযমের মাস হিসেবে পালন করি, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উন্নতি লাভ করতে পারব।

পুনঃ প্রকাশ : সম্মানিত পাঠকবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে লিখাটি পুনঃ প্রকাশ করা হলো

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

কোরোনা নিয়ে কম্যুনিটি সংগঠনগুলো আজ প্রশ্নবিদ্ধ

১ম পৃষ্ঠার পর

তাছাড়া সিডনির অত্যান্ত পরিচিত প্রবীণ নেতাদের সংগঠন -বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া (BSCA) ইনকর্পোরেটেড এ ধরণের বাস্তবধর্মী কর্মসূচির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া আর্থিক সহযোগিতা করে প্রমান করে দিলো,সিডনির শ'খানেক নাম সর্বস্ব সংগঠন আসলে জনগণের কোনো বিপদে এগিয়ে আসার মনমানসিকতা বা সৎ সাহসিকতা নাই। বাকি প্রায় সব গুলো সংগঠন নিজ নিজ লাভ বা নাম প্রচারের জন্য করে থাকেন বলে জনৈক বিজ্ঞ নেতা মত প্রকাশ করেন। ফটো সেশন ,ভিডিও ইত্যাদিতে নিজেদেরকে প্রচার করা প্রধান উদ্দেশ্য বলে তিনি আরও জানান।

সিডনির প্রত্যান্ত অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগ্রস্ত বাংলাদেশিরা এ ত্রাণ গ্রহণ করেন। বেশির ভাগ লোক ছবি তুলতে অপারগতা জানায়। তাদের অসহায় অবস্থা জনসম্মুখে তুলে ধরতে নারাজ। প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে বিপদের সময় সাহায্য করে ছবি বা ভিডিও করে প্রচার করার মধ্যে পাগলের সুখ ছাড়া কিছু না বলে জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেন।

সিডনিতে এতো এতো মেলা কেন্দ্রিক সংগঠন, অলিতে গলিতে মেলা আর মেলা। কোরোনা ভাইরাসের ঠিক আগের মাসেই ছিল ৫টি মেলা। প্রায় একমাসে ৫টি মেলা ! কোথায় তারা ? এ ধরনের বিপর্যয়ে মেলার নেতৃবৃন্দ কি সামান্য কিছু করার ছিল না ?

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার এক একটি আঞ্চলিক সংগঠন না থাকলেও একেবারে কম নেই। ২দিন পর পর যারা বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন অনুষ্টান করে সিডনি গরম রাখতেন-আজ কোথায় তারা ? কোরোনার মতো দুর্যোগে তাদের ভূমিকা কি ?

অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিটি ডাক্তার অত্যান্ত সচ্ছল।শুধু সিডনিতেই ২টি সক্রিয় সংগঠন ও আছে। একেকজন ডাক্তার বাৎসরিক আধা মিলিয়ন বা তার চেয়েও বেশি উপার্জন করেন। আর উনারা তা করতেই পারেন। আমরাতো সোনার বাংলা থেকে সোনার হরিনের খোঁজে

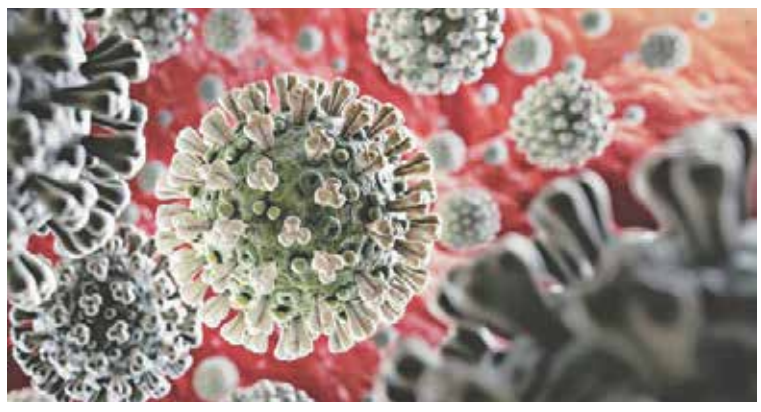

এতো দূর এসেছি। ডাক্তার সংগঠন আজ এ অনুষ্ঠান তো কাল ওই অনুষ্টান করে ফেস বুকে বড় বড় পোস্ট দেন। বাহ্! দেখতেও ভালো লাগে -এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ---! আজ এ দুর্দিনে কোথায় উনারা ? উনাদের কি কিছুই করার নাই কোরোনার এ করুন অবস্থায় ? নাকি যে সমস্ত ডাক্তার ভাইয়েরা অপেক্ষাকৃত কম উপার্জন করে দিন রাত মানুষের সেবায় ব্রত, তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা বা বিদ্রুপ করে সময় কাটাবেন ?

বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের বিশাল এক সংগঠন আছে,যারা ফি বছর সিডনির ৫ তারা হোটেলে জমকালো নাইট বা গলা (গালা) ডিনার করেন। বিশাল আয়োজন দেখে সবাই খুশি হন। যারা তাদের অথিতি তারাতো খুশি হন,যারা অতিথি নন তারাও খুশি হন। শুনেই খুশি হন। কারণ একটি- এগিয়ে যাচ্ছে দেশ ---! কোরোনার এ দুর্দিনে ঐসব "বিগ শট" কোথায় ? তাদের কি কিছুই করণীয় নেই বা ছিলনা ?

আরো অনেক অনেক বাংলাদেশী সংগঠন সিডনিসহ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে আছে ,যাদের সম্পর্কে লিখতে গেলে অনেক অনেক লিখতে হবে। তবে আমাদের দেশে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা। মানুষ ত্রাণ পাচ্ছেনা। পাকিস্তানী হাতাকাটা কালো কোট (মুজিব কোট ?) গায়ে দিয়ে নিরীহ গরীব মানুষের চাউল, ডাল, তেল ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজনীয় রেশন চুরি করছে। আসলে মানুষ যে পশু থেকেও অধম হতে পারে, ওই চোরদেরকে না দেখলে বুঝা যেতনা। সিডনিতেও তাদের উত্তরসূরি আছে কিনা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাই কমিশন নামে একটি "অপদস্ত খানা" আছে, যেখানে সেবা নিতে গিয়ে মানুষ অপদস্ত হয়ে ফিরেন। মঝে মাঝে তাদের বাবার নামে শিন্নি করেন। বাংলাদেশের নাগরিকদের অর্থে যাদের বেতন হয়, তারা প্রবাসে বসে বাবার নামে শিন্নি করে। পিছনে বিশাল ছবি টাঙ্গিয়ে বাবাকে স্মরণ করাই যেন তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ। এদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই।

বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় আপনাদের কি কিছুই করার নাই ? আপনারা কি করবেন ভাবছেন ? বুঝতে পারছেননা ? কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে ফোনে পরামর্শ নিতে পারেন। অবশ্য,আপনাদের মতো সরকারি আমলার কাছে তো আওমালীগীরা একমাত্র কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। যতদিন আওয়মী পদলেহন ছেড়ে সার্বজনীন কমিউনিটির সাথে না মিশবেন, ততদিন আপনার বা আপনাদের গ্রহণযোগ্যতা রোহিঙ্গাদের মতো প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাবে। অবশ্য জনগণ জানে, আপনারা অথর্ব। আপনাদের থেকে খুব বেশি কেউ কিছু আশা করে না।

অনেকে ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু করতে পারতো,তবে কেন করেনি তা একমাত্র আল্লাহ্পাক জানেন। আবার অনেকের আর্থিক সচলতা নাই কিন্ত জনগণের সেবা করতে সদা প্রস্তুত। তারা কি জানেনা যে -দশে মিলে করি কাজ,হারি জিতি নাহি লাজ। একের লাঠি -দশের বোঝা।

আপনি যে সময়টিতে আপনার পরিবার -পরিজন নিয়ে নিরাপদে ঘরে বসে আছেন,ঠিক সে সময় আমাদেরই আরেকজন ভাই অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য ঘর ছেড়ে রাস্তায় সমাজসেবা মূলক কাজ করছে, তাদেরকে সম্ভব হলে সহযোগিতা করুন। না পারলে সহযোগিতা মূলক আচরণ করুন। তাকে নিয়ে সমালোচনা না করে উৎসাহিত করুন। হায়েনার মতো বন্য বা হিংস্র মনোভাব দেখবেন না। বনের পশুও আরেক পশুর বিপদে এগিয়ে যায়। তবে আমরা কি বনের পশুদের থেকেও অধম?

সিডনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের (SPMC) প্রবাসী শরণার্থীদের সহায়তা প্রকল্প অব্যাহত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

কোরোনাভাইরাস মোকাবেলায় অস্ট্রেলিয়ার সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশী শরণার্থীদের খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহায়তা প্রদান করছে 'সিডনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল'। বাংলাদেশি সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় যৌথভাবে বাংলাদেশের অসহায় মানুষকে প্রবাসী সাংবাদিকদের প্লাটফর্ম সিডিনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল সহায়তাও প্রদান করে যাচ্ছে।

কোরোনাভাইরাসের কারণে সম্প্রতি চাকুরিচ্যুত হয়েছেন এবং অনেকের কাজের বৈধ কোন অনুমতি না থাকায় অস্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছ থেকে তারা কোন আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছেন না। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য সিডনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল শুরু থেকে এ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।গত ২০ মার্চ থেকে প্রাথমিক সহায়তা হিসেবে ২০ কেজি চাল, ৫ কেজি আটা, ৫ কেজি তেল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করছে।

সিডনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সভাপতি ড. এনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আব্দুল মতিন জানান, কোরোনাভাইরাস কারণে যে সমস্ত সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশি শরণার্থী তাদের চাকরি হারিয়েছেন কিংবা অর্থনৈতিক মন্দায় দিন যাপন করছেন ,তাদের সহযোগিতা করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে তাদের সম্ভাব্য সহায়তা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। পাশাপাশি তারা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই মহতি উদ্যোগে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করার বিনীত অনুরোধ জানান।

সিডনি প্রবাসী বাংলাদেশি শরণার্থীরা এবং সিডনিতে অধ্যায়নরত অসহায় ছাত্ররা যে কোনো সহায়তার প্রাপ্তির জন্য সিডনি প্রেস এ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সভাপতি ড. এনামুল হক (০৪১৬ ৭৪৭ ৯১৪), সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আব্দুল মতিন (০৪৩৩ ৩৪৮ ৮০২) অথবা সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম (০৪২৩ ০১৩ ৫৪৬) এর সাথে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে।

RAMADAN MASSAGE FROM AUSTRALIAN PRIME MINISTER
The Hon. Scott Morrison MP

Suprovat Sydney Repor

The holy month of Ramadan is a time of special devotion for Muslims across the world. It's a time of fasting and prayer, as well as reflection and renewal.

However, this year will be very different as we all experience a global health crisis. It's an unprecedented crisis — a once-in-a-century event. A global pandemic which requires us all to defend lives.

The coronavirus means that Ramadan will be spent at home. This year Iftars will only be with those you live with.

Like you, I wish it could be different. But we all must be mindful of our duty to each other: to keep people safe.

Life has changed, and it will continue to change in the months ahead. But Australians are a remarkably resilient people, and we are working together with a new sense of purpose.

Though we cannot gather together in our homes or our houses of worship; though there can be no pilgrimages; and no times of communal prayer, we can be together in spirit.

We can take heart from the depth of traditions and teachings that have endured through the centuries, and sustained people through times of adversity. We can continue to love one another, and to pray.

Today, the world is more in need than ever of the hope and strength of spirit that faith imparts.

So I encourage all of you in the Muslim community to stay strong. And I thank you for all you give to Australia — this special place we call home.

Ramadan Kareem

The Hon Scott Morrison MP
Prime Minister of Australia

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের বার্তা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

কোরোনা ভাইরাস সৃষ্ট দেশের দুর্যোগ মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া সরকার চাকরিচ্যুত কর্মজীবি মানুষ এবং সোল ট্রেডারদের জন্য ১৩০ বিলিয়ন ডলারে প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে যা গত ৮ এপ্রিল সংসদে পাস হয়েছে।

এ প্রণোদনা তারাই পাবে যারা গত ১ মার্চ থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছে। যদিও এটি কার্যকর হবে ৩০ মার্চ ২০২০ থেকে। আর এটি প্রদান করা শুরু হবে আগামী মে মাস থেকে এবং এটি কার্যকর থাকবে ছয় মাসের জন্য। ৬ মিলিয়ন মানুষ এ সুবিধা পাবে বলে সরকার দাবি করেছে যদিও এ ব্যাপারে কিছু শর্ত রয়েছে। এ ৬ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক ছাত্র তথা শিক্ষার্থীরা নেই বলে সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া প্রায় ১ মিলিয়ন প্রবাসী শিক্ষার্থী রয়েছে বলে জানা গেছে। তার থেকে প্রায় ৩০-৪০ হাজার বাংলাদেশের হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ফেডারেল শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বার্তা এসেছে বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১। সরকার ঘোষণা করছে যে, যেসব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ১২ মাসের অধিক অস্ট্রেলিয়া অবস্থান করছে এবং আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের অস্ট্রেলিয়ান সুপারইনুয়েশন এর অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, ছাত্ররা পাক্ষিক ৪০ ঘন্টা কাজ করতে পারে।

২। যারা বয়স্ক সেবা এবং নার্সিং সেবায় রয়েছে তারা ৪০ ঘণ্টার অধিক সম্প্রসারিত করতে পারবে

৩। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে 'কোভিড ১৯' এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করা যায় এবং উদ্ভাবনীমূলক পন্থা বের করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে যাতে তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা সম্ভবপর হয়।

ফেডারেল শিক্ষামন্ত্রী ড্যান টিহান এই মর্মে উৎসাহ প্রদান করেছেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন এবং মানসিকভাবে বলিষ্ঠ থাকেন। তিনি আরেক বাণীতে বিদেশী শিক্ষার্থীদের বলেছেন যে, 'তোমরা আমাদের বন্ধু, আমাদের সহপাঠী, আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের কমিউনিটির সদস্য।'

এদিকে ছাত্রদের সহায়তাদের নামে কতিপয় ব্যক্তি চাঁদা উঠাচ্ছেন বলে জানা যায়। যা নাকি প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ছাত্রসংগঠনগুলোর অজানা। অধিকাংশ ছাত্র জানেনা যে, তাদের নাম ভাঙিয়ে একশ্রেণির লোক চাঁদা উঠাচ্ছে এক ধরনের মেলা ব্যবসায়ীরা। এ ধরনের চাঁদাবাজিতে মানুষকে বিরক্ত করছে বলেও অনেকে নালিশ করেছে। কোরোনা ভাইরাসের এই দুর্দিনে যারা অসহায় ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করছে-জনগণ তাদেরকে চিহ্নিত করে রাখবে।

ADVERTISEMENT

Wishing you
and your family a
blessed Ramadan

Gladys Berejiklian MP
Premier of New South Wales

Authorised by Chris Stone, Liberal Party of Australia, NSW Division, Level 12, 100 William Street, East Sydney NSW 2011.

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

২০২০ খ্রিস্টীয় সালের বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিক্রমায় বছর ঘুরে আবারও এসেছে বাংলা নববর্ষ। এই নববর্ষের সাথে জড়িয়ে আছে এই অঞ্চলের কৃষিপ্রধান সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সাংবাৎসরিক জীবনযাত্রার ঐতিহ্যময় নানা উপলক্ষ ও পালাপার্বণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা এবং সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের কারণে বাংলা সন আজ বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সাথে আগের মতো সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় বাংলা সনের মাসগুলোর কথা। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি এই বাংলা নববর্ষের মাধ্যমে শুরু হতে যাওয়া আগামী বছরটির সূচনা উপলক্ষে একটি বিবৃতিতে বাংলাভাষী জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গণমাধ্যমবিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক গত ৯ এপ্রিল তারিখে প্রেরিত এ বিবৃতিতে স্কট মরিসন বলেন, বাংলাভাষী কমিউনিটির জন্য তাদের নববর্ষটি নিঃসন্দেহে একটি মধুর ও মনোরম ঐতিহ্য উদযাপনের সময়।

এ উপলক্ষে তিনি বাংলাভাষী অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন। তবে এর পাশাপাশি তিনি সবাইকে অনুরোধ জানান বর্তমানে দেশটি যে ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে তা স্মরণে রাখার জন্য এবং নাগরিক হিসেবে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখার জন্য।

স্কট মরিসন বলেন, খরা এবং বুশফায়ারের পর সাম্প্রতিক চলমান কোরোনা ভাইরাস জনিত বৈশ্বিক স্বাস্থ্য-সংকট আমাদের জাতির সামনে একটি অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছে। সবার জীবনযাত্রাই আজ যেন বদলে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সবারই কিছু না কিছু ভূমিকা ও অবদান রাখতে হবে নিজ নিজ জায়গা থেকে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সহমর্মিতা, শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মতো মূল্যবোধগুলোর চর্চা বাড়াতে হবে, এবং আমি জানি বাঙালি কমিউনিটি এই মূল্যবোধগুলোর চর্চা করে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে আমরা এই সংকটকালকে অতিক্রম করতে পারবো বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। সুতরাং আমি অস্ট্রেলিয়ার বাঙালি কমিউনিটিকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনার এই দেশে যে অবদান রেখে চলেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ADVERTISEMENT

Eid Mubarak

Best wishes to everyone celebrating the blessings of Eid. Wishing you, your family and friends peace and happiness.

ED HUSIC MP FEDERAL MEMBER FOR CHIFLEY

Office: Shop 6, 15 Cleeve Close, Mt Druitt 2770 Email: contact@edhusic.com
Phone: (02) 9625 4344 ehusic @edhusicmp edhusic.com

Authorised by Ed Husic, ALP, 6/15 Cleeve Close Mt Druitt

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ানরা সরকারি বিশেষ তত্ত্বাবধানে আছেন

বাংলাদেশ থেকে আগত নাগরিকদের মধ্যে কেউ কোরোনা আক্রান্ত হয়নি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অবশেষে প্রায় ৩০০ বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ১৭ এপ্রিল শুক্রবার দুপুরে নিরাপদে মেলবোর্নে পৌছেছেন। তবে কেউ কোরোনায় আক্রান্ত হয়নি। অস্ট্রেলিয়ায় ফিরলেও যাত্রীরা সবাই ১৪ দিনের কোয়ারেন্টইনে ক্রাউন ও নভোটেল হোটেলসহ বিভিন্ন হোটেলে তারা অবস্থান করছেন।

১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুর ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বিমানটি কলম্বোতে জ্বালানি ও খাবার নেয়ার জন্য কিছুক্ষন যাত্রা বিরতি করে।শুরুতে যাত্রীদের ২৫০ মিলিলিটার পানি দেয়া হয়েছে। তারপর পুরো খাবার দেয়া হয়। অর্থাৎ নাস্তাসহ তিন বেলা খাবার দেয়া হয়। তবে এয়ার শ্রীলংকান কাস্টমার সার্ভিস ছিল অত্যান্ত আপত্তিকর। কলম্বো থেকে সরাসরি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ১৭ এপ্রিল শুক্রবার দুপুর প্রায় ২টা ৪০ মিনিটে অবতরণ করে। সিডনির বিভিন্ন এলাকার নারী পুরুষ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্টেট এর বাংলাদেশিরা আসেন একই ফ্লাইট এ আসেন। ৩৩০ জন যাত্রীর মধ্যে কয়েকজন ননবাঙ্গালীও ছিলেন এ প্লেনে।

মেলবোর্নে অবতরণ করার পর সরাসরি যাত্রীদের ক্রাউন ও নভোটেলসহ বিভিন্ন হোটেলে ১৪দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। হোটেল কর্তৃপক্ষ কাউকে বের হতে দিচ্ছে না বলে হোটেলে অবস্থানরত বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক জানিয়েছেন। পুরো এলাকা সিকিউরিটি গার্ড দিয়ে বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আগত নাগরিকদের মধ্যে কেউ কোরোনা আক্রান্ত হয়নি বলে জানা গেছে। তবে যাত্রীদের খাবারের বিভিন্ন ত্রুটির অভিযোগ করলেও সুপ্রভাত সিডনির প্রতিনিধি বিভিন্ন নাগরিকদের কাছে জানতে চাইলে ত্রুটির বিষয়ে কোন অভিযোগ পায়নি।

সুপ্রভাত সিডনি সরাসরি অনেক যাত্রীর সাথে মেলবোর্নে আলাপ করে জানতে পারে, অস্ট্রেলিয়ান সরকার সবাইকে সব ধরনের আপ্যায়নের বেবস্থাসহ বিশেষ সুবিধা দিচ্ছে। বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকরা ফিরতে পারায় খুব খুশি বলে সুপ্রভাত সিডনির প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন।

আরো অনেক বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক বাংলাদেশে অপেক্ষা করছেন অস্ট্রেলিয়া ফেরার জন্য। বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস এব্যপারে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেনা কবে নাগাদ বাকি পারে ৩শত বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান ফিরতে পারেন।

আগামী ৭ই মে ২০২০ বাংলাদেশ থেকে আরো প্রায় ৩০০জন বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান মেলবোর্ন পৌঁছার কথা। ১ম গ্রুপের মতো এরাও ১৪দিন কোয়ারেন্টাইনে মেলবোর্নে অবস্থানের পর স্ব স্ব গন্তব্যে যাবার অনুমতি পাবেন।

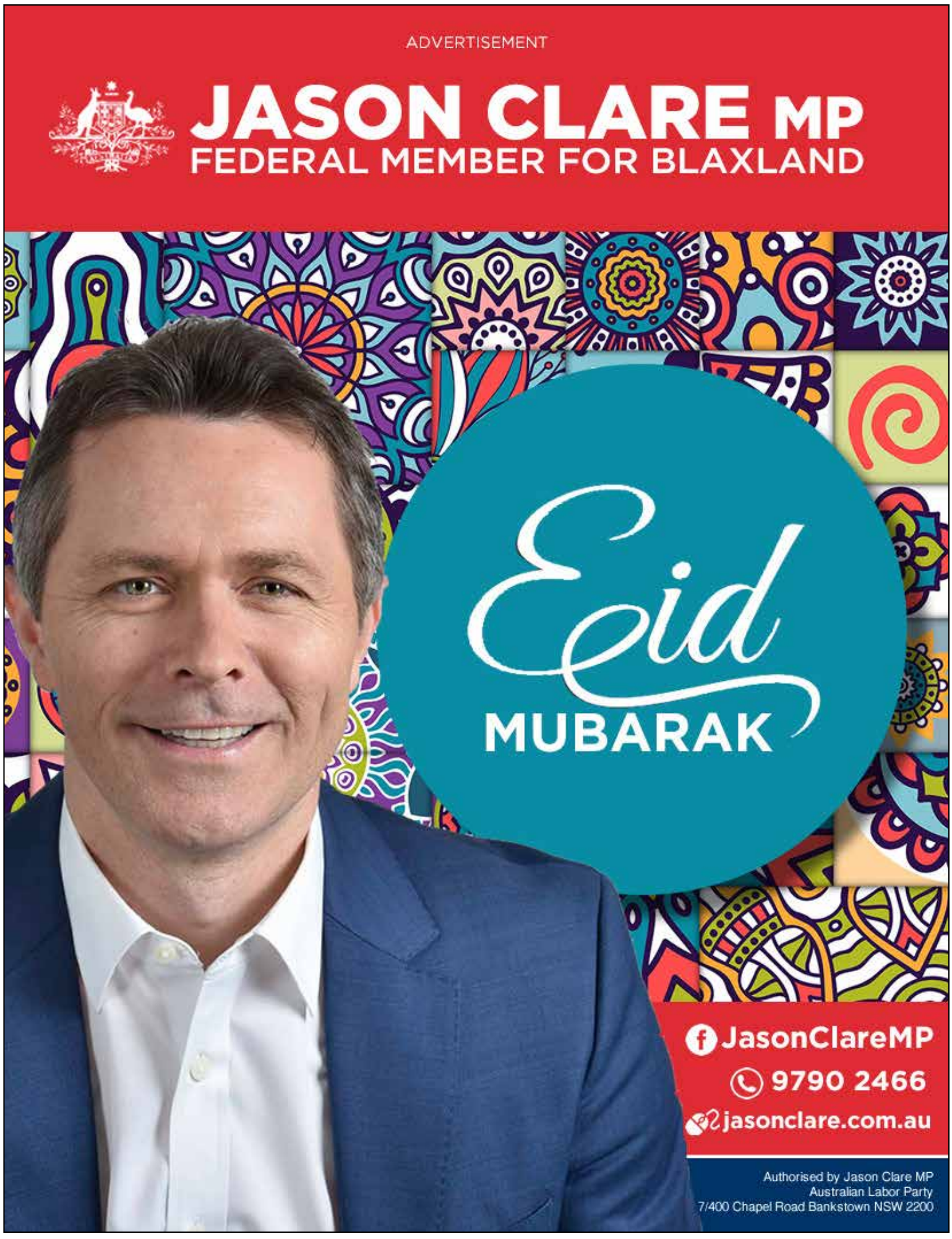

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2020
Year-11
৪

বিশ্বব্যাপী কোরোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির ব্যবস্থা ও কৌশল উদ্ভাবন

ভয় নয় কোরোনাকে: ভয় করুন আল্লাহকে

আলক্বাযী মুহাম্মাদ (মুঈনুদ্দীন মীলাদ)

ওহে মানব জাতি! বিশ্বময় এ কোরোনা জীবাণু অতীত ইতিহাসের যেকোনো সময়ের মত একটি স্বাভাবিক গতানুগতিক ও সাময়িক কোনো মহামারী নয়। এটা মহাবিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ হতে পৃথিবীর মানুষকে সাবধান ও সচেতন করার লক্ষে আজাবের এক সামান্য ঘটনা ; এবং তাঁর এই পৃথিবী নিয়ে পূর্বেই গৃহীত মহাপরিকল্পনার একটি অংশ বিশেষ ও সুচনা মাত্র। ভবিষ্যতে আরো আধুনিক আযাব গজব আসছে। অচিরেই বিশ্বের মানুষ তা জানতে ও দেখতে পারবে। জানুন আল্লাহর বাণি ৬:৪৪,৩০:৪১

আল্লাহ সুবহানাহু প্রদত্ত জ্ঞান ও সর্বশেষ ঐশী মহাগ্রন্থের দিকনির্দেশনা থেকে নিশ্চিতই বলা যায় যে,এ কোরোনা মহাশক্তিধর অদৃশ্য আল্লাহর এক ক্ষুদ্র অদৃশ্য বিষয়ত্ত শক্তি, একটি সুক্ষ্ম সৃষ্টজীব(মাখলুক)এ বিশ্ববাসীর জন্য এক মহাবার্তা ও তাঁর একটি দুরন্ত বাহিনী যা চীনের উহানের আকাশে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। দেখুন আল্লাহর ঘোষণাসমূহ : ৬:৫৯,১১:১২৩।৬:১০২ ,৫:১৭।৬:৬৭,৫৪:৩।৪৮:৭,৭৪:৩১।এ কোরোনার কোন ক্ষমতা ও সাধ্য নেই যে সে মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে ও মৃত্যু দিতে পারে - এ সবই আল্লাহর একক ক্ষমতায় হয়। মহাবিশ্বের কোন কিছুরই এসব ক্ষমতা নেই।দেখুন ঃ ৩ঃ১৪৫।৬৩:১১,৬:১৭।১০:৪৯। এ পৃথিবীর মানবজাতিকে একটি বিষয় ভালভাবে মনে রাখতে হবে-বিশ্বের মানুষের উপর যত বালা মুছিবত বা বিপদাপদই আসে,তা তাদের কর্মফল ও পরীক্ষা স্বরূপ আসে-৩০:৪১।৪২:৩০,৭:১৬৮।২১:৩৫. এতে মহাস্রষ্টা আল্লাহর লক্ষ্য হচ্ছে এ পৃথিবীর জঘন্য কাফির মুশরিকদের এবং মুসলিম জাতি ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শাস্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান আর উদ্দেশ্য হলো : মজলুম শোষিত বঞ্চিত ও অসহায় বানিয়ে রাখা ভালো মানুষগুলোকে রক্ষা করা এবং আপন স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে ভুলে থাকা,বিভ্রান্ত হওয়া, বিপথে চলে যাওয়া ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হওয়া কথিত ও নামমাত্র মুসলিম ও মানব সদস্যদেরকে তাঁর সান্নিধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসা-৩২:২১।৬৪:১১।

উল্লেখ যে, এ পৃথিবীতে ও মানুষের ওপর যে ঘটনাই ঘটুক বা যে বিপদই আসুকনা কেন তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই মহাবিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর কাছে সুরক্ষিত মহাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে,৫৭:২২।২৭:৭৫

২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Julie Owens MP
Your local Federal Member for Parramatta

رمضان مبارك
Ramadan Mubarak

أطيب التمنيات لكم ولعائلتكم
وأصدقائكم في هذا الشهر الفضيل
شهر الإيمان والدعاء والتضّرع

During this period of peace, faith and humility we hope you have a blessed Ramadan with family and friends.

1/25 Smith St, Parramatta
www.julieowens.com.au
Phone: 9689 1455
JulieOwensMP @JulieOwensMP

Authorised by Julie Owens MP, Australian Labor Party (NSW Branch)
1/25 Smith St, Parramatta NSW 2150
صرحت بذلك النائب جولي أوينز، حزب العمال الاسترالي،
1/25 Smith St, Parramatta NSW 2150

সিডনির ল্যাকেম্বায় বিনামূল্যে চিকিৎসা!

১ম পৃষ্ঠার পর

খেদমতে খোদা মিলে। মানুষকে খেদমত করলে আল্লাহ খুশি হবেন। আল্লাহ পাকের রাজি খুশির জন্য সামান্য ছাড় দিলে আল্লা হ্পাক নিশ্চই বরকত দিবেন।"

ডাক্তার নাঈম ইসলামের কাছ থেকে ফ্রি চিকিৎসা নিতে চাইলে ০২ ৯৭৫৯ ১৯৯৬ নম্বারে ফোন করে আপনার নাম লিপিবদ্ধ করুন। প্রসঙ্গত, ডাক্তার নাঈম ইসলাম বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবামূলক চ্যারিটি সংগঠনের মাধ্যমে জনহিতকর কার্যকলাপ করে ইতোমধ্যে সকলের মধ্যমণিতে পরিগণিত হয়েছেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Advertisement – May 2020

RAMADAN MUBARAK

Wishing those celebrating locally a Happy Ramadan.

We know Ramadan will be much different this year, but let this season be a reminder to each and every one of us of the importance of community, compassion, and prosperity.

Mark Coure MP
Member for **Oatley**

02 9580 9349
Oatley@parliament.nsw.gov.au
www.markcoure.com.au
24 Pitt Street, Mortdale NSW 2223

Authorised by Mark Coure MP, 24 Pitt Street, Mortdale NSW 2223

Jihad Dib MP

Shadow Minister for Skills and TAFE, Shadow Minister for Youth, Shadow Minister for Juvenile Justice, and Shadow Minister Assisting on Multiculturalism.

MESSAGE FOR EID-UL-FITIR

It is a time to give thanks for the spiritual growth and the blessings received throughout the holy month. May all your good deeds, fasting and charity be accepted over Ramadan. Wishing you and your families a special

EID-Ul-FITIR.

P (02) 9759 5000 F (02) 9759 1945
E lakemba@parliament.nsw.gov.au
Shop 21 Broadway Plaza
PUNCHBOWL NSW 2196
PO Box 80 PUNCHBOWL NSW 2196

Australian Labor

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Wishing you and your family a blessed Ramadan

Ramadan Kareem

Wendy LINDSAY MP
State Member for **East Hills**

02 9772 2774 WendyLindsayMPEastHills easthills@parliament.nsw.gov.au 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.

Tania MIHAILUK MP
Member for Bankstown

Ramadan Kareem

I would like to take this opportunity to extend my best wishes to our Muslim Community during this holy month of Ramadan. May it be a blessed time of compassion, empathy, kindness, and joy.

Ramadan Kareem!

Ground Floor 9A Greenfield Parade
BANKSTOWN NSW 2200
P (02) 9708 3838
F (02) 9708 3960

Australian Labor

CANTERBURY BANKSTOWN

As we come to the end of the Holy Month of Ramadan, on behalf of the City of Canterbury Bankstown, I would like to extend the warmest of greetings and best wishes to our Muslim residents and their families.

May God richly bless, protect and watch over you all, especially at this uncertain and difficult time in our City, country and across the world.

Happy Eid!

Clr Khal Asfour Mayor
City of Canterbury Bankstown

নাসিম হোসেইন আর নেই!

১ম পৃষ্ঠার পর

মরহুম নাসিম হোসেইন (৬৩) দীর্ঘদিন PROSTATE CANCER এ ভুগছিলেন। কেমোথেরাপি নিয়ে প্রায় ভালো হয়েও উঠেছিলেন। গত প্রায় ৬ মাস যাবৎ অবস্থার অবনতি ঘটে। যার ফলে নিয়মিত ক্যান্টারবুরি হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ হসপিটালের বিশেষ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

মরহুম নাসিম হোসেইন জন্ম গ্রহণ করেন কুষ্টিয়ার দর্শনায় এবং দাদার বাড়ি ছিল শরীয়তপুর। চার ভাই দুই বোনের সংসারে বাবা সরকারি চাকুরীজীবি হওয়ায় যশোর, দিনাজপুর, ভোলা ,পটুয়াখালী, কুড়িগ্রাম, নরসিংদী -জয়দেবপুরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থান করেন। যশোর সরকারি এম এম এম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিয়োগ্রাফিতে অনার্স পাশ করেন। কিছুদিন সিঙ্গাপুরে অবস্থান করে ১৯৮৬ সালে সিডনি আসেন। সিডনিতে আসার পর জিয়া পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার শুরুতে ছিলেন দীর্ঘদিন। অবশেষে জিয়া পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রাখেন। সিডনিতে দল মত নির্বিশেষে যে কোনো সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাঁর ছিল অবাধ পদচারণা। বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সহ সভাপতি ও জাসাস অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্টাতা সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম নাসিম হোসেইন ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও ভদ্র প্রকৃতির। কখনো রাগন্বিত হতে কেউ তাকে দেখেনি। ছোট বড় সবার প্রতি সদা হাস্যজ্বল চেহারা ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। কখনো উত্তেজিত বা জগড়া ফাসাদ তাঁর চরিত্র বহির্ভুত কাজ । খুব মিসুক প্রকৃতির এই বাঙালি কমিউনিটির লিজেন্ড সবাইকে অল্প শোকে কাতর -অধিক শেষে পাথর করে দুনিয়া থেকে না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

তিনি সিডনির ইস্টলেক - হিলসডেলসহ বিভিন্ন এলাকায় থাকার পরে ল্যাকেম্বায় স্থায়ীভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস শুরু করেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ মেয়ে ও ১ ছেলেসহ অনেক আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব -শুভাকাঙ্খী রেখে যান। মরহুমের জানাজা শেষে সিডনির Narellan কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মরহুম নাসিম হোসেনের পরিবারের পক্ষ থেকে তার ছোট ভাই জসিম সবার কাছে দো'য়া চেয়েছেন। আল্লাহপাক উনাকে জাজান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন (আমিন)।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Kids R Us Family Day Care

We seriously care about our children!

Kids R Us Family Day Care
is a home based childcare service.
We have highly trained & experienced educators who are able to fulfill your expectations and needs about your child.

We offer various childcare services including:

- Full-time, part-time or casual care
- Before/after care for 5-12 year olds
- School holiday care
- Emergency care
- Overnight and shift work

We provide above standard childcare services with:

- Government fee relief
- Clean, healthy & homely environment
- Full of educated and fun activities
- A safe & natural environment for every child to learn & play

For more enquiries call us or our educator in your area.

M: 0414 492 655

Suite 1, 38 Railway Pde, Lakemba - 2193

Educator contact No.: 0499 999 999

We are also recruiting educators who are interested in making a career in the childcare industry.

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

৮

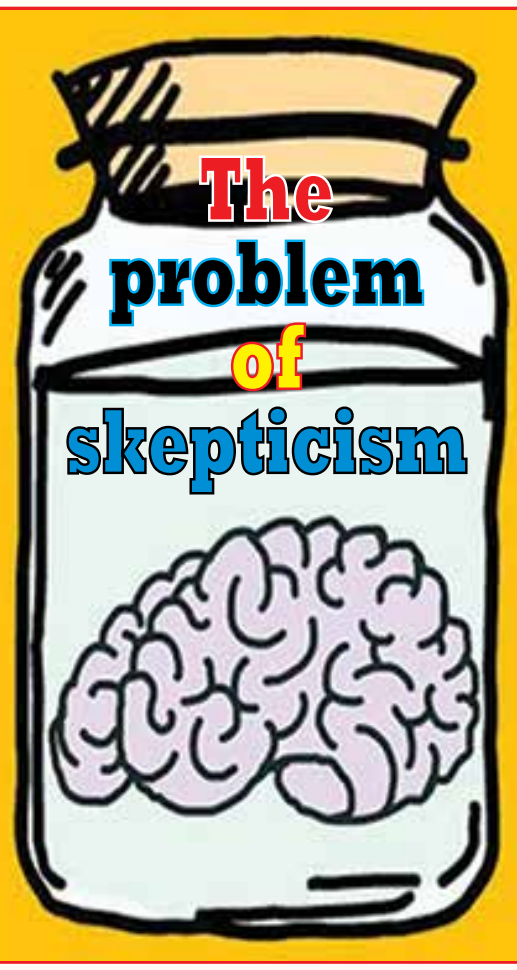

আতিকুর রহমান

গতদিন আলোচনা শেষ করতে পারেনি আহমদ। মাগরিবের নামাজের কারণে মাঝপথে আলোচনা থামিয়ে দিতে হয়েছিল তাকে। আজ আহমদ ঠিক করে নিয়েছে, নতুন কিছু আলোচনার পূর্বে গতদিনের আলোচনার বাকী অংশ আগে শেষ করে নিবে। গোপালও গতদিনের আলোচনায় আগের চেয়ে অনেক বেশী গভীরতা পেয়েছে। নতুন করে তার আগ্রও সৃষ্টি হয়েছে কোরআনের প্রতি। আহমদই প্রথম শুরু করলো।

- গোপাল দা, কোরআনের অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়। [সূরা আন-নূর: ৪৩]

১৪০০ বছর আগের এ আয়াতে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য দেয়া হয়েছে তার প্রমাণ মানুষ পেয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। নাসার এক বিজ্ঞানী হুবারক্রাফটে ক্যামেরা সংযোজন করে পর্যবেক্ষন করে দেখেছে ২০-৪০ টন ওজনের বরফ খন্ড (স্নো বল) যা আকারে আনুমানিক দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ির সমান প্রতিদিন বায়ুমন্ডলের উপর আছড়ে পড়ছে। এধরণের হাজার হাজার বরফ খন্ড প্রতিদিন বায়ুমন্ডলকে আঘাত করছে। শুরুতে এগুলো বিচ্ছিন্নভাবে বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে। অতঃপর তা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০০-১৫,০০০ মাইল উঁচুতে জমাট বেঁধে মেঘমালায় রুপ নিচ্ছে। আর এ মেঘমালা থেকেই জমিনে বৃস্টি হচ্ছে। কোরআন বলেছে প্রথমে "মেঘমালা সঞ্চারিত হচ্ছে অতঃপর পুঞ্জিভূত হচ্ছে" যা বাস্তবে ঘটছে। বিজ্ঞানের এ তথ্য কিভাবে কোরআনের এ কথার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে দেখেছেন গোপাল দা। আর এই মেঘমালা 'স্তরে স্তরে রাখেন' বলতে ৬০০-১৫,০০০ কিঃমিঃ এর মধ্ববর্তী উঁচু স্থানকে বুঝানো হয়েছে যেখানে মেঘ স্তরে স্তরে অবস্থান করছে। [সূত্রঃ গাল্ফ নিউজ, ৩০ মে, ১৯৯৭]

আমি এ পর্যন্ত যে দুই-তিনটি উদাহরণ দিলাম তার তুলনা বিশাল আইস বার্গের উপরে এক বিন্দু সদৃশ (Tip of the Iceberg)। কেননা এধরণের শতশত বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে কোরআনে। রয়েছে সমূদ্রবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি।

- আচ্ছা আহমদ ভাই, শুনেছি কোরআনে নাকি বলা হয়েছে মানুষ মাটি থেকে সৃস্টি হয়েছে। আমি তো মনে করি আমাদের শরীর মাটির নয় বরং অন্য কিছুর। কিভাবে কোরআনের এ কথা সত্য প্রমাণিত হয়?

- জি, গোপাল দা, মানুষ মাটি থেকে সৃষ্ট এক জীব। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একাধিক স্থানে বলেছেন। যেমন এক স্থানে বলেছেনঃ

তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। [সূরা আল আন-আম:২]

অপর এক স্থানে আল্লাহ বলেছেনঃ

এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব। [সূরা ত্বোয়া-হা: ৫৫]

গোপাল দা, আমি নিজে এ বিষয়ে আপনাকে রিসার্চ করার এক সুযোগ দিচ্ছি। আপনি দুইটি রিসার্চ করুন। প্রথম রিসার্চ করুন, মাটিতে কি কি রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। এরপর রিসার্চ করুন আমাদের শরীরে কি কি রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। আপনি অবাক হয়ে লক্ষ করবেন মাটিতে যে যে রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, আমাদের শরীরে সেই উপাদানই রয়েছে। যেমন মাটিতে রয়েছে: ক্যালসিয়াম, কার্বন, ফসফরাস, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন যা মানবদেহেও রয়েছে। মানুষ যে কাঁদা-মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছে তার প্রমান মিলেছে সাম্প্রতিক গবেষণায়ও। যুক্তরাজ্যভিত্তিক ডেইলি মেইলের (১৭.১০.২০১৩) এক রিপোর্টে-এ বিষয়ে একটি আর্টিকল প্রকাশিত হয়েছে। আপনি রিপোর্টটি দেখে নিতে পারেন। [https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ article-2488467/ Scientists-believe -beginnings-CLAY.html?ito=amp_whatsapp_share-top]

- গোপাল দা, আপনার আর কোন প্রশ্ন না থাকলে, আমি আপনাকে কোরআনের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য দিচ্ছি।

গোপাল না সূচক মাথা নাড়ালে, আহমেদ বললোঃ গোপাল দা, কোরআন যেসময়ে নাযিল হয়েছিল সে সময় আরব পেনিসুয়েলায় ছিল কাব্য-কবিতার চরম উতকর্ষতা। কিন্তু তারপরও কোরআনের একটি সুরা বা আয়াতের অনুকরণে একটি সুরা বা আয়াত কেউ রচনা করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তা'আলা নিজেই অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেনঃ

বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল:৪৪) এটি ছিল সমগ্র কোরআনের অনুরূপ এক গ্রন্থ রচনা করার চ্যালেঞ্জ। অবিশ্বাসীরা এতে ব্যর্থ হয়।

গোপাল দা, এরপর- আল্লাহ অবিশ্বাসীদের দশখানা আয়াতের চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেন। এবারোও তারা ব্যর্থ হয়। অতঃপর- আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শুধু কোরআনের একটি সুরার আদলে একটি সুরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। আল্লাহ বলেনঃ

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও- এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (সূরা আল বাক্বারাহ: ২৩)। গোপাল দা, অবিশ্বাসীরা এতেও ব্যর্থ হয়।

ব্যর্থ হয়ে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবি বলে অবিহিত করেছিল। আল্লাহ তখন একখানি আয়াত নাযিল করে তাদের কথার উত্তর দেন। আল্লাহ বলেনঃ

আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। [সূরা ইয়াসীন: ৬৯]

ফেরাউন সম্পর্কে- নিশ্চয় শুনেছেন গোপাল দা। মিশরের- বাদশাহ ছিল। ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেনঃ

আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে। এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। [সূরা ইউনুস:৯০-৯২]

এখন প্রশ্ন হলো ফেরাউনের মৃত্যুর ২,০০০ বছর পর কোরআন নাজিল হয়েছিল। ফেরাউনের লাশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৮৯৮ সালে অর্থাৎ কোরআন নাজিলের ১২০০ বছরের কিছু বেশী সময় পরে। কোরআন কিভাবে বলছেঃ "আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না"।

চলবে....

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

যাকাত

মো: ইমাম হোসাইন (ব্রুনাই)

আল্লাহ বলেন, যদি এই লোকেরা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই হবে। (সূরা তাওবা, আয়াত :১১)

ইসলাম আল্লাহর দেয়া এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় এক সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ন্যায়বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে যাকাতের মতো একটি চমৎকার কর্মসূচির বিধান রাখা হয়েছে। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল লোকদের বাড়তি সম্পদের একটি অংশ নিয়মিত রাস্ট্রীয়ভাবে আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বন্টন করা ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। পবিত্র কুরআনের ৮২ জায়গায় আল্লাহ তায়া'লা নামায প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যাকাত প্রদানেরও আদেশ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যাকাত সম্পর্কে স্পষ্ট ও সম্যক জ্ঞানের অভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের কল্যানময় কার্যকর এ পদ্ধতিটি মুসলমান সমাজে অবহেলিত। নিম্নে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত হলো:

* যাকাতের পরিচয় :
যাকাত আরবি শব্দ। লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাকাতের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা,ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পুরণের পর সম্পদে পূর্ণ এক বছরকাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)বলেন, যাকাত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অংশ ধন-মাল থেকে হকদারদের দিয়ে দেয়া, যাতে মন-আত্মা পবিত্র হয় এবং ধন-মাল পরিচ্ছন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ বলেন, তুমি তাদের ধন- মাল থেকে সাদকা (যাকাত) গ্রহণ কর, তুমি তার দ্বারা তাদের পবিত্র করবে ও পরিশুদ্ধ করবে। (সূরা তাওবা, আয়াত :১০৩)

* যাকাতের প্রদানের গুরুত্ব :
ইসলামে নামাযের পরে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর" (সূরা বাক্বারা, আয়াত- ৪৩)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যেসব পবিত্র অর্থসম্পদ উপার্জন করেছো এবং তোমাদের জন্যে আমরা জমি থেকে যে ফসল উৎপদান করে দিয়েছি, তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় কর।" (সূরা বাকারা,আয়াত : ২৬৭)

তিনি (মহান আল্লাহ) -যিনি নানা প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা -গুল্ম, যা কোনো কান্ড ছাড়াই মাচানের ওপর তুলে রাখা (হয়েছে), আবার (কিছু গাছ) যা মাচানের ওপর তুলে রাখা হয়নি (স্বীয় কান্ডের ওপর এমনিতেই দাড়িয়ে আছে। তিনি সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য ও আনার (এগুলো স্বাদে গন্ধে একরকম ও হতে পারে), আবার তা ভিন্ন ধরনের ও হতে পারে, যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও,তোমরা ফসল তোলার দিনে (যে বঞ্চিত) তার হক আদায় কর,কখনো অপচয় করো না; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়া'লা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আনয়াম,আয়াত :১৪১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর পুরস্কারের আশায় যাকাত দেয় তা হলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু যে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যাকাত আদায় করতে হবে। এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার অর্ধেক সম্পত্তিও নিয়ে নেয়া হবে। (বুখারী,বায়হাকী ও নাসাঈ)

হযরত আবু বকর(রা.) দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, আমি অবশ্যই সেসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। আল্লাহর কসম, ওরা যদি একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যামানায় তারা দিত, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশই অস্ত্রধারন করবো।

আল্লাহ বলেন, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ নিষেধ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে,যাকাত আদায় করে, (সব কাজে)আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ ; যাদের ওপর আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। (সূরা তাওবা,আয়াত ; ৭১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, আমার রহমত সবকিছু পরিব্যপ্ত করে আছে, সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারণ করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান রাখে। (সূরা আরাফ: ১৫৬)

* যাদের উপর যাকাত ফরয:
ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যপারে একমত যে,যাকাত কেবলমাত্র স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক ও সম্পদশালী মুসলমানের উপর ফরয। সম্পদশালী কথাটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরী। সম্পদের উপর অন্য কারো অধিকার না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামত তা ভোগ ও ব্যবহার করতে পারাই হলো মালিকানার বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে 'সুনির্দিষ্ট ' ও ' পূর্ণাঙ্গ ' কথা দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সব সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট নয়,তার উপর কোন যাকাত নেই। যেমন, সরকরী মালিকানাধীন ধন-সম্পদ, জনকল্যাণমুলক কাজের জন্য ওয়াকফকৃত মালের উপর যাকাত ধার্য্য হবে না। তবে ওয়াকফ যদি কোন ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয়,তবে যাকাত দিতে হবে। যে ঋন ফেরত পাবার মোটেই আশা নেই তার উপর যাকাত হবে না, তবে যদি ফেরত পাওয়া যায় একবছর অতিবাহিত হলে যাকাত দিতে হবে।

সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া:
যাকাতের জন্য সম্পদ অবশ্যই বর্ধনশীল তথা উৎপাদনক্ষম বা প্রবৃদ্ধমান হতে হবে। সম্পদের বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট ;বৃদ্ধি পাওয়া জরুরী নয়।

নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা:
নিসাব বলা হয় শরীআত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে।এই পরিমাণ নির্ধারণে ব্যক্তির সর্বমোট আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় বাদ দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ এবং তার পূর্বের সঞ্চয় ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যুক্ত হবে। প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) বা এর সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়। কারো সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা থাকলে, বা উভয়টি মিলে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার মূল্যের সমান অথবা সব সম্পদ মিলে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। মূল্য নির্ধারণে গরীবের জন্য অধিক লাভজনক মূল্য ধরতে হবে। গরুর ক্ষেত্রে ৩০টি,ছাগলের ক্ষেত্রে ৪০টি ও উট ৫টিকে নিসাব ধরা হয়েছে।

ঋনমুক্ত হওয়া:
যদি সম্পদের মালিক ঋণগ্রস্ত হয় এবং ঋন পরিশোধের পর বা ঋনের সমপরিমাণ সম্পদ বাদ দেওয়ার পরে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে,তবে সেই সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

সম্পদের মালিকানা এক বছর থাকা:
কারো কাছে কমপক্ষে বিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে। তবে কৃষিজাত ফসল,মধু,খনিজ সম্পদ ইত্যাদি উৎপাদনের যাকাত (উশর) প্রতিটি ফসল তোলার সময়েই দিতে হবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির ক্ষেত্রে মালিকানার বছর শেষে হিসাব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।

মৃত ব্যক্তির যাকাত:
নির্ধারিত যাকাত পরিশোধ করার পূর্বে যদি সম্পদের মালিক মারা যায়, তাহলে তার অসীয়্যত অনুযায়ী উত্তরাধিকারীগণ অথবা স্ত্রী কিংবা তত্তাবধায়ক তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে যাকাত বাবদ পাওনা আদায় করবেন, কোন ঋন থাকলে তা পরিশোধ করবেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করবেন।

* যাকাতের হকদার :
পবিত্র কুরআনে আট প্রকারের লোক যাকাত পাবার যোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, সাদাকা তো কেবল ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং সাদাকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত লোকদের জন্য, যাদের চিত্তাকর্ষন করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা,আয়াত : ৬০)

প্রোক্ত আয়াতে কারীমার আলোকে যাকাতের হকদারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:
১. ফকীর: ফকীরকে বাংলায় গরীব বলা হয়। যাদের কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই তারাই গরীব।

২. মিসকীন: যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ পায় না,আর না তাকে (তার আত্মসম্মানের জন্য) বুঝতে বা চিনতে পারা যায়, যার জন্যে লোক তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে,আর না সে বেরিয়ে পড়ে লোকের কাছে কিছু চায়। (বুখারী, মুসলিম)

৩. আমিলুন: 'আমিলুনা আলাইহা' বলতে যাকাতের কাজে নিযুক্ত লোকদের বুঝানো হয়েছে। ইসলামী রাস্ট্র যাকাত সমূহ আদায়,বিতরন ও হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি করার জন্যে যাদের নিয়োগ করবে তাদের বেতন ভাতা যাকাত তহবিল থেকে দেওয়া যাবে।

৪. মন জয় করার জন্য: নও-মুসলিমদের সমস্যা দূর করার জন্যে এবং ইসলামের উপর অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। এমনকি নওমুসলিম ধনী হলেও তাদের যাকাত দেওয়া যাবে।

৫. দাস মুক্তি (মুক্তিপণ ধার্যকৃত দাস): যে গোলাম তার মনিবের সাথে এরূপ চুক্তি করেছে যে, এতো টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দিবে, এমন গোলামকে মাকাতিব বলে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মাকাতিব পর্যায়ের দাসমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করতেন।

৬. ঋনগ্রস্তদের ঋন পরিশোধ: যারা নিজের প্রয়োজনীয় প্রয়োজন পূরণ শেষে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ ও হতাশ হয়ে পড়ে। এরুপ যথার্থ প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ মুক্তকরনে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৭. আল্লাহর পথে ব্যয় : কুরআনের ভাষায় এ খাতের নাম বলা হয়েছে, ' ফী সাবীলিল্লাহ' ; যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথে কথাটি খুব ব্যাপক। মুসলমানদের সকল নেক কাজ আল্লাহর পথেরই কাজ।তবে এখানে আল্লাহর পথে কথাটি বিশেষ অর্থ বহন করে। সে সব গাযী ও মুজাহিদ যাদের অস্ত্র ও জিহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে কিন্তু এখন আর তার এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্জ আদায় করতে পারে। ফকীহগণের মতে দ্বীনি ইলম শিক্ষার্থী কিংবা অন্যান্য সৎকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে, যদি তারা গরীব হয়।

৮. মুসাফির : মুসাফির বা প্রবাসী লোকের বাড়িতে যতই ধন-সম্পদ থাকুক না কেন, পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে যাকাত তহবিল হতে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া যাবে।

* যাকাত প্রদানের নিয়ম:
যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। সাহিবে নিসাবের সম্পদের মালিকানার একবছর পূর্ণ হলে তখনি যাকাত আদায় করবে। তবে পবিত্র মাহে রমযানে দেয়া ভালো।

* যাকাত না দেওয়ার পরিণাম :
নামাযের ন্যায় যাকাতও ইসলামের অন্যতম রুকন ও মৌলিক ভিত্তি। যাকাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম ও জনগণের হক। যাকাত না দিলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য, অসামঞ্জস্য ও অসাম্য বৃদ্ধি পায়। যাকাত না দিলে পরকাল তাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, যারা সোনা -রুপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না(এখানে যাকাত অর্থে) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন,যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করতেছিলে তা আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫)

যাকাত না দেওয়ার ইহকালীন পরিণতি সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে সব লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে দিবেন। (বায়হাকী)

অপর এক হাদিসে আছে, যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয়, সে মালকে যাকাত অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, সে যদি তার যাকাত আদায় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগরের রুপ ধারণ করবে যার দুচোখের উপর দু'টি কালো চিহ্ন থাকবে। কিয়ামতের দিন তার গলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমিই তোমার সম্পদ, আমিই তোমার পুঞ্জীভূত ধন। (বুখারী) তারপর নবী করীম (সা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন :(অর্থ) আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদেরকে দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তাদের জন্য তা মঙ্গল এ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে। (সূরা ইমরান, আয়াত: ১৮০)

পরকালীন প্রত্যাশা হয় যদি জান্নাত আল্লাহর হুকুম মেনে দিব সবে যাকাত।

সামর্থবানরা কোরোনা প্রতিরোধে নিশ্চুপ: অপ্রস্তুত জনগণ!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

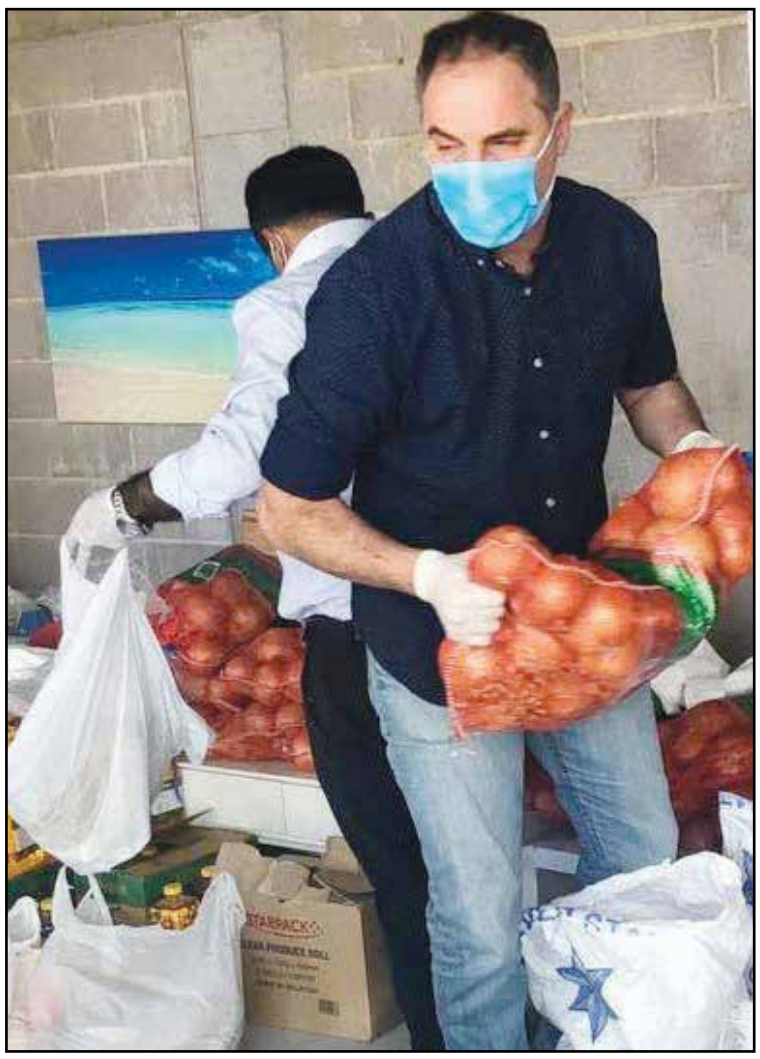

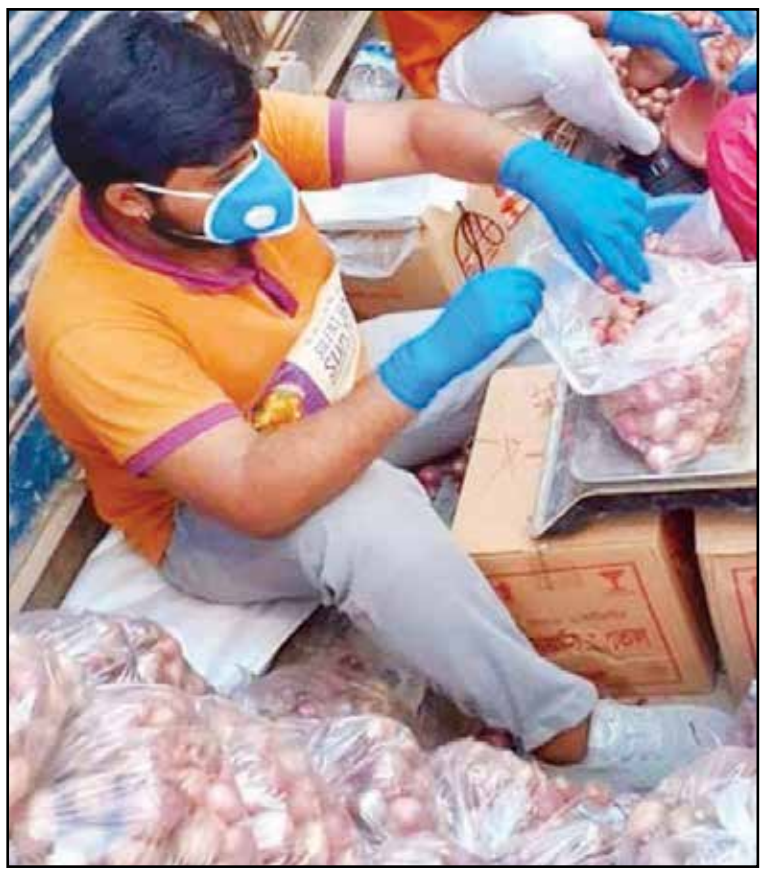

গোপনে ও প্রকাশ্যে দুভাবে সদকা বা সাহায্য করা যায়। তবে মানুষ খুব সহজে বুঝতে পারে, প্রকাশ্যে দানের পিছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে কিনা। গোপনে যদি কেউ এ ধরণের মহৎ কাজের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে তার বিনিময় অবশ্যই পাবেন। এমতবস্থায় জনসাধারণকে উৎসাহিত করার জন্যে প্রেস রিলিজ পাঠাতে পারেন। নাম প্রকাশ না করতে চাইলে সেটাও পারেন। তবে আপনার ঘাম ফেলা কর্মকান্ড অবশ্যই একনোলজমেন্ট হওয়াও জরুরি।

বাংলাদেশী হাতে গোনা কয়েকটি সংগঠন কোরোনা প্রতিরোধে আন্তরিকতার সাথে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিচের সংগঠনগুলো কোভিড -১৯ এর দুর্যোগে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ডিজাস্টার রিলিফ রিলিফ কমিটি (BADRC) এগারো হাজার ডলার সংগ্রহ করে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেছে। বাংলাদেশী ছাত্রদের একটি সংগঠন ডলার এ ডে, পরিবার বা রিফিউজি অর্থাৎ সবাইকে সাহায্য করেছে। সিডনির সংগঠন সাইলেন্ট হ্যান্ডস সাপোর্ট' কোভিড-১৯ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৯০০টা পরিবারকে মৌলিক খাদ্য বিতরণ করেছে ।

পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) কেনার সহযোগিতার জন্য FBMSA নামে একটি সংগঠন পনের হাজার ডলার পাঠিয়েছে। চ্যারিটি ফর লাইফ অস্ট্রেলিয়া নামে আরেকটি সংগঠন কোভিড-১৯ সঙ্কটে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে মৌলিক খাদ্য বিতরণ করছে বলে জানা গেছে।

DUAAA নামে একটি ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরতদেরকে সহযোগিতা করার জন্য হাত বাড়িয়েছেন।

চ্যারেটি রাইট নামে একটি সংগঠন অসহায়, গরীব, এতিমদেরকে সাহায্য করে অস্ট্রেলিয়ায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যারা ভালো কাজ করছেন তার বদলা অবশ্যই সকলে পাবেন।

বিএনপি অস্ট্রেলিয়া মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য এই স্লোগানে অসহায় বাংলাদেশীদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

ফুড সাপোর্ট সিডনি নামে আরেকটি বাংলাদেশী সংগঠন ৩৫টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছে।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী সবচেয়ে পুরাতন ও ঐতিহ্যবাহি সংগঠন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস জানান , যে সমস্ত অসহায় বাংলাদেশীরা সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, তাদেরকে সংগঠনের সভাপতি মাহবুব চৌধুরী বা সাধারণ সম্পাদক জামিল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের বাংলাদেশিরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বড় বড় পদে আছেন, যা নাকি আমাদের জন্য খুশির খবর। কোভিড-১৯ এ অপেক্ষাকৃত সবচেয়ে ভালো অবস্থা হচ্ছে শিক্ষকদের। তাদেরও কোনো কর্ম কান্ড এখনো নজরে আসেনি বা নেই। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে একশ বা তারচেয়ে বেশি বাংলাদেশী সংগঠনের ভিতর মাত্র হাতে গনা কয়েকটি সংগঠন স্বল্প পরিসরে হলেও জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংগঠনগুলোর নিশ্চুপ ভূমিকা সত্যি কষ্ঠদায়ক।

চাউল চোরদের কথা না হয় বাদ দিলাম। আমাদের আসলে দুর্ভাগ্য,আমরা যে দেশ থেকে এসেছি সে দেশেএর রাষ্ট্র প্রধানের পররাষ্ট্রনীতি বলতে কিছু নেই। নিজের দেশ বা জনগণের প্রতি নূন্যতম দায়িত্ব বলতে কিছু বুঝে না। সরকারের আমলগুলো ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা। সরকার যে কোনো ভুল করলেও আমলা -কামলারা সেটা না শুধরিয়ে বরং সমর্থন করে যান। সরকার তার দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশী ছাত্র ছাত্রীদের ডাটা বেইস তৈরী করে তাদেরকে উপযুক্ত সাহায্য -সহযোগিতা করা খুব বেশি কষ্টের নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে,বর্তমান বিয়াকুফ সরকারের শতভাগ ব্যর্থতার গ্লানি বিশ্বের প্রতিটি দূতাবাসে ছাপ পড়েছে। অন্যান্য দেশের পররাষ্ট্রনীতি থেকেও শিখতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানরা কিভাবে এ অবস্থায় তাদের প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাহায্য করছে ,তা শিখতে লজ্জার কিছু নেই। সরকারের মন্ত্রীদের চাউল চুরিতে বিশ্ব রেকর্ড করেছে। এ খবর দেশের গন্ডি পের্ হয়ে উন্নত দেশের মিডিয়াগুলোতেও চাউর হয়েছে। যাতে প্রতিটি প্রবাসীর লজ্জায় মুখ দেখাবার উপায় নেই, তবে অবশ্যই এ লজ্জা শুধু আওয়ামীলীগের নেতাদের নেই।

অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলোর নেতাদের অন্তরে কবে বাংলাদেশীদের জন্য সত্যিকারের নিঃশর্ত ভালবাসা জন্মাবে ? আর কত মানুষ প্রবাসে ঘরের কোনায় কান্নাকাটি করলে তারা সজাগ হবে ? আমাদের বাঙালিরা আর কত বিপদে পড়লে তাদের ঘুম ভাঙবে ? আর কত অসহায় লোকের আর্তনাদে ঘুম ভাঙবে ? নিজেকে সর্বোচ্ছ সামাজিক দূরত্বে রেখে যারা এ বিপদে নিরীহ মানুষের আর্তনাদ দেখে চুপ করে থাকবে, যাদের অনেক অবদান রাখার সুযোগ থাকার পরও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে, জনগণ তাদেরকে চিহ্নিত করে রেখেছে। কোরোনা চলে গেলে সমাজে এরা মুখ দেখাবে কিভাবে ? মানুষের সামনে দাঁড়াবে কিভাবে ? বর্তমান সমস্যা চলে গেলে ওই সমস্ত তথাকথিত নেতারা যখন গুহা থেকে বের হয়ে মায়া কান্না করবে, জনগণ তখন ছাড় দেবে না।

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

রোজা রাখার নিয়তঃ
নাওয়াইতু আন আছুমা গদাম মিং শাহরি রমাদ্বানাল মুবারকি ফারদ্বল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আংতাস সামীউল আলীম

ইফতারের দোয়াঃ
আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া তাওয়াক্কালতু আ'লা রিজক্বিকা ওয়া আফতারতু বি রাহমাতিকা ইয়া আর্ হামার রা-হিমীন

RAMADAN TIMETABLE-1441, APRIL-MAY-2020

DAY	DATE (CE)	DATE (AH)	FAJR (Imsāk)	SUNRISE	ZUHR	ASR SHAFI'I	ASR HANFI	MAGHRIB & IFTAR	ISHĀ
SAT	25	1*	5:01	6:25	11:58	2:57	3:42	5:22	6:44
SUN	26	2	5:01	6:26	11:58	2:56	3:41	5:21	6:43
MON	27	3	5:02	6:26	11:58	2:55	3:40	5:20	6:42
TUE	28	4	5:03	6:27	11:58	2:54	3:39	5:19	6:41
WED	29	5	5:03	6:28	11:58	2:54	3:38	5:18	6:40
THU	30	6	5:04	6:29	11:58	2:53	3:37	5:17	6:39
FRI	**1**	**7**	**5:05**	**6:29**	**11:57**	**2:52**	**3:36**	**5:16**	**6:39**
SAT	2	8	5:05	6:30	11:57	2:51	3:35	5:15	6:38
SUN	3	9	5:06	6:31	11:57	2:50	3:34	5:14	6:37
MON	4	10	5:07	6:32	11:57	2:50	3:33	5:13	6:36
TUE	5	11	5:07	6:32	11:57	2:49	3:33	5:12	6:35
WED	6	12	5:08	6:33	11:57	2:48	3:32	5:11	6:34
THU	7	13	5:08	6:34	11:57	2:48	3:31	5:10	6:34
FRI	**8**	**14**	**5:09**	**6:35**	**11:57**	**2:47**	**3:30**	**5:09**	**6:33**
SAT	9	15	5:10	6:35	11:57	2:46	3:29	5:09	6:32
SUN	10	16	5:10	6:36	11:57	2:45	3:28	5:08	6:32
MON	11	17	5:11	6:37	11:57	2:45	3:28	5:07	6:31
TUE	12	18	5:12	6:38	11:57	2:44	3:27	5:06	6:30
WED	13	19	5:12	6:38	11:57	2:44	3:26	5:05	6:30
THU	14	20	5:13	6:39	11:57	2:43	3:25	5:05	6:29
FRI	**15**	**21**	**5:13**	**6:40**	**11:57**	**2:42**	**3:25**	**5:04**	**6:28**
SAT	16	22	5:14	6:41	11:57	2:42	3:24	5:03	6:28
SUN	17	23	5:15	6:41	11:57	2;41	3:23	5:03	6:27
MON	18	24	5:15	6:42	11:57	2:41	3:23	5:02	6:27
TUE	19	25	5:16	6:43	11:57	2:40	3:22	5:01	6:26
WED	20	26	5:16	6:43	11:57	2:40	3:22	5:01	6:26
THU	21	27	5:17	6:44	11:57	2:39	3:21	5:00	6:25
FRI	**22**	**28**	**5:17**	**6:45**	**11:57**	**2:39**	**3:20**	**5:00**	**6:25**
SAT	23	29	5:18	6:45	11:57	2:38	3:20	4:59	6:25
SUN	24	30	5:19	6:46	11:57	2:38	3:19	4:59	6:24

* Commencement and termination of Ramadan is subject to the sighting of the moon

আদম এবং ঈভ

মুহাম্মদ ইউসুফ

ছেলেটি টিজিং করতো
মেয়েটি টিজিং সইতো,
ছেলেটি পিছনে ঘুরতো
মেয়েটি এ-খেলায় মোহিত।

বছর হলো শেষ
উধাও বালকের ক্যাশ,
আদম করে টিজিং
ঈভের ষোল কলা?

ঈভের যাদু রূপের ফণা
জীবন-মোহে চলা!
প্রেমের ফাঁদে আর
ডেকো না প্লীজ
একটু বসে
ভাবতে দিও,
বুঝতে দিও মিস!

ফিনিক্স

অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়

আজন্ম আমার হাত একা হয়ে আছে-
কোনও কান্নার ফুল দু'হাত ভরে উঠছে না,
চুইয়ে পড়ছে না কোনও অপার্থিব পাখির গান।

আঙুলের ফাঁকা ব্যালকনিতে
সদ্যজাত গ্রহের মতো কক্ষপথ খুঁজে খুঁজে
ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাচ্ছি।

আমার হাতের কাছে অকপট হয়ে হাত পাতছি আমি নিজেই।
করুণ স্বীকারোক্তিতে বলছি, আর নির্মম হয়ে থেকো না
শব্দ দাও–
থোকা থোকা শব্দ, যা দিয়ে এই কপট আর নির্জীব সময়
পাড়ি দিয়ে চলে যেতে পারি।
এক মধুময় দিগন্তের রোলার কোস্টারে-
শৈশবের মতো বিস্ময় তুলে এনে
ভস্মের ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে পারি,
এক অনুতাপহীন অকৃত্রিম ফিনিক্স।

কোরোনাকাল পরে

সুজন ঘোষ

সকল মহামারী ত্রাস শেষে,
আমাদের অব্যক্ত সবকথা,
আবারও বলবো আকাশতলে এসে।

বৃষ্টি ঝরিয়ে ধুয়ে দেব সব যুদ্ধ জয়ের দাগ,
সন্ধ্যা ছায়ায় ভালবাসা আবার
জানাবে তার অনুরাগ।

আমাদের হাসিতে আবার নাম বেরাত্রি
সকালে অ্যালার্ম ডাকে,
সারাদিনব্যাপী ফুটন্ত চায়ে, কত গল্প জমবে ফাঁকে।

দিন শেষে আরো সহজ হবো,
কিংবা আরও জটিল হবো পাছে।

তবুও না হয় বসবো আবার,
আরও আরো হৃদয়ের কাছে।

বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি

মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব

সবুজ ধানক্ষেত- মহুয়ার গন্ধ, নিঃসীম আকাশ
কয়েকটি ধ্রুবতারা
পাখিরা করে সন্ধ্যার আয়োজন
অবারিত মেঠো পথ-
ঠিক যেন প্রিয়ার অবিনস্ত কুন্তল
একখণ্ড কালো মেঘ চোখের কাজল
প্রগাঢ় নিকুঞ্জ বিথিকা
বাহারি ফুলের পাঁপড়ির দোল
উড়ে আসা এক ঝাঁক সাদা বক
আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ
অবাক স্নিগ্ধের ছায়াভূমি
সবুজের আঁকরে গাঁথা শ্লোক।
বোশেক বেলায় মৌ মৌ মিষ্টি আমের বোল
পাগলা হাতি যেন ঝড়ের নাচন
ঝাঁঝালো রোদ মাথার উপর
সুউচ্চ পর্বত শিখর; একখণ্ড সাদা মেঘ
চির যৌবনা সুহাসিনী যুবতী
কেড়ে নেয় আমার আবেগ।
কোকিলের ডাকাডাকি সুখের আবেশ
বাংলাদেশ, আমার জন্মভুমি বাংলাদেশ।
ছল ছল ঢেউয়ের মিছিল
এক সাগর শান্তির ঝিল
বাসরের স্বপ্নিল চোখে প্রিয়ার
দুরু দুরু কম্পন;
ঝাঁকড়া বটের ছায়ায় বসে
ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত চাষীর মন
হলুদ মায়াবী চোখ। আশার যোজন
সুখ মহা সুখ! খুশির আবেশ
বাংলাদেশ। আমার জন্মভুমি বাংলাদেশ।
হাজারো সবুজ টিয়ার পালকের মাঝে আঁকা
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার মানচিত্র
জোনাকির ডানায় উড়ে লাল সবুজের পতাকা
ঝরে পড়ে সব দুঃখ।
ফুটে উঠে সুখের আবেশ
বাংলাদেশ। আমার জন্মভুমি বাংলাদেশ।
শিমুলের আড়ক্ত পাঁপড়ি
সন্ধ্যা আকাশ গোধুলির বেশ
বাংলাদেশ। আমার জন্মভুমি বাংলাদেশ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

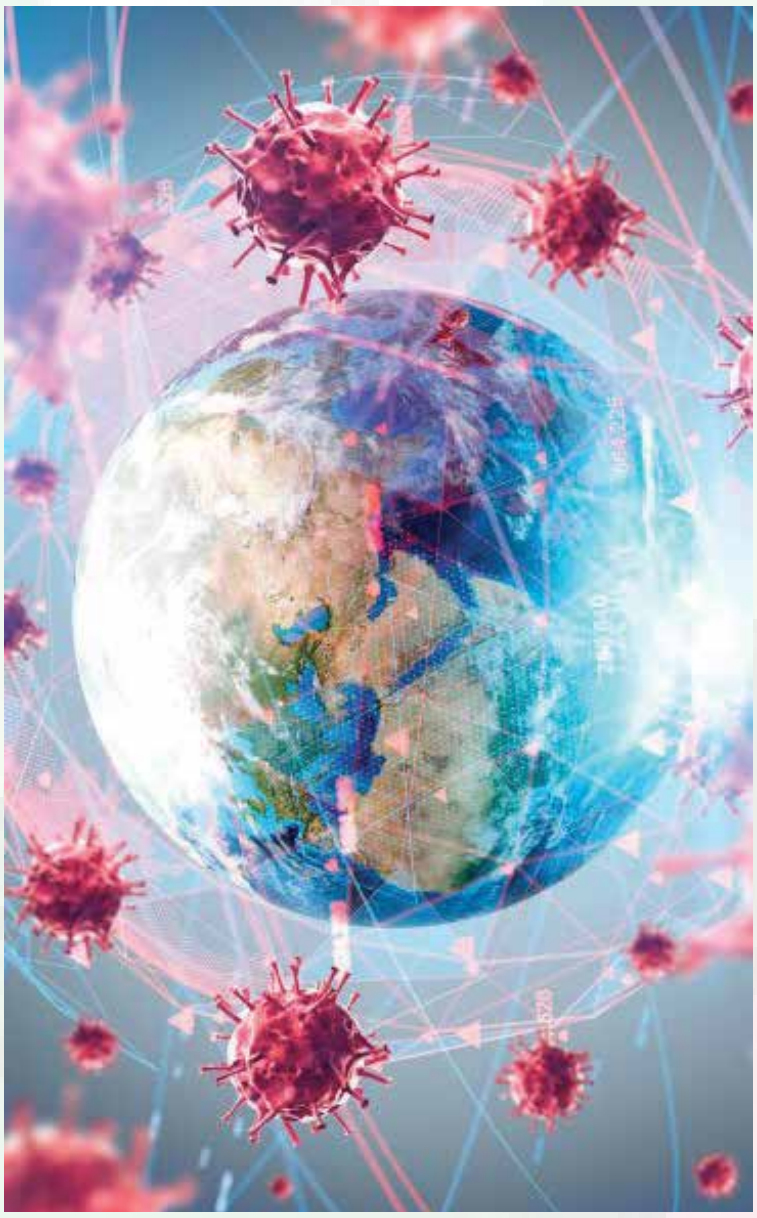

কোরোনা প্রতিরোধের ছড়া

আজাদ আলম

১.
হোক বা না হোক কোরোনা রোগ
হাত ধরার কেউ করো না লোভ
দু'গজ দূরে থাকাই চাই
সাবধানের কোন মার নাই।

২.
মুখে দিবেন না আঙ্গুল- হাত
এই খাছিলত মরন খাদ
সাবান ফেনায় হাত ধোবেন
কুড়ি সেকেণ্ড সময় নেবেন।

৩.
লবনযুক্ত গরম পানি
গলায় রেখে গলগলানি
কমাবে কফের খুশখুশানি
মেনে চলুন এই বৈদ্য বানী।

৪.
লেবু মেশানো গরম চা
পারলে মধু একটু আদা
পান করুন দিনে রাতে
ফল পাবেন হাতে নাতে।

৫.
খাদ্যে রাখুন কালো জিরা
পুদিনা পাতা লবঙ্গ গুড়া
পুষ্টি খাবার হাল্কা ব্যায়াম
যে যার সাধ্যে চালিয়ে যান।

৬.
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ুন
হাল আইনের হাল ধরুন
সময়টা এখন প্রতিকুলে
সাহায্য চান দু'হাত তুলে।

সোনালি ঘুম

বঙ্কিম কুমার বর্মন

ওরা কারা যেখানে সেখানে ঝুপ করে নামিয়ে আনে অন্ধকার
বিলেতি চুমুর আড়ষ্টতায় মিশে যায় অপলক ফুৎকারে
ইতস্তত ঘিরে রেখেছে পাখিদের স্নানের টুকরো কথা

তেমন হয়তো কিছুই বোঝেনা অন্ধকারের সিঁড়ি
আড়ালে আবডালে ফসলের বেবাক কান্না ছুঁড়ে
ভেসে যায় এপথে সেপথে দুঃসহ ভূমিতল

হেলায় ভাসালে যত সেইসব পায়চারি কাগজভোর
নিবিড় বাসনায় অলীক সুর তুলে মাদলে অজস্র সোনালি ঘুম ।

একুশের আক্ষেপ

জাহাঙ্গীর হোসেন

আমি কেন আসিনি পৃথিবীতে '৫২-র আগে,
অমর একুশের উত্তপ্ত দিনে-
জব্বার-রফিক-বরকত এর পাশে দাঁড়াতে সংগ্রামী-মুহূর্তে!
কেন আমি সামিল হ'তে পারিনি-
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' -দাবিতে ২১শের ধর্মঘটে,
আমার মা-ডাকা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে!

ঢাকার আকাশের রং এখনো গনগনে লাল।
বাতাসে বুলেটের আওয়াজ-
বন্দুক-বাজের বুটের খটখট কান পাতলে ধ্বনিত হয়।
ওই কারা যেন আজও কাঁদে,
কেঁদোনা মা, তোমার সন্তান আছে বেঁচে-
আমাদের রক্তের উষ্ণতায়-মননে-দেশের স্বাধীনতায়।

ব্যর্থ হয়েছে ওরা মন নিয়ে খেলেছিল যারা-
রক্তে-রাঙা একুশে আজ বিশ্বমাতৃভাষা দিবস।
হানাদার- লুটেরার দল লুটেছিল আমার ভাইয়ের মৃতদেহ!
মেডিকেল প্রাঙ্গন- হাইকোর্ট চত্বর- কার্জন হল- নবাবপুর রাজপথ,
প্রতিহিংসার উদ্দীপনা জাগায় আমার সর্বাঙ্গে।
মহরমের দশ আর একুশে রক্তধারায় লীন
সেই বীরত্বগাঁথাঞ্জলি গলে যেন আমি মরিতে পারি।

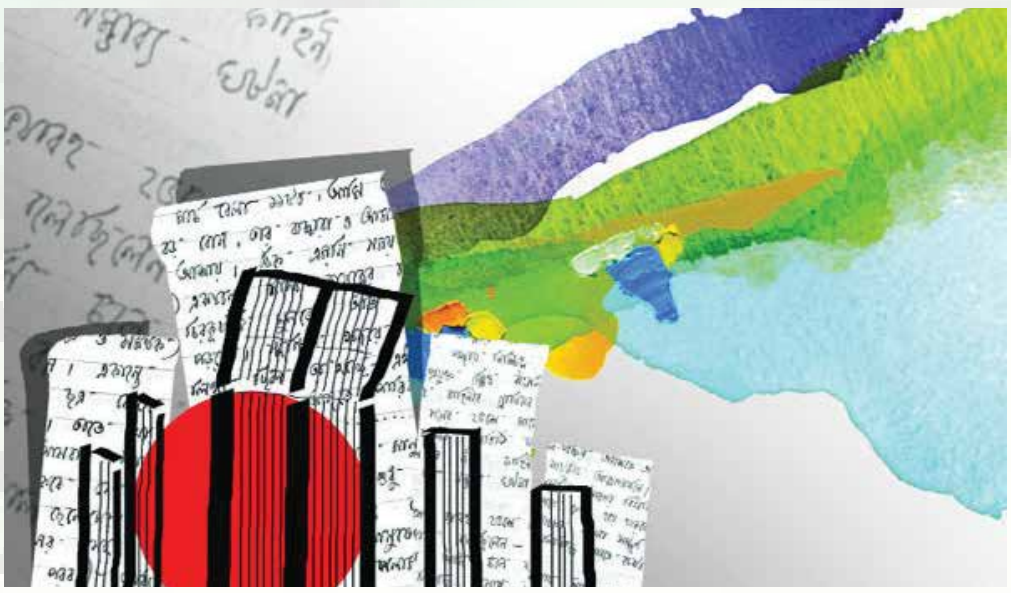

প্রিয় উন্মাদ

দালান জাহান

তোমার গলায় আটকে গেছে মলের কাঁটা
যে কাঁটা কানে কানে বিলি করে যাচ্ছে
ছায়াহীন মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত।
এতটা উতলা হয়ো না প্রিয় উন্মাদ
ধনুক তো হাতেই আছে
চোখ বন্ধ করে ছাড়ো সন্দেহের তীর।
মনে রেখো শব্দ সম্রাট
যে সাঁতার জানে না
জলের তলে তার সাথে বন্ধুত্ব হয় না।

এই পৃথিবীটা আমার ও বিশ্ব মানবতার

মুহম্মদ আবদুল খালেক

এই পৃথিবীটা আমার ও বিশ্ব মানবতার
এই পৃথিবীর সব মাটি সব দেশ আমার,
এই পৃথিবীর সকল মানুষ আমার আপন স্বজন।
এই পৃথিবীটা আমি এক নজরে দেখতে পাই,
এই পৃথিবীর সব গ্রামগঞ্জ শহর আমার,
ঢাকা- দিল্লী- লণ্ডন- সিডনি-নিউইয়র্ক আমার।

তবুও আমার দেশ প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ,
তবুও আমার শহর পরমপ্রিয় ঢাকা শহর,
তবুও আমার মঠবাড়িয়া প্রাণপ্রিয় আমার
এই পৃথিবীর কত শত ভাষা আছে
তার মধ্যে বাংলা ভাষা-ই শ্রেষ্ঠ ভাষা সবার,
এই বাংলা ভাষা-ই রাষ্ট্রভাষা সৃষ্টি বাঙালির রক্তে।

এই বাংলা ভাষায় আমরা বাঙালি কথা বলি,
এই বাংলায় আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করি,
এই বাংলা ভাষায় সাহিত্য- কবিতা রচি,
এই বাংলা ভাষায় বাংলা মায়ের গান শুনি,
এই ভাষার জন্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
এই বাঙালি জাতিসত্তায় আমরা দাঁড়াই,
এই বাঙালি জাতিসত্তাই বিশ্বের সেরাসত্তা।

মানবতা ও মনুষ্যত্বই আমার পবিত্র সত্তা,
মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সবই তো মানবতার
মানবতার সত্তায় দাঁড়িয়ে এই বিশ্ব ভালবাসি,
এই বিশ্ব ও সকল মানুষই একই মহান স্রষ্টার,
স্রষ্টাই করেন সৃষ্টি, করেন সব কিছু নিয়ন্ত্রণ,
আমরা সকল মানুষ মহান স্রষ্টাকে ভালবাসি,
মহান স্রষ্টার জন্যই আমরা এবাদত করি।

বর্বর আগস্ট

রীনা তালুকদার

দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে বেড়েই
সমাজ-রাষ্ট্রকে গ্রাস করেছিল বিষাক্ত কালকেউটে
গণতন্ত্রকে করেছে অবরুদ্ধ রাজপথে
চারপাশের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে গণতন্ত্র হয় নীল
তিনি এলেন নিয়ে শান্তির বারতা
এক সমুদ্র জনতার তিথিতে

আকাশে শুভ্র মেঘের পালক
মিছিলে মিছিলে মুক্তিকামী মানুষের কথন
এলেন তিনি নেড়ে শান্তিময় হাত জনতার কাতারে;
উৎসুক জনারণ্য সে মধুর ভাষণ শুনবে-
ছিলো না সেদিন শ্রাবণের বিদায়ী ত্রিতাল খেলা
বিকেলের আলো শান্ত প্রকৃতি পাশে মুক্ত পল্টন ময়দান
উৎসুক মুখগুলোর মুখে উল্লাসিত হাসি
জন্মভূম প্রণয়ের অমৃত ভাষণ শুনবে; কী প্রতীক্ষা-সম্মুখে;
জানতো কে এ ভাষণই জীবনের শেষ অমৃত শ্রবণ
মানব সভ্যতার কালজয়ী ইতিহাস যে বাংলার

মুহূর্ত সময়ে সে ইতিহাসে-
কলংকিত হিরোশিমা-নাগাসাকির আগমন
প্রিয় মানুষগুলো ছিন্নভিন্ন পোড়া কংকাল
কতগুলো স্বপ্ন আবর্জনার স্তুপে যায় চাপা পড়ে;
সে স্বপ্নরা এসেছিলো নিখাদ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে
শুভ্র আকাশ মুহূর্তেই কালো ধোঁয়া
আর পোড়া মাংসের গন্ধে গেলো ভরে;
বিচ্ছিন্ন খুলি, হাত-পা, ছোপ্ ছোপ্ রক্ত, বীভৎস্য কী দৃশ্য!
বলিভিয়ার চে'র যোগ্য সৈনিকরা
বুক পেতে দিয়েছিলো; হয়ে মানব ঢাল
দেয়নি তবু বঙ্গকন্যার হতে প্রাণপাত!

খেলেছিলো কী কুরুচিপূর্ণ খেলা ওরা
ওরা পঁচাত্তরের ইতিহাসকে আবারও
লিখতে চেয়েছিলো কালো ডায়েরীর পাতায়
যারা নিজেদের আয়ুর রাখে না হিসেব
তারা এসেছিলো নিয়ে বঙ্গকন্যার মৃত্যুর পরোয়ানা
আগস্ট ধিক্ তোমাকে!

তুমি বার বার করো ক্ষত-বিক্ষত
পিতাহীন সবুজ বাংলার হৃদয়
তুমি পনের আর একুশ নিয়ে বেজোড় সংখ্যা
বাঙালী সভ্যতাকে করেছ হরণ
ধিক্ তোমাকে আগস্ট!
মুক্তিকামী জনতা এখনো আছে জেগে
ছিন্নভিন্ন খুলির নুড়ি কুড়িয়ে...
বাঙালি সভ্যতাকে দিবো
যুগে যুগে গতিশীলতার চাবি।

বসন্তের সুবাতাস

রেজাউল করিম রোমেল

বসন্তের সুবাতাসে ভরে ওঠে মন।
প্রিয়ার সবুজ ওড়না
আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়।
আমাকে নিয়ে যায় এক সুখোময় জগতে।
অশোক পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়া
ফুলের সুবাসে মুখোরিত হয়ে ওঠে
আকাশ বাতাস।
গাছে গাছে নতুন পাতা আর
ফুলের সমারোহ।
বাতাসে ভেসে আসে কোকিলের কুহুতান।
বাংলা মা মাটির বুকে বসন্তের আগমন।
ষড়ঋতুর দেশে নতুন রূপে
নতুন সাজে এসেছে ঋতুরাজ।
এসো বসন্ত-
তোমাকে স্বাগতম...

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

কন্যা সন্তান

রুবেল রানা

আগামী সোমবার অর্থাৎ ১২ই জ্যৈষ্ঠ রজত ও কমলার বিবাহ স্থির হয়েছে। রজতের পিতা বিবাহের পূর্বে কমলার পিতার কাছে ছয় লক্ষ টাকা পণ দাবী করেন। রজত পোস্ট আপিসে পিয়নের পদে চাকরি করে। সেই সূত্রে কমলার পিতা পেলু ছয় লক্ষ টাকা দিতে কোনো দ্বিধাবোধ করেন না। সব পিতারা-ই চায় মেয়ে যেনো পরের বাড়িতে সুখে থাকে। পেলুও তার ব্যতিক্রম নয়। পেলু হাটে-বাজারে সামান্য সবজির দোকান করে বহু কষ্টে মেয়ের বিবাহের জন্য এই টাকা জমিয়েছেন।

জামাল উদ্দীন অর্থাৎ রজতের পিতা বহেরা পাড়ার সর্দার। ধন-সম্পদের দিক দিয়ে তার ভরপুর সংসার। পয়তাল্লিশ বিঘে জমিতে ফসল ফলায় সে। এ অঞ্চলে তার অনেক নাম ডাক। রজতের বাবা কমলাকে ছেলের বউ করেন কারণ, কমলা দেখতে খুব রূপবতী, শারীরিক গঠন বেশ নিটলাকৃত, শিক্ষায় বৃত্তির ছাপ লক্ষনীয়।

যাইহোক যথানিয়মে সোমবার রজত ও কমলার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর কিছুদিন অনেক ভালোই কাটে কমলার স্বামী ঘর। শাশুড়ী তার অনেকটা দাজ্জাল প্রকৃতির মহিলা। কাজে কামে একটু ত্রুটি বিচ্যুতি হলেই সারা পড়া মাথায় করেন। এভাবেই দিন চলতে চলতে প্রায় মাস সাতেক পরে কমলা সন্তান সম্ভাবনা হয়ে পড়ে। এরপর শাশুড়ী আর তাকে কোনো কাজে হাত বাড়াতে দেন না।

রজতদের পরিবারের স্বপ্ন ছিল, একমাত্র ছেলের বিয়ের পর একখানা টুকটুকে পুত্রসন্তান নিয়ে সুখে সংসার যাত্রা করবেন। কিন্তু তা ঘটলো না। সব কামনা-বাসনা তাদের হিতে বিপরীত ঘটে গেল। মাস দশেকের মধ্যে কমলা ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলো। এ সংবাদ শোনার পর রজতদের পরিবারের সকলের মুখে যেন হাড়ির কালির মতো ছাপ ফুটে ওঠে।

রজতের মা মনে করেন, এ হলো বউয়ের কোনো পূর্ব পাপের ফল। রজতদের পরিবারের সকলে পরিকল্পনা করে স্থির করেন সেই সন্তানকে মেরে ফেলার। কোনো রকমে এই অশুভ কথাটি কমলার কানে পৌঁছে যায়। আসলে মায়ের মন তো, সে কি কখনো এমন নিস্পাপ শিশুটির অশুভ কল্পনা করতে পারে। প্রতিটি মেয়ের বিয়ের পর তার সন্তানকে নিয়েই মায়েদের স্বপ্ন বাঁধা থাকে। একথা শোনার পর কমলা ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে কোনো রকমে পালিয়ে যায়। গিয়ে সোজাসুজি তার বাপের বাড়িতে পা রাখে। তার বাবাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তারপর ওখানে নিরাপদ নয় ভেবে পিতা-কন্যা দূরের ভাগলপুর শহরে গিয়ে বাড়ি বাড়ি কাজ করে নতুন জীবন শুরু করেন।

আসলে আমাদের গ্রামবাংলার ঘরে কোনো কন্যা সন্তান হলে অনেক পরিবারের মধ্যে একটা অরুচিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কন্যা হলো ঘরের লক্ষ্মী। আর সেই লক্ষ্মীকেই আজ সমাজের অনেকেই নৃশংসভাবে হত্যা করে চলেছে। সমাজের আজ অনেক পরিবারে কন্যা সন্তানের প্রতি যে গুরুত্বহীনতার সৃষ্টি হয়েছে তার ফল এইরকম পণ ভাবনায় যুক্ত পুত্রসন্তানের পিতাদের কারণেই। পুত্রসন্তান মানেই সমাজে অনেকের মাথায় অনেক টাকা কামাইয়ের উপায় সৃষ্টি হয়। এমন সমাজের প্রতি আমাদের একটিই প্রকাশ্য ঘোষণা যে, একবিংশ শতাব্দীতে খাতা-কলমে শিক্ষিত হয়েও মনের দিক থেকে অনেকের মধ্যে যে আজও এমন মূর্খতা কাজ করে চলেছে এটা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। তাই আজ সকলেই জাগ্রত হয়ে মিলিত কণ্ঠে এমন প্রবৃত্তিকে মাটিচাপা দিয়ে ঘরের লক্ষ্মীকে বাঁচাই, তাদের অধিক সম্মানে রাখি।

Solar World
Residential & Commercial
Government Rebate Still Available
১০ বর্ষ পর্দাপন উপলক্ষে
সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের
বিশেষ শুভেচ্ছা।
Special discount for May
(18+4 panel free) :
6.6 kw - $2499*
Quality Assured
We Provide CEC accredited Product
1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809
T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2020
Year-11

ছেলেটি ঘরে ফেরেনি

আহমদ রাজু

"আর কোয়েনা বাপু, জানোয়ারের বাচ্চাডারে নিয়ে আমার হয়ছে যত জ্বালা। খালি গ্যালবে আর ঢ্যান ঢ্যান এরে ঘুরে বেড়াবে। আমার হাড়গুলোন ভাঙ্গে চুরে খালোরে বাপু- চাবায় খালো।" কথাগুলো বলতে বলতে শব্দ করে কেঁদে ওঠে রহিম উদ্দিন।
"এহোন আর কান্দে কি হবে? তুমি কাহা জগলুরে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠোইছো। এহোন ঠ্যালাডা বোঝ। বড় হয়ছে, তুমাগের কথা শোনে নাহি। ছোটোরতে যা কয়ছে তাই তুমি শুনিছো। যে আব্দার এরেছে তাই তুমি আনে দিছো। আশকারা দিয়ে তুমিইতো ছুয়ালডার মাথা খারাপ এরিছো। এহন কি আর নামাতি পারবা?"
ঘাড়ের ওপরে রাখা গামছাটা নিয়ে চোখ মোছে রহিম উদ্দিন। "তাইতো আমার চিন্তারে বাপ। আমার বয়স হয়ছে। কহন বাঁশ বাগানে চলে যায় কিচ্ছু কওয়া যায় না। ছুয়ালডা যদি ভালো পথে ফিরে আসতো তালি মনেরে বুঝ দিয়া যাতো; নারে আমি মরে গেলি ছুয়ালডাতো করে কম্মায় খাতি পারবে।"
চৈত্র মাস। শুকনো জমি লাঙ্গল দিয়ে চষতে চষতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে রহিম উদ্দিন। নিজে যখন ক্লান্ত, তখন গরু দুটোও ক্লান্ত মনে মনে ভাবে সে।
গরু দু'টোর কাধ থেকে জোয়ালটা মাটিতে নামিয়ে রাখে, যাতে ওরা একটু আরাম করে দাঁড়াতে পারে। নিজে যেয়ে বসে আইলের ওপর।
মনিরুদ্দি পাশের বেগুন ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করছিলো। রহিম উদ্দিনকে আইলের ওপর বসে বিশ্রাম নিতে দেখে সেও এসে বসে পাশে।
"কি গো কাহা, জগলুরে কি সংসার মুহো এরতি পারলে?" মনিরুদ্দি প্রশ্ন করলে উপরোক্ত কথাগুলো বলে রহিম উদ্দিন।
"আলির পরে বসেও শান্তি নেই।" বলে একটু উঁচু হয়ে পেছন ফিরে আইলের ঘাসের ভেতরে কি যেন দেখতে চেষ্টা করে রহিম উদ্দিন।
"কেন কাহা; আলির আবার কি হলো?"
"মনে হলো য্যানো পিঁপড়েই কামড় দেছে পাছায়। জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে।" ঘাসের ভেতরে যত্রতত্র কয়েকটি পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে মনিরুদ্দি। বলল- "তাইতো কাহা; এটটু সরে বসো। পিঁপড়েতো বুঝায় দেখতিছি। এহানে পিঁপড়েরা কি এরতেছে কওদিনি কাহা?"
"কি যে এরতেছে তা আল্লাই জানে।"
"তুমি এটটু সরে বসো। না হলি আবার কামড়াতি পারে।"
"আর সরে বসতি হবে না। আহানো ম্যালা খানিক চষতি হবে। রোদির যে অবস্থা তাতে শেষ পর্যন্ত পারবানে কিনা কিডা যানে।"
গরু দু'টো মুখ উঁচু করে রহিম উদ্দিনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। ডানপাশের গরুটার সিংএর ওপরে একটা ফিঙ্গে উড়ে এসে বসে। তার দৃষ্টি চষা মাটির দিকে। কখন একটা ফড়িং পোকা উড়ে, সেই আশায়। রহিম উদ্দিন গরুর কাছে যেতেই ফিঙ্গেটা উড়ে যেয়ে পাশের বেগুন গাছে বসে তার দিকে মুখ করে।
গরু দু'টোর কাধে জোয়াল জুড়ে দিয়ে ইসটা চেপে ধরে মাটির সাথে রহিম উদ্দিন। "তাতা তাত। বাই বাই। হিস্, যাহ.." ডান পাশের গরুর লেজের আগা ধরে মোচড় দিতেই বামে ঘুরে যায় সে।

পাড়ার সমবয়সীদের সাথে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে জগলুর। ছেলেবেলা থেকে তার এ অভ্যাসটা। কাজ কর্মতো দূরে থাক পড়াশুনাও করতে তার একদম ভালো লাগে না। বাবা-মায়ের চাপের মুখে কয়েকদিন স্কুলে গিয়েছিল ঠিকই, মন তার পড়েছিলো বন্ধুদের মাঝে। যার কারণে বাবা-মায়ের হাজার বকাঝকা শুনেও আর স্কুলে যায়নি। রহিম উদ্দিনের কথা, "আমার ছুয়াল তুই। তোর পড়াশুনো কুনো দরকার নেই; তয় বাড়ির কাজতো এরতি পারিস! আমি বাঁচে থাকতি থাকতি ক্ষ্যাতের কাজ না শিকলি শিখপি কবে?"
বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অনেকে খারাপ দিকে চলে যায়, গাঁজা, তাড়ি, মদ খায়। জগলু সে রকম নয়। এ সবের কিছুই সে খায় না। তার একটিই দোষ, তা হলো বাড়ির কোন কাজ না করে সারাদিন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো। এ নিয়ে ভাই-ভাবীরাও কম বেশি কথা বলেছে। দু'একদিন গায়ে হাত তুলেছেও। জগলুর তাতে কোন পরিবর্তন হয়নি।
রহিম উদ্দিনের বড় আশা ছিল- জগলু বড় হয়ে সংসারের হাল ধরবে। বাবা- মায়ের সুখ-দুঃখের খোঁজ খবর নেবে। অথচ হয়েছে আর উল্টো। সংসারের হাল ধরাতো দূরে থাক; বাবা- মায়ের খোঁজ খবরও সে নেয় না বলে রহিম উদ্দিনের বিশ্বাস।
জগলুর মায়ের যত চিন্তা জগলুকে নিয়ে। হাজার হলে মা'তো। চিন্তা তারই বেশি সন্তানের জন্যে। ছেলেকে নিয়ে তার যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিলো তা সব দিনে দিনে ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। সেও এখন ছেলের ওপর ভরসা করে না।

রহিম উদ্দিনের তিন ছেলে। বড় দুইজন বিয়ে করে তাদের ভাগের জমি নিয়ে আলাদা সংসার করছে। ছোট ছেলে জগলু বাবার সাথে আছে। ছোট ছেলে থাকলে কি হবে, সব কাজকর্ম তাকেই করতে হয়। জগলু বাড়ির কুটোটিও সরায় না। রহিম উদ্দিনের ধারণা ছিল, বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তার সে ধারণা দিন বদলের সাথে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। জগলু যেমন ছিল আগে এখনও ঠিক তেমন রয়ে গেছে।
গ্রামের ছেলেদের সাথে মেশে তাতে তেমন আপত্তি ছিল না। বর্তমানে শহরের মাস্তানদের সাথে দহরম মহরম শুরু করেছে জগলু। ভাবতেই চোখে জল আসে রহিম উদ্দিনের।
শহরের মানুষ নাকি ভাল হয় না। আগে সন্ধ্যে হলেই যেখানে থাক বাড়ি ফিরে আসতো। এখন রাত বারোটা না বাজলে ফেরার নাম করে না। কোন কোন দিন আসেও না। শহরে কাদের সাথে মেশে, কোথায় যায় তা জানে না।
সকালে ঘুম থেকে উঠে রহিম উদ্দিন জগলুকে জিজ্ঞাসা করে, "শহরে কনে কি এরিস?" বাবার প্রশ্নে গায়ে আগুন ধরে যায় জগলুর।
"কি এরি না এরি তা তুমার জ্যানে কাজ কী?" আক্রমাত্মক উত্তর জগলুর। "আমিতো আর চুরি ডাহাতি এরতিছিনে। তুমরা যদি আমারে খাতি দিতি না চাও তা কয়ে দিলিইতো পারো? আমার ব্যবস্থা আমিই এরে নিতি পারবানে।"
"খাতি দিতি পারবো না আমি কি কয়ছি নাহি। ছুয়াল কনে যায় কি এরে তা কি বাপের জানার অধিকার নেই?"
"তুমার কি জন্যি জানতি হবে? আমিতো আর খারাপ কিছু এরতিছিনে।"
রহিম উদ্দিন ছেলের সাথে তর্ক করতে চাই না। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, "আমার বয়স হয়ছে বাপ। কাজ কর্ম আগের মতো তেমন এরতি পারিনে।" হতাশায় আক্রান্ত হয় সে।
"কাজ কর্ম তুমারে এরতি কয় কিডা?"
"কাজ না এরলি খাবানে কি?"
"জমিগুলোন ভাগে দিয়ে দিলি হয়।"
ছেলের এহেন কথায় আর কোন কথা বাড়ায় না রহিম উদ্দিন। "সামান্য এটটু জমি। নিজি চাষ এরেইতো সংসারে টানাটানি পড়ে যায়, ভাগে দিলি আসপেনে তিন ভাগের এক ভাগ। তহন অভাবের তাড়নায় মরতি হবে।" মনে মনে বলে।
আজ তিন দিন হলো জগলু বাড়ি আসে না। বাড়ির সবাই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। কোথায় গেল যে ছেলেটা! শহরে কোথায় যায়, কাদের সাথে মেশে তা জানে না গ্রামের কেউ। জানলে হয়তো খোঁজ নিতে পারতো।
ছেলের চিন্তায় বাবা-মায়ের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম। বেশি কথা, কম কথা যা-ই বলুক না কেন সন্তানতো? আজ তিন দিন সে বাড়ি আসে না চিন্তা তো হবেই।
মসজিদ থেকে ভেসে আসছে মাগরিবের আজান। গ্রামের বৌঝিরা ঘরে ঘরে সন্ধ্যা বাতি দিতে ব্যস্ত। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। আর একটু পরে অন্ধকারে ঢেকে যাবে সমস্ত পৃথিবী। মানুষেরা ব্যস্ততা কমিয়ে ক্লান্ত দেহটাকে ক্ষণিকের জন্যে এলিয়ে দেবে বিছানায়।
ঘরে যাবার জন্যে বারান্দায় পা রাখে জগলু। রহিম উদ্দিন বারান্দায় বসে ছেলের চিন্তায় মগ্ন। উঠানে যন্ত্র তন্ত্র ঘুরে বেড়ানো মুরগীর বাচ্চা ঘরে তুলে দিতে ব্যস্ত জগলুর মা। জগলুকে ঘরের ভেতরে যেতে দেখে রহিম উদ্দিন বলে ওঠে, "যে পর্যন্ত আগোইছিস সিহানেই দাঁড়া।" বাবার এমন নির্দেশে পেছন ফিরে তাকায় জগলু।
"কনে ছিলি এই কয়দিন?" ছেলেকে রূঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করে রহিম উদ্দিন।
জগলু কোন কথা বলে না, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।
"আমি কি কচ্ছি কানে যাচ্ছে না? রহিম উদ্দিনের কণ্ঠ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে।
"কাজে ছিলাম।" কাটছাট উত্তর দেয় জগলু।
"কাজ মারাচ্ছে, কাজ; ওরে আমার কাজ ভাতারীরে। যার এটটা খড় কুটো সরানোর মুরোদ নেই সে করবে কাজ!"
"কলাম তো আমি কাজে ছিলাম।" নরম স্বরে বলল জগলু।
"ওরাম কতা এর আগেও কয়ছিস। এহন আর ও কতায় কাজ হবেনা নে। খাওয়া আর ঘুরে বেড়ানো সা'রে দিবানে। কি কাজ এরিস আগে তাই ক' শয়তানের বাচ্চা।"
জগলু যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিলো সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে বা হাতের নখ দাঁত দিয়ে কাটতে থাকে।
"কি কাজ এরিস তা তোর বাপেরে কতি পাত্তিছিস নে?" মুখ খোলে জগলুর মা।
জগলু নিশ্চুপ।
"গত জম্মে আমি মনে হয় কোন পাপ এরিছিলাম। তা না হলি তোর মতো শুয়োর আমার প্যাটে জম্বে ক্যান?" চোখ মোছে জগলুর মা।
"এ বাড়িতি তোর খাওয়া বোন্দ। যা যিহানেরতে আয়ছিস সিহানে চলে যা। আমরা আর তোর মুখ দেখতি চাইনে।" রহিম উদ্দিন বলল।
ছেলেবেলা থেকে খুব জেদি জগলু। বেশি কথা তার সহ্য হয় না। তার ওপর যদি খাওয়ার কথা কেউ বলে তাহলে তো কথায় নেই।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

রহিম উদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে জগলুর মা বলল, "আপনে আর যা কন, তাতে কুনো আপত্তি নেই। খাওয়ার কতা কন ক্যান?"
"তুমিতো আর চাষ বাস এরোনা? বুঝবা কি এরে। যদি মাঠে রোদি চাষ এরতে তালি টের পায়ে যাতে। তুমারে কয়ে দিচ্ছি ছুয়ালের পক্ষ নিবা না। এই হারামির বাচ্চা আমারে শেষ এরে ছাঁড়েছে। কি হলো কানে যাচ্ছে না। বার হ' আমার বাড়ির তে। তোর মুখ য্যান আমি আর না দেহি।"
বাবার কথায় প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে বাড়ি ছাড়ে জগলু।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে যায়। জগলু বাড়ি আসে না। রহিম উদ্দিন রাগের বসে না হয় দু'এক কথা বেশি বলেছিলো; তাই বলে ছেলে যে সত্যিই বাড়ি ছেড়ে যাবে তা সে ভাবতেই পারেনি। ছেলের জন্যে কত যে চোখের জল ফেলেছে সে এবং তার স্ত্রী তা শুধু তারাই জানে।
"আমি কি সত্যি চলে যাতি কইলাম জগলুরে, ভাবিলাম দুই একদিন পরে ফিরে আসপেনে। অথচ.....।" কেঁদে উঠে রহিম উদ্দিন।
শরীর ভেঙ্গে পড়েছে জগলুর বাবা মা দু'জনেরই। শহরে যে যায় তাকেই বলে, "ছুয়ালডার কুনো খোঁজ পাও কিনা দেহোদি। দেহা হলি আমাগের কতা কয়ো, বাড়ি যাতি কয়ছে।"
কেউ দেখা পায় না জগলুর। সে বেঁচে আছে না মারা গেছে তা জানে না কেউ।

ক'দিন থেকে হাত পা ফোলা অসুখ হয়ে বিছানায় অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে জগলুর মা। তাছাড়া পেটের ব্যথায় পৃথিবীটা নরক মনে হয় তার কাছে। সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এমন বিশ্বাসে মাঝে মাঝে চিঢ় ধরে তার। যদি থাকতো তাহলে তার সৃষ্টি জীবকে এভাবে কষ্ট দিতো না বলে মনে হয়।
রহিম উদ্দিন গ্রামের ডাক্তার গোলাম আলীর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে খাওয়ায়। কিছুতেই কিছু হয় না। বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজের ওষুধে কাজ না হওয়ায় গোলাম আলী পরামর্শ দেয় শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে। সেখানকার ডাক্তারদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক। সেখানে গেলে তারা পয়সাও কম নেবে।
গ্রাম্য ডাক্তারদের সাথে শহরের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চুক্তি আছে। গ্রাম থেকে রুগী পাঠালে ডাক্তারদের অংকের কমিশন দেওয়া হয়। যার জন্যে সামান্য পেটে ব্যথা হলেই নির্দিষ্ট হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দেয় তারা। আর সেবকরূপী হাসপাতালের ডাক্তারেরা বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে সহজ সরল বিপদগ্রস্থ রোগীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় হাজার হাজার টাকা। তার থেকে সামান্য কিছু দেয় গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারদের। গ্রাম্য ডাক্তাররা তাতেই খুশি।
রহিম উদ্দিন দুই ছেলের সাথে পরামর্শ করে; তারা তাদের মায়ের অসুখের জন্যে কী করতে পারে। দুই ছেলেরই কথা, "এহন মাঠে কাজের চাপ। যা পারো তুমি নিজিই এরো। আমরা দুই ভাই মিলে শো পাঁচেক টাহা দিয়ে দিবানে।"
ছেলেদের টাকায় ভরসা পায় না রহিম উদ্দিন। গ্রামের ডাক্তার বলেছে, বেশ টাকা লাগবে এই অসুখ সারতে। তাছাড়া শহরে যাতায়াত করতে হাজারের ওপরে খরচতো হবেই। টাকা যতই লাগুক স্ত্রীকে সে সারিয়ে তুলবেই। দুই ছেলেকে দেবার পর নিজের কাছে যে জমিটুকু আছে দরকার হলে তা বেচবে; মনে মনে সংকল্প করে।

গোলাম আলী ডাক্তারকে সাথে নিয়ে স্ত্রীকে শহরের হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালের ডাক্তার রোগীর বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার জন্যে নিজস্ব ক্লিনিকে যাবার পরামর্শ দেয়। নিরুপায় রহিম উদ্দিন স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসে। ডাক্তার রিপোর্ট ভালভাবে দেখে বলে, "রোগীর দু'টি কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন একটি কিডনী না লাগালে কোনক্রমে বাঁচানো যাবে না।"
খরচের অংক যা বলে তাতে তাল তলার জমিটা বেচলেও কিছুই হবে না। টাকার চিন্তায় অস্থির হয়ে গ্রামের বিভিন্ন মানুষের কাছে হাত পাতে রহিম উদ্দিন। এতগুলো টাকা কে দেবে? কে আছে এমন দয়ালু? কিছুতেই টাকা জোগাড় হয় না।
জগলু এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারে তার মায়ের কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে। এখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

নিজের একটা কিডনি দেবার জন্যে ডাক্তারকে অনেক কষ্টে রাজি করায় জগলু। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর শেষপর্যন্ত সফলভাবে কিডনি পরিবর্তন সফল হয়। ডাক্তারকে অনুরোধ করে, সে যেন মা-বাবাকে তার কথা না বলে।

রহিম উদ্দিন টাকা জোগাড় করতে না পেরে স্ত্রীর নিশ্চিত মৃত্যু হবে জেনে প্রায় এক মাস পরে হাসপাতালে আসে। এসে দেখে অপারেশন হয়ে গেছে। টাকা ছাড়া কিভাবে সম্ভব হলো ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "সরকার চিকিৎসার সব খরচ দিয়েছে।"
সরকারের কথা শুনে হাজার বার সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করে, "এ সরকার যেন প্রতি বছর ভোটে পাশ করে।"
জগলুর মা সুস্থ হলে তাকে বাড়িতে নিয়ে যায় রহিম উদ্দিন। জগলু অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে মা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবার দৃশ্য। আনন্দে চোখ ছল ছল করে ওঠে তার।

জগলু বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় ঠিকই তবে তা রুটিন মাফিক। শহরের এক কোনায় পান-বিড়ির দোকান খুলে বসেছে। সপ্তায় ছয়দিন দোকানদারী আর শুক্রবারে ঘুরে বেড়ায় সে; মন যেখানে চায়। আয় রোজগার একেবারে কম হয় না। নিজে খরচ করে জমায় কিছু কিছু। সেই জমানো টাকা দিয়ে-ই মায়ের অপারেশনের টাকা শোধ করেছে সে।
মা বাবা অসুস্থ হয়ে মারা গেলেও সন্তানদের কিচ্ছু যায় আসে না। একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে রহিম উদ্দিন। এই দুঃসময়ে যদি সরকারী সাহায্য না পেতো তাহলে হয়তো এতদিন তার স্ত্রীর কবরের উপরে ঘাস জন্মে যেতো। আর যা-ই হোক ছেলেদের কাছ থেকে তো টাকা নিতে হয়নি! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রহিম উদ্দিন, আর কোনদিন কোন ছেলের কাছ থেকে সাহায্য নেবে না এমনকি ভাববেও না।

আষাঢ়ের শেষ। শ্রাবণের আগমনে পুকুর, ডোবার ব্যাঙেরা আনন্দে মাতোয়ারা। বুড়ি ভৈরব নতুন সাজে সেজেছে। আমন ধান লাগানো শেষ হয়েছে কৃষকদের ইতিমধ্যে। তাদের ব্যস্ততা এখন কম। ক'দিন পরেই আবার শুরু হবে ব্যস্ততা। আগাছা নিংড়ানো, সার দেওয়া আরো কত কি।
সেই সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। থামবার নাম নেই। হয়তো সারাদিন এভাবে চলবে। ভাবে রহিম উদ্দিন। হয় হোক। ক্ষতি নেই তাতে। ধানের চারার শেকড় সব মাটির সাথে লেগে গেছে। এখন বৃষ্টি বেশি হলে তাতে ধান গাছের কিচ্ছু হবে না। তার ক্ষেত সব উচু জায়গায়। পানি বেধে থাকে না সেখানে।
দুইজন লোক ভিজতে ভিজতে এসে বারান্দার চালের নিচে এসে দাঁড়ায়। একজন প্রশ্ন করে, "চাচা মিয়া এটা কি জগলুদের বাড়ি?"
"হ্যায়। কিন্তুক আপনেরা কারা?" উত্তর দিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করে রহিম উদ্দিন।
"আপনি জগলুর কি হন?"
রহিম উদ্দিন বলল, "ওই হারামিডার আমি বাপ। কি হয়ছে তা কনদিনি? সেতো কনে চলে গেছে তাতো কতি পারিনে। আপনেগের কি কুনো ক্ষতি এরেছে সে?"
"না; আমরা কোন অভিযোগ নিয়ে আসিনি আপনার কাছে। জগলু অসুস্থ। হাসপাতালে আছে। তাই আপনাকে সংবাদ দিতে আসলাম।" অপরজন বলল।
কথাটা কানে যেতেই মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে জগলুর মায়ের। হাতের কুলো মাটিতে রেখে প্রশ্ন করে, "কনে আমার জগলু? কি হয়ছে তার?"
রহিম উদ্দিন বলল, "যা হয় হোকগে। ওরাম ছুয়ালের আমরা কুনো পরিচয় দিতি চাইনে। তুমার যে এত্ত বড় এটটা রোগ হলো, মরার ঘরেরতে বাচে আসলে, কই সেতো এটটু খোঁজও নেলো না।"
"আমার অসুখ হয়লো, সেকি জানতো?" প্রশ্ন জগলুর মায়ের।
"দেহো ছুয়ালের পক্ষ আর তুমার নিতি হবে না। ও আমাগের কেউ না।" বলল রহিম উদ্দিন।
"আপনারা জগলুকে ভুল বুঝবেন না। ও খারাপ ছেলে নয়।" বলল আগতদের ভেতর থেকে একজন।
"দ্যাহেন আমার ছুয়াল সম্পর্কে আমারে জ্ঞান দেবেন না। আপনেরা আয়ছেন; দুই একদিন থাহে যান; তয় ওরাম ছুয়াল মরে গেলিও দেখতি যাবো না, এই আমি কয়ে দিলাম।"
"চাচা মিয়া আপনারা অনেক কিছুই জানেন না।" বলল অপরজন।
"আপনে কি কতি চাচ্ছেন?" প্রশ্ন রহিম উদ্দিনের।
"চাচীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে যেয়েই তো আজ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে জগলু।"
"কী কচ্ছেন আবোল তাবোল আপনেরা!" বিস্ময় ভরা চোখে প্রশ্ন করে রহিম উদ্দিন।
"চাচীমাকে যদি নিজের একটি কিডনী না দিতো তাহলে চাচীমার এতদিন কি হতো তা সৃষ্টিকর্তাই জানে। আজ তার বাকী কিডনিটা অকেজো হয়ে গেছে।"
"আপনেরা আমারে পাগল পাইছেন, তাই না? জগলুর মারে চিকিৎসা করার খরচতো সরকার দেছে। ডাক্তার আমারে সব কয়ছে।"
"সরকারের কি দায় ঠেকেছে চিকিৎসা করবে আপনার স্ত্রীর? সরকার এক আজব রাষ্ট্র যন্ত্র। দেশের সাধারণ জনগণ মারা যাবার সময় টাকা ছাড়া মুখে এক ফোটা পানিও দেয় না। আর সেখানে চিকিৎসা! জগলুই ডাক্তারকে বারণ করেছিলো তার নাম না বলতে। তাইতো ডাক্তার আপনাকে সরকারের কথা বলেছে। এমনকি অপারেশনের সব খরচ জগলু এতদিন দোকানদারী করা টাকা থেকে দিয়েছে।"
আগতদের কথা শুনে চোখে পানি ভরে ওঠে মুহূর্তে রহিম উদ্দিনের। জগলুর মায়ের চোখ থেকে ইতিমধ্যে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়েছে মাটিতে রাখা কুলোর ওপর।
"কনে আমার জগলু? ওরে আমার বাপরে!" চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে প্রশ্ন করে জগলুর মা।
"সদর হাসপাতালে আছে।" একজন উত্তর দেয়।

রহিম উদ্দিন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে আগতদের সাথে যখন হাসপাতালে পৌঁছায় তখনও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। দু'জনের চোখের জল আকাশের পানির সাথে মিশে নিচে গড়িয়ে পড়ছে অনবরত।
তের নম্বর সিটের কাছে এগিয়ে যায় দ্রুত পায়ে। সিটের কাছে যেয়ে দেখে সিট খালি। জগলুর মা অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন করলো, "কই; আমার জগলু কই?"
পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন নার্স বলল, "ঠাণ্ডা ঘরে।"

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2020
Year-11
24

স্বাধীনতা -মুক্তির স্বাদ

■ রাণা চ্যাটার্জী

"মুক্তিযুদ্ধ" এই তাৎপর্যপূর্ণ শব্দের মধ্যে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ লুক্কায়িত। "মুক্তি"বা "স্বাধীনতা" যদি প্রবল সংগ্রাম-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আসে ও অনুপ্রেরণা হয়ে অবস্থান করে তবে তার স্বাদ অতুলনীয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় যা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র সংগ্রাম যা ওই বছরের ডিসেম্বরে মাসে পরিসমাপ্তি হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। এই দীর্ঘ কয়েক মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফল হিসাবে বিশ্ব মানচিত্রে আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ।

২৫শে মার্চের অন্ধকার রাতে, পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পূর্বপাকিস্তানে বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটে। ওই ভয়ঙ্কর রাতে ঢাকাসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণের ফলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎও প্রতিবন্ধকতার পথে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে বিচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আওয়ামীলীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

এই শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে অসংখ্য নিরীহ মানুষ, নাগরিক, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, মহিলাদের কাতারে কাতারে অংশগ্রহণ, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দেয়; যার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমাদের এপার বাংলা তথা ভারতবর্ষে আছড়ে পড়ে। প্রতিবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ দুই লাইন এই প্রসঙ্গে ভীষণ মনে পড়ছে:

"সাবাস বাংলাদেশ এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, জ্বলে পুড়ে মরে, ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।"'

এই স্বাধীনতার যুদ্ধে এক উত্তাল জনগোষ্ঠী, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের চব্বিশ বছরের গ্লানি থেকে মুক্তির পথ খুঁজে গর্জে উঠেছিল। বাঁচার লড়াইয়ে আপামর মানুষ জন, পুরুষ নারী নির্বিশেষে শত সহস্র শহীদের রক্তে, কত শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনা শেষে উঠেছিল স্বাধীনতার সূর্য এই আজকের ছাব্বিশে মার্চ, যা বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

পাকিস্তানের পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হয়েছিল গণপ্রতিরোধ। জীবন বাঁচাতে হাজার হাজার আওয়ামী লীগের নেতারা আমাদের ভারতবর্ষেও আশ্রয় নেন। দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী থেকে রক্ষা করতে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়, যে বাহিনী গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ভারত জড়িয়ে পড়ে মূলত মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর যৌথ আক্রমণ ফলায় পর্যুদস্ত হয় পাকিস্তানের সামরিক সেনা। তারা ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আকস্মিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে যেকোন স্বাধীনতার যুদ্ধে একটা দারুণ মিল পাওয়া যায়-শাসকের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বোমা গোলা বারুদ, পিছু হটা নয় এসপার না ওসপার কিছু একটার চ্যালেঞ্জ থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ও আলাদা ছিল না। শিশু, কিশোরী, মহিলাদের জোর করে সেনা ছাউনিতে তুলে নিয়ে শারীরিক অত্যাচারের মর্মান্তিক ইতিহাস আজও স্বাধীন বাংলাদেশের বাতাস গুমোট করে। মহিলাদের রোজ ধর্ষণ করা সেনাদের আর পাঁচটা নির্ধারিত কর্তব্যের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সম্পর্ক থেকে যে সন্তান আসবে তারা নাকি দুই দেশের মধ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করবে, কি নিষ্ঠুরতা। Children of War (2014 পরিচালক- মৃত্যুঞ্জয় দেবরাট) হিন্দি সিনেমাটিতে এই ঘটনার বীভৎসতা খুব প্রকটভাবে দেখানো হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশিরা ধর্মের উর্ধ্বে জাত্যাভিমানকে স্থান দিয়েছিল। আমরা বাঙালী, আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, তারপর আমাদের অন্য পরিচয় এই স্বত্তা দারুণভাবে মানুষের মনে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু মানসিকতা তৈরিতে। যার পেছনে ছিল আওয়ামীলীগের নেতাদের পূর্ণ সমর্থন। "আওয়াম" শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ বা common people, মুসলিম শব্দটা বাদ দেওয়া হয়েছিল লীগের নাম থেকে। অর্থাৎ ধর্মের উর্ধ্বে মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। মানুষ বলতে জনগণের এমন এক অংশ যার মধ্যে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান। চাষী, শ্রমিক, মজদুর– যারা রাষ্ট্র যন্ত্রে সবচেয়ে বেশী নিপীড়িত নিষ্পেষিত তারাও সামিল হয়েছিল এই স্বাধীনভাবে বাঁচার স্পন্দনে। এর সঙ্গে ছাত্রদেরও বৃহৎভাবে যুক্ত করা হয়েছিল। কারণ তারা শিক্ষিত এবং আগামীর প্রতিনিধি, প্রাণ চঞ্চল, প্রাণের জোয়ারে মুক্তিযুদ্ধের ঢেউ আছড়ে তুলেছিল সর্বত্র। এক্ষেত্রে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা অস্বীকার করতে পারি না।

জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামীলীগ দলটি, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। পাকিস্তানের শাসনের জন্ম লগ্ন থেকেই বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি, এক মানুষ এক ভোট, গণতন্ত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও দুই দেশের মধ্যে বিভেদ ঘোচানোর লক্ষ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করেছিল আওয়ামীলীগ। ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমলীগ পার্টিশনের দাবী করেছিল কিন্তু তাতে বাংলা ভাষাভাষীদের আইডেন্টিটি আহত হয় বলে তারা মুসলিমলীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামীলীগ নির্মাণ করে; যেখানে ধর্মের উর্ধ্ব জাতি ভাব ও ভাষা প্রাধান্য পেতো। তাছাড়া কৃষি প্রধান জাতি হিসেবেই তারা স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে। এক জাতি এক ভাষা এক রাষ্ট্র এ এক যেন এক সম্মিলিত মন্ত্র। তাছাড়া পাকিস্তানের সাথে ভৌগলিক দূরত্বের কারণেও বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। সব কিছুর ফল নতুন রূপে এক নতুন দেশের আবির্ভাব।

স্বাধীনতা আসলে এনে দেয় এক মুঠো মুক্তির স্বাদ, এক ঝলক তাজা বাতাস, কেবল এই উপলব্ধি থেকেই যদিও একটা দেশ উন্নতির গতিময়তার সাথে এগিয়ে যেতে পারে না। সেই সঙ্গে দরকার হয়, নবচেতনার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, অশিক্ষা-কুশিক্ষা বেকারত্ব, বুভুক্ষা দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠনে উন্নতির সেতু। স্বাধীনতার অনেকগুলো বছর পার করে আজ বাংলাদেশ এই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। নামেই দুটো আলাদা দেশ, এপার বাংলা ও ওপার বাংলা কাঁটাতারের বিভেদে, তবু এপার-ওপারের বাসিন্দাদের মধ্যে বাংলার কৃষ্টি, শিল্প সাহিত্য, মনন চিন্তনে এক অদ্ভুত হৃদ্যতা যা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে দুই স্বত্তার মেল বন্ধনে।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি'র উদ্যোগে সম–সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

চাউল চোর

মনসুর আহমেদ

সোলাইমান বেপারী। আনন্দনগর ইউনিয়ন পরিষদের চার বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সাধারণ কর্মী থেকে রাজনৈতিক নেতা, পরে চেয়ারম্যান। মন্ত্রী এমপিদের সাথে তার বেশ খাতির। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, চোরাকারবারি সব তার আয়ত্তের ভিতরে। প্রশাসন, মন্ত্রী, এমপি তার পকেটে। অনেক জনপ্রতিনিধিদের যেখানে ডানবাম ম্যানেজ করা কঠিন, তার কাছে সুজাসাপটা। 'টাকা দিয়ে বাঘের চোখও কিনা যায়'। কিন্তু সোলাইমান বেপারীর মত অন্যরা কিনতে পারে না। বুদ্ধির কারবারি সোলাইমান বেপারীর হাটে বুদ্ধি বিক্রি করতে পারেন। খরিদ করা কঠিন। নিজের মত করে আশপাশে বিশাল বাহিনী তৈরি থাকে সবসময়। আর এদের লালনপালন করতে বেপারীর মাসে বড় দাগের টাকা খরচ করতে হয়। তবুও ক্ষমতা, চেয়ারম্যানি টিকিয়ে রাখতে এই নিয়মের বাহিরে যাবে না বেপারী।

বন্যা, খরা, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেখানে মানুষ ও প্রাণীকুলের জন্য অভিশাপ। আর বেপারি অপেক্ষায় থাকে কখন আসবে এইসব দূর্যোগ। বিগত বিশ বছরে অনেকবার বন্যার সম্মুখীন হয়েছে ইউনিয়নবাসী। রাস্তা-ঘাট, ঘর -বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্ভোগ স্বচক্ষে দেখে উপজেলা প্রশাসন সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। কিন্তু মানুষ মানুষের অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত। লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী ও বন্যা পরবর্তী কৃষি সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম লোক দেখানো মাত্র। নিজস্ব কিছু লোক অল্প পরিমাণের সহযোগিতা পেলেও অধিকাংশই বেপারির গুদামে। যা সে ইচ্ছে মত বিক্রি করছে খোলাবাজারে। সোলাইমান বেপারীর দুর্নীতি ও অনিয়ম নিয়ে ইউনিয়নের বেশকিছু প্রতিবাদী যুবক বিভিন্ন সময় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করলেও কাজ হয়নি। কিসের যেন একটা নিরবতা। একবার ইউনিয়নে পারিবারিক কলহের জের ধরে একটি খুন হয়। আর এই খুনের আসামি হয়ে দীর্ঘদিন জেলে কাটে তার কুকর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কয়েকজন যুবক। তার প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে হার মানে সভ্যতা। ইচ্ছে মত কানধরে ঘুরাচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ মানুষকে।

সোলাইমান বেপারী বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে ঘনঘটা সখ্যতা থাকলেও কোভিড-১৯ বা কোরোনা ভাইরাস সাথে প্রথম পরিচিত। সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমের শিরোনামে প্রাধান্য বিস্তার করেছে এই ভাইরাস। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এই ভাইরাস। বাংলাদেশেও এই ভাইরাস মহামারি আকারে বিস্তার লাভ করেছে। পৃথিবীর বিলাসবহুল দেশের মত বাংলাদেশেও লকডাউন চলছে। সবকিছু বন্ধ থাকায় মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী, সুবিধাবঞ্চিত মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। মানুষের এই হাহাকার দেখে সরকার তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মাধ্যমে চাউল, ডাল পৌঁছে দিচ্ছে অসহায় মানুষের মাঝে। আর এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে বেপারি চেয়ারম্যান। সরকারের নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে লোক দেখানো কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। সরকারি নির্দেশনা যেখানে ১০ কেজি চাউল দিতে হবে বঞ্চিতদের, সেখানে দিচ্ছে ৫ কেজি করে। দুই একজন মেম্বার প্রতিবাদ করলেও তারা নির্যাতনের স্বীকার হন। এই খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। আর এই কাজটি করে 'আনন্দনগর সচেতন যুব সংঘ'।

সালমা বেগম। বেপারি চেয়ারম্যানের স্ত্রী, আল্লাওয়ালা মহিলা। ধর্ম-কর্ম, নামাজ-রোজা নিয়মিত করেন। বেপারি চেয়ারম্যানের এইসব অনৈতিক কর্মকাণ্ড সে মোটেও পছন্দ করে না। আর এই সব বিষয় আশয় নিয়ে প্রায়ই জামাই বউয়ের মাঝে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে। সালমা বেগম তার ফেসবুক পাতায় নিয়মিত ইসলামের আলোকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করে থাকেন।

আজও একটি পোস্ট দিলেন "আত্মসাৎ করা মারাত্মক গুনাহ ও জঘন্য অপরাধ। মালিক ক্ষমা না করলে এ গুনাহ আদৌ ক্ষমা হবে না। তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অনলে জ্বলতে হবে"। (তিরমিজি, মিশকাত, পৃ. ২৪২)

চেয়ারম্যান অফিস রুমে বসে চেচামেচি করছে এবং ফোনে হুমকি দিচ্ছে কাকে জানি। বিরাট হুমকি, সামনে পেলে চিবিয়ে খাবে এমন মনে হচ্ছে। এমন সময় বেশ কয়েকজন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক অফিস রুমের দরজায় দাঁড়ানো। একসাথে সবাইকে দেখে হতভম্ব সোলাইমান বেপারি। বেপারি দু'একজনকে চিনলেও সবাইকে চিনতে পারছে না। এর একটা বড় কারণও আছে। আনন্দপুর ইউনিয়নে সাংবাদিক নিষিদ্ধ। লোকমুখে শোনা যায়, ইতিপূর্বে বেপারি চেয়ারম্যানের লোকজনের হাতেই সাংবাদিক সাইফুল বিপ্লব খুন হন। আজও ঝুলে আছে মামলা। এমনকি তদন্ত রিপোর্টের কোন হদিসও নেই। ম্যানেজের মধ্যেই ম্যানেজ করা বেপারির সহজ কাজ। বেপারি চেয়ারম্যান কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাংবাদিকরা চাউল চুরির বিষয়টি জানতে বিভিন্ন প্রশ্ন শুরু করতেই বেপারি চেয়ার ছেড়ে ক্ষেপে উঠলেন। জেলা শহর থেকে আগত সিনিয়র সাংবাদিক বেপারিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা আপনার রাগ গোসা আর চোখ রাঙানো দেখতে আসিনি। আপনার চাউল চুরিসহ বিগত দিনের অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবেদন তৈরি করতে বিশেষ এসাইনমেন্টে এখানে এসেছি। আপনি সহযোগিতা না করলেও আমাদের কাজ থেমে থাকবে না। মৃদু হেসে ওঠে বেপারি চেয়ারম্যান অনর্গল উল্টোপাল্টা বকবক করে বললেন, দ্যাখেন সাংবাদিক সাহেবরা, ইতিপূর্বে বহু প্রতিবেদন করেছেন একদম খামাখা। আপনাদের অফিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেও ছাপা কাগজে বা টিভিতে পৌঁছাতে পারেনি। আপনাদের সম্পাদকদের এই সাহস নেই। আর কোনদিন হবেও না। তাই অযথা বিভ্রান্তি না করে চা নাস্তা খেয়ে চলে যান। এই যে অফিসের সামনে আমার দুইটি গাড়ি দাড়ানো আছে, প্রয়োজনে আপনাদের সাহেব বেশ কয়টি বিশেষ কালারের খাম বার করলেন। সবাইকে দিতে গিয়ে আবার ব্যর্থ হলেন।

রাত দশটা। খাবার দাবার সেরে বেপারি চেয়ারম্যান টিভি চ্যানেল ঘুরাচ্ছেন। হঠাৎ টিভি পর্দায় নিজেকে আবিষ্কার করলেন। তার চাউল চুরি ঘটনাসহ বিগতদিনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন দেখে নিজের-ই যেন বিশ্বাস হচ্ছেন। এই প্রথম টিভির ভিতরে বেপারি চেয়ারম্যান। সাথে সাথেই স্থানীয় কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদককে ফোন দিলেন। যারা সবসময় বেপারি চেয়ারম্যানের ফোনের অপেক্ষায় থাকেন, তারা আজ বেপারির ফোন রিসিভ করলেন না। যা হবার রীতিমত তাই হয়ে গেল। ভোরের সূর্যের আলোর সাথে মিশে গেলেন বেপারি চেয়ারম্যান। জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার লিড নিউজ 'দুর্ধর্ষ চেয়ারম্যান সোলাইম বেপারী চাউল চোর'।

সরকার প্রধানের কড়া নির্দেশ। বৈশ্বিক মহামারি কোরোনা ভাইরাসকে পুঁজি করে কেউ চাউল চুরি বা কোন অনিয়ম করলে ছাড় দেওয়া হবে না। এমনকি দলীয় লোকজন হলেও রক্ষা নেই।

সকাল ন'টা বাজে। বেপারি চেয়ারম্যান সকালের নাস্তা খেয়ে রেডি হচ্ছে আর চিন্তা করছে কিভাবে কি ম্যানেজ করতে হবে। এই মুহূর্তেই থানার ওসি সাহেব দুই গাড়ি পুলিশ নিয়ে হাজির। বেপারি ওসি সাহেবকে নাস্তা পানি খেতে বললেও আজ ওসি সাহেবের মুড অন্যরকম। মন গলছে না। ওসি সাহেব বেপারি চেয়ারম্যান বললেন, আপনাকে নিতে এসেছি, থানায় যেতে হবে। উপরের নির্দেশ আছে।

বেপারি ওসি সাহেবের কথা শুনে রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ধরছে। সে যেতে চাচ্ছে না, অনেক তালবাহানা করছে। হঠাৎ রাগে ক্ষেপে উঠলেন বেপারি। বললেন, মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলতে হবে। ওসি সাহেব জানালেন, আজ মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলে কাজ হবে না। আরও উপরের নির্দেশ আছে।

সহজে যেতে না চাইলে বেপারি চেয়ারম্যানকে হাতকড়া পরিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আনন্দপুর ইউনিয়নবাসীর আজ আনন্দের শেষ নেই। যুবসমাজ উল্লাস করছে, অতিউৎসাহী কয়েকজন বেপারি চেয়ারম্যানকে জুতা নিক্ষেপ করছে। এতদিন যারা টুঁ শব্দও করেনি, তাদের অনেকেই আবার থুথু দিচ্ছে। চাউল চোর বেপারি চেয়ারম্যান এর দীর্ঘ প্রভাব প্রতিপত্তির মূলোৎপাটন হলো কোরোনা ভাইরাস কাছে।

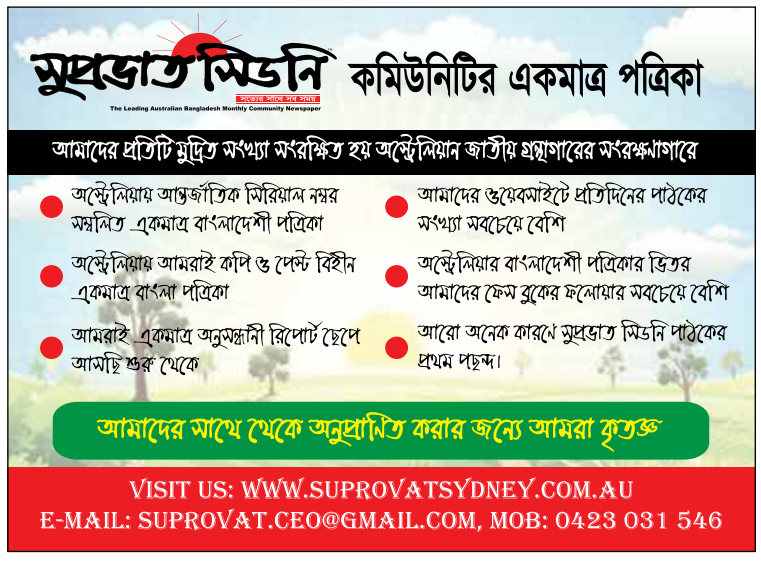

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2020
Year-11

অজানা দ্বীপে আবেল

মূল: উইলিয়াম স্টেইগ
ভাষান্তর: ফকির আহমেদ শাহ

পূর্ব প্রকাশের পর

১১.

নভেম্বরের শেষ। আবেল বই পড়া শেষ করে নিজের আস্তানার দিকে যাচ্ছিল। সে বেশ অন্যমনস্ক ছিল। কেননা, আজকের পড়া অধ্যায়টা পড়তে গিয়ে তার মাথা এলামেলো হয়ে গেল। একদল ভল্লুক যুদ্ধ করতে যাচ্ছে অন্য আরেক দেশের ভল্লুকের বিরুদ্ধে। তার দুই পক্ষই যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হচ্ছে, কিন্তু তারা দুই পক্ষই যুদ্ধ চায় না শান্তি চায়। এই বিষয়টা আবেলের মাথায় ঢুকছিল না।

সে আনমনে হাটছিল আর ওইসব ভাবছিল। হঠাৎ মরা ঘাসের মধ্যে ধূষর বাদামি রঙ্গের একটা পালক দেখতে পেলো। পাখনাটা যে ওই পেচার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে পালকটাকে কুড়িয়ে আনলো। পালকটা তার ঘরের মাঝখানে পুতে দিয়ে ওটার সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসল। তার মন্ত্র উচ্চারণের মতো বিড়বিড় করে বলতে লাগল।

অসভ্য পেচা কুৎসিত দেখতে

আমাকে কখনো পারবে না ধরতে।

আমাকে মারতে যত কর কষ্ট

ফালতু সময় হবে তোর নষ্ট।

এই মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে আবেলের মধ্যে অন্য এক রকম শক্তির সঞ্চার হতে লাগল। সে তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে লাগল।

শীতের আগমনের সাথে সাথে তার কাজ কিছু বেড়ে গেল। আবেল ভাবতে লাগল, হয়তো আগামি দুইমাস তাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতে পারে। ঘরের মধ্যে খাদ্যশস্য গুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। এই কাজ করতে তার বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। এই কয় দিন সে পেচাটাকে আর এই এলাকায় দেখতে পায়নি। আবেল মনে করেছিল পেচাটা বোধহয় তার এই মন্ত্রশক্তির বলে এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এবং পেচাটার কথা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন সকালে সে পেচাটাকে আবার দেখতে পেলো। সে কাছেই একটা গাছের ডালে বসে আছে। যদিও তার চোখ দুটো বন্দ, কিন্তু আবেলের মনে হলো তার চোখ দুটো জ্বলছে। আবেল তাড়াতাড়ি তার গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আবেল গর্তের মধ্যে বসে ভাবতে লগল কিভাবে পেচাটাকে মারা যায়। কিন্তু কোনো চিন্তাই যুতসই হচ্ছে না।

শীতের শুরুতে অনেক পাখি দক্ষিণে চলে গেছে কিন্তু পেচাটা যায়নি কেন? তাহলে কি শীতকালে সে এই এলাকাতেই থেকে যাবে। কি এক বাড়তি উপদ্রব। আবেল তার গুড়ির গর্তে বসে আগের মতো আবার মন্ত্র যপ করতে লাগল। সে সৃষ্টিকর্তার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানালো, হে প্রভু তুমি পেচা সাপ বিড়াল খেকশিয়াল, এই নিকৃষ্ট প্রাণীদের কেন সৃষ্টি করেছ? এরাতো কারো উপকারে আসে না। শুধু ক্ষতি করে।

১২.

শীতের শুরুতেই বরফ পড়তে শুরু করেছে। প্রথম কয়েকদিন যে বরফ পড়েছে তার ঘনত্ব এক লেজ। আবেল এই বরফের ওপরদিয়ে চলাফেরার জন্য জুতা তৈরী করেছে। ইদানিং তার বই পড়তে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। বাইরে তুষার পাত। ইচ্ছা মতো বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া বইটার ওপরে বরফ জমে রয়েছে। বই পড়তে গেলে আগে বরফ সরিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আবেল কাঠের তৈরী একটা ছোট বেলচা নিয়ে বই পড়তে রওনা হয়ে গেল।

আজ আবহাওয়া তুলনামূলক বেশ ভালো। সে বইয়ের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে উনিশ অনুচ্ছেদ বের করে পড়তে শুরু করল।

ভল্লুকের যুদ্ধ, তাদের করুণ পারিনতি ডেকে এনেছে। তাদের মধ্যে অনেকে আহত নিহত হয়েছে। তাদের হানাহানি দেখে আবেল সভ্যতা সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ছে। আবেল মনে মনে ভাবে এই পেচাটাও অসভ্য। তাই তার সাথে আবলের যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

ওই দিনের বই পড়া শেষে বইয়ের কভার পাতা ঢেকে দিতে আবেলের কষ্ট হয়। কারণ,বইয়ের পাতা গুলো বরফে জমাট বেধে গেছে। কাজটা করতে তার থাবা ঠান্ডা হয়ে গেল। আস্তানায় ফেরার পথে আবেলকে আজ আবার সেই পেচার খপ্পরে পড়তে হয়। পেচাটা তাকে ধরতে আসে। কিন্তু আজও পেননাইফটা আবেলকে বাঁচিয়ে দেয়। পেচাটা যখন তাকে ধরার জন্য ছো মেরেছিল । কিন্তু আবেল বুদ্ধি করে তার পেন নাইফটা পেচার মাংশে ঢুকিয়ে দেয়। পেচাটা কোনো শব্দ না করে আবেলকে ছেড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসে আবেলের দিকে রাগি চোখে চেয়ে থাকে।

আবেল মনে মনে ভাবে পেচাটাকে আর কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না। এবার আক্রমন করতে এলে তাকে চরম আঘাত করতে হবে। সে পেচার দিকে বর্শাটা তাক করে ছুড়ে দিলো। পেচা ভেবেছিল আবেলের বর্শা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু তার সে ধারনা ভুল ছিল। বর্শাটা তাকে ঠিকই আঘাত করল। পেচাটা মাটিতে পড়ে গেল। আবেল বর্শাটা আনার জন্য পেচার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। কাছাকাছি হলেই পেচা তাকে লক্ষ করে ঝাপ দিলো। আবেল সতর্ক ছিল। সে দৌড়ে গাছের আড়ালে চলে গেল। পেচা তাকে তাড়া করল। আবেল বুদ্ধি করে গাছটাকে বেড় দিয়ে ঘুরতে লাগল। পেচা আবেলের সাথে দৌড়ে পারল না। আবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে গাছে গিয়ে বসল।

আবেল একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আস্তানায় চলে এলো।

১৩.

জানুয়ারী ফেব্র"য়ারী এবং পুরো মার্চ মাস আবেলকে তার কাঠের গুড়ির আস্তানায় শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতে হলো। কারণ, এত বেশি তুষার পাত হলো যে তার কাঠের গুড়ির অর্ধেক বরফে ডুবে গেল। বাইরে বের হবার কোনো পরিস্থিতি রইল না। শুধু খাও আর ঘুমোও। বড্ড একঘেয়ে জীবন।

তবে মার্চ মাস শেষ হতেই আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা গেলো। শীত কমে এলো। তুষারপাত বন্দ হলো। আকাশ পরিষ্কার হয়ে তেজি সূর্য উঠল। গরমে বরফ গলতে শুরু করল। আবেল একদিন বাইরে বের হলো। সে সেই বইয়ের কাছে গেল। বইটার ওপরে প্রায় একফুট বরফ জমেছে। ওই বরফ সরিয়ে বই পড়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। সে আবার তার আস্তনায় ফিরে এলো।

সারাদিন বাইরে ঠান্ডায় ঘুরে বেড়ানোয় আবেলের ঠান্ডা লেগে গেল। রাতে কাপুনি দিয়ে জ্বর এলো। কয়েকদিন সে জ্বরের ঘোরে প্রায় অচেতন হয়ে রইল। চার পাঁচদিন পরে তার জ্বর ছেড়ে গেল ঠিকই কিন্তু শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে গেল। এখন তার অবস্থা এমন হয়ে পড়ল যে সে বেশি দূর একটানা হাটা চলাও করতে পারে না। একটু হাটলেই তার দম ফুরিয়ে যায়।

এই সময়ে তার নিজেকে বড় অসহয় মনে হয়। খুব করে বাড়ির কথা মনে পড়ে। আমান্দার কথা মনে পড়ে। এই সময়ে সে যদি বাড়িতে থাকতো তাহলে আমান্দা সারক্ষণ তার পাশে থাকতো। তার সেবা যত্ন করতো। ওষুধ পত্র খাওয়াতো। কিন্তু এই নির্জন দীপে তার কেউ নেই। এখানে সে যদি মারাও যায় তাহলে তাকে সমাধি দেবারও কেউ নেই। মৃত্যুর পরে তার ডেডবডিটার কি হবে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারে।

১৪.

শীত শেষে বসন্ত এসে গেল। গাছে নতুন পাত গজালো। ফুল ফুটলো। আবেলের শরীর এখন আর আগের মতো দুর্বল নেই। ভালো ভালো খাবার খেয়ে তার শরীরে আবার শক্তি ফিরে এলো। সে এখন আবার দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উপায় চিন্তা করতে লাগল।

একদিন আবেল নদীতে গোসল করে নদীর ধারে রোদে শুয়ে গা শুকাচ্ছিল। তার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ তার কানে গেল কেউ যেন আপন মনে বকতে বকতে এই দিকে আসছে। আবেলের তন্দ্রা ছুটে গেল। সে চোখ মেলে চেয়ে দেখল একটা মোটা বুড়ো ব্যাঙ নদীর ধার দিয়ে বকতে বকতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ব্যাঙটাকে দেখে আবেলের খুব আনন্দ হলো।

সেও ব্যাঙটার দিকে এগিয়ে গেল। ব্যাঙটাকে দেখে বলল, তুমি কে ভাই?

ব্যাঙটা বলল, আমি গাওয়ার। আমি এই নদীতেই ছিলাম। আর ওই জলপ্রপাতে ডুবে গিয়েছিলাম।

-কি ভাবে ডুবে গেলে? কি ঘটেছিল তখন?

গাওয়ার আবেলের পাশে বসে পড়ল। এই অচেনা জায়গায় ব্যাঙটা আবেলকে পেয়ে একটা কথা বলার সাথি পেলো। সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

-আমার নাম আবেলার্ড হাসাম ডি চিরিকো ফ্লিন্ট।

-তোমার সাথে দেখা হয়ে আমি খুশি হয়েছি। গাওয়ার তার কাদামাখা ঠান্ডা হাতটা আবেলের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আবেল তার এই ব্যাঙ বন্ধুর সাথে হ্যান্ডসেক করল। গাওয়ার বলল, মনে হয় তুমিও আমার মতো এই দ্বীপে অভাবিত ভাবে এসে পড়েছ।

আবেল তার কাহিনী গাওয়ারকে শোনালো। আমি এই নদীটা পাড়ি দেওয়ার জন্য পথ খুজে বেড়াচ্ছি।

গাওয়ার আবেলকে সমবেদনা জানিয়ে বলল, বুঝতে পারছি বিষয়টা তোমার জন্য খুবই কষ্টের। নদীর স্রোতটাও বেপরোয়া বয়ে যাচ্ছে।

গাওয়ার আবেলের কাছ থেকে এই দ্বীপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারল। আবেলর কথা শুনে গাওয়ার বলল, জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ে আমিও এক রকম মরেই গিয়েছিলাম। ওপর থেকে নিচে পড়ার সময়ে মাথায় প্রচন্ড আঘাত পাই। আমার মুখের মধ্যে বালি ভরে গিয়েছিল। এর পরে আমি আর বুঝতে পারিনি আমি কোথায় যাচ্ছি।

এই দুর্ঘটনার সময়ে আমার পরিবার পরিজনদের কেউ জানতে পারেনি আমি কি সমস্যায় পড়েছি। আমার কি ঘটছে। গাওয়ার তার বড় পরিবারের বর্ননা দিলো। যেখান থেকে সে এসেছে, সে জায়গার কথা বলল। আবেল সে জায়গার কথা কখনো শোনেনি।

গাওয়ারও কখনো মসভিলের নাম শোনেনি।

আবেল বলল, তুমি আমার আস্তানায় চলো, সেটা এই রাস্তায়ই পড়বে।

গাওয়ার রাজি হয়ে গেল। ওরা দুজনে হাটতে হাটতে আবেলের আস্তানায় চলে এলো। গুড়িটার ওপরে বসে পড়ল। আবেল গাওয়ারকে জুস খাওয়াল। এবং দুজনে অনেক ক্ষণ গল্প করল। দুজনের মাঝে বেশ ভাব হয়ে গেল।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

১৫.

গাওয়ার ও আবেল জুন মাসের শেষ পর্যন্ত এক সাথে কাটালো। গাওযার সব সময় বলে যত দ্রুত সম্ভব সে এই স্থান ত্যাগ করবে। তার হারানো শক্তি সে অনেকটা ফিরে পেয়েছে। এখন সে নদরি স্রোতকে কব্জা করতে পারবে বলে নিজের প্রতি আস্তা ফিরে এসেছে। আবেলের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে বলে, আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমাকেও আমার সাথে পার করে নিয়ে যাই। কিন্তু আমার শরীরে যৌবন বয়সের মতো শক্তি এখন আর নেই।

আবেল বলে তুমি কি একটা দড়ি বহন করে নিয়ে যেতে পারবে? যার সাহায্যে আমি পার হয়ে যেতে পারব। আবেল তার দড়ির সেতু তৈররি পরিকল্পনার কথা খুলে বলল।

-এটা কোনো বুদ্ধি হলো না। গাওয়ার বলল। এটা করতে গেলে দড়িটা কয়েক হাজার পদ্মপাতার সমান লম্বা হতে হবে। আমাকে অত লম্বা একটা দড়ি বয়ে নিয়ে যেতে হলে নিশ্চয় আমার হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাবে।

আবেল বলে, তুমি ফিরে গিয়ে কি আমার জন্য উদ্ধারকারী দল নিয়ে আসতে পারবে?

-এই বার একটা কাজের কথা বলেছ। আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে উদ্ধার করাই হবে আমার প্রধান কাজ।

-তুমি ফিরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে খবরটা দিতে পারবে না? আমি তার ঠিকানা দিয়ে দেবো।

-তোমার স্ত্রী?

-তার কথা তোমাকে আমি অনেক বলেছি। এই আমার স্ত্রীর মুর্তি।

-ও হা। তুমি বলেছ। এইবার আমার মনে পড়েছে।

গাওয়ার সহজেই সবকিছু ভুলে যায়। তার স্মৃতি শক্তি খুব খারাপ।

একদিন আবেল গাওয়ারের একটা মুর্তি তৈরী করতে লেগে গেল। তারা আলাপ আলোচনা করে কাদা দিয়ে মূর্তিটা তৈরী করে ফেলল।

গাওয়ার বেশ ভালো গান গাইতে পারে। সে মাছের কাটা দিয়ে একটা বেহালা তৈরী করল। সেই বেহালা বাজিয়ে সে করুণ সুরে গান ধরল।

গানটা ছিল একটা বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিক গান। আবেল মনোযোগ দিয়ে গাওয়ারের গান শুনলো।

গাওয়ার বলল, তার এক ডজন নাতি নাতনী সবাই গান জানে। সে তার বুড়ো বউয়ের সাথে বেশ সুখেই দিন কাটায়। মাঝে মাঝে তাদের অবশ্য খুব ঝগড়া হয়। তখন অভিমান করে বউটা দূরে বসে থাকে। একদিন গাওয়ার জিজ্ঞাসা করে, তোমার আসল পেশা কি? মানে তুমি বাড়িতে থাকতে কি কাজ করতে?

আবেল বলল, ব্যক্তিগত জীবনের কাজ ছাড়া আমি কিছু করিনা। সত্যিকারের কাজ বলতে যা বোঝায় তা এই দ্বীপে এসে করে চলেছি।

১৬.

জুনের মাঝামাঝি এক সকাল। আবেল তার দরোজায় নক করার শব্দ শুনতে পেলো। দরোজা খুলে দেখল, দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাওয়ার। সে নদীর ধারে ঘুমিয়ে ছিল। প্রতিদিন সে তাই করে। আজ তাকে অন্যদিনের চেয়ে বেশি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

আবেল জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার আজ তোমাকে -

-হাঁ, বন্ধু। আজ আমি নদীর পানি পরীক্ষা করে দেখেছি। স্রোতের টান অনেক কম। এই অবস্থায় আমি নদী পার হয়ে যেতে পারব।

-যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সবে তো আমরা দুজনে পরস্পরকে জানতে বুঝতে শুরু করেছি।

-তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার কোনো খবর আমার পরিবার পরিজনেরা জানে না। তারা নিশ্চয় আমাকে নিয়ে মহা ভাবনায় আছে। বাড়িতে আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে মেয়েরা, তাদের ছেলে মেয়েরা, তাদের ছেলে মেয়েরা রয়েছে। তারা আমাকে ছাড়া ভালো থাকতে পারে না।

আবেল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তোমার বিদায় দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু না দিয়েও তো উপায় নেই।

-আভিমান করো না বন্ধু। আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা কর। খুশি মনে যাওয়ার অনুমতি দাও।

আবেলের চোখ ছল ছল করছিল। সে বলল, কিছু নাস্তা করবে?

-না, তার দরকার হবে না। আমি সারা সকাল মাছি খেয়েছি। সারাদিনের মতো আমার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

-ঠিক আছে যাও, তবে আমাকে উদ্ধারের কথা ভুলে যেওনা যেন।

-না না ,ভুলে যাবো কেন। আমি বাড়িতে ফিরে গিয়ে আগে তোমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করব।

আবেল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইল। গাওয়ার পানিতে নেমে ডুব দিলো। বেশ কিছু দূরে গিয়ে আবার ভেসে উঠল। আবার ডুব দিলো। আর তাকে দেখা গেল না। আবেল অনেকক্ষণ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ ফেটে অশ্রু“ গড়িয়ে পড়ল। সে যদি গাওয়ারের মতো পানিতে সাতার কাটতে পারতো তাহলে তাকে এইভাবে এখানে একা একা পড়ে থাকতে হোতো না।

১৭.

বসন্ত শেষে গ্রীষ্ম এসে গেল। আবেল গাওয়ারের উদ্ধারকারী দলের প্রতিক্ষায় দিন গোনে। দিন যায় সপ্তাহ যায় কিন্তু কোনো উদ্ধারকারী দল আবেলকে উদ্ধার করতে আসে না। জুলাই মাসের দিকে নদীর স্রোত একেবারে কমে আসে। আবেল মনে মনে ভাবে এই উপযুক্ত সময়। পানি এখন যতটা নিচে নেমে গেছে, এর চেয়ে বেশি কমার আশা করা যায় না। পুরো এক বছরের স্মৃতি বিজড়িত এই দ্বীপটার কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে নিলো।

আবেল সাতার দিয়ে নদী পার হয়ে যাবার ঝুকি নেয়। বুকে সাহস এনে পানিতে নেমে পড়ে। যখন পানি তার গলা পর্যন্ত উঠল তখন আবেল তার শরীরটাকে উপরে তুলে নিলো। হাত পা ছুড়ে সাতার কাটতে লাগল। যত গভিরে যেতে লাগল ততই তার গতি শ্লথ হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু সে মনের জোরে সমান তালে হাত পা নাড়তে চেষ্টা করল। তার নাকের মধ্যে পানি ঢুকে গেল। তারপরও সে হাল ছাড়ল না। বীর পুরুষের মতো চেষ্টা চালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে একটা পাথর পেয়ে গেল। পাথারটা পানির ওপরে বেশ খানিকটা জেগে আছে।

আবেল সেই পাথরটার ওপরে উঠে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলো। পাথরে বসে দেখল সে নদীর চার ভাগের এক ভাগ এসেছে। এইবার তাকে আরো ভয়ংকর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। নদীর সবচেয়ে গভির অংশটা পার হতে হবে। তবে এর জন্য আবেল ঘাবড়ালো না। সে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আবার পানিতে ঝাপ দিলো। দক্ষ সাতারুর মতো বেশ খানিক দূর চলে গেল। কিন্তু মনে যতই সে সাহস সঞ্চয় করুক না কেন, বাস্তবে তার ক্ষমতার যে সীমাবদ্ধতা সেটাকে সে পরিহার করবে কি করে।

তারপরও প্রাণ পণ করে এগিয়ে যেতে লাগল। তার গাতি একেবারে কমে এলো। কয়েকবার চুবানিও খেলো। তার পা টাল সামলাতে পারছে না। নেশাখোরের মতো ভারসাম্যহীন হয়ে যাচ্ছে। ঢেউ তাকে ইচ্ছা মতো নাচাচ্ছে।

ঢেউয়ের তালে তালে নচতে নাচতে সে আবারও একটা ভাসমান পাথরের কাছে চলে এলো। হাচড় পাচড় করে সেই শীলার ওপরে গিয়ে উঠল। সে যে রকম কষ্ট হবে বলে ধারনা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে। সে পাথরটার ওপরে শুয়ে পড়ে বুক ভরে দম নিলো। অনেক ক্ষণ হাফানোর পর শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে আবার ঝাপ দিলো, পুরো উদ্যমে হাত পা খেলিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে চলল। এবং অল্প ক্ষণের মধ্যে পায়ের তলায় মাটি পেয়ে গেল। বালি আর নুড়ি পাথরের কুচি গুলো আবেলের পায়ের তলায় যেন অন্য রকম শান্তি ছড়িয়ে দিলো।

ডাঙ্গায় উঠে এসে আবেলের আনন্দ আর ধরে না। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ওপারের দিকে চেয়ে রইল। ফেলে আসা বছরের সমস্ত ঘটনার কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হলো। মাটিতে কিছু সময় শুয়ে কাটালো। বোন্দি জীবনের অবসান ঘটিয়ে বিজয়ের আনন্দে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল। সে এখন একটা স্বাধীন ইদুর।

কিছুক্ষণ আনন্দ ঘন সময় কাটিয়ে বাড়ির পথে হাটতে শুরু করল। এক মুহূর্ত দেরি করতে সে আর রাজি নয়। হাটতে হাটতে আবেলের মনে হলো সে কি সঠিক দিকে হাটছে? আমান্দা কি এখন

বাড়িতে আছে? সারা বছর সে নির্বাসিত ছিল। তার কোনো খোজ ছিল না। এর মাঝে তো অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে।

তার বাড়ির লোকেরা জানে আবেল বেঁচে নেই। ঝড়ের কবলে পড়ে আবেল মারা গেছে। তার লাশটা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই এক বছরে আমান্দা তার মৃত্যুর কথা ভেবে অন্য কাউকে বিয়ে করেনি তো?

আবেল হাটতে হাটতে দ্বীপের বিপরীত দিকে এসে পড়ল। এখান থেকে দ্বীপটাকে ছবির মতো দেখা যাচ্ছে। সে পেছনে এক পলক তাকিয়ে আবার সামনে হাটতে লাগল। হাটতে হাটতে সে সেই জলপ্রপাতের কাছে চলে এলো। আবেলের মনে পড়ল, এই জলপ্রপাতের ওপরে পড়ে সে ডুবে যাচ্ছিল। ভাগ্য সহায় ছিল বলে একটা তক্তা পেয়ে গিয়েছিল। সেটাকে আশ্রয় করে সে প্রাণে বাঁচে।

সকাল থেকে আকাশে মেঘ জমছিল এখন টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে শুরু হলো। আবেল তাড়াতাড়ি একটা আশ্রয় খুজে নিলো। পাথরের পাকে একটা গর্ত পেয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। দেখতে দেখতে রাত হয়ে এলো। আবেল এই দুর্যোগের রাতে আর বের হলো না। সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। আজ সে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। এখন সে ক্লান্ত।

১৮.

সকালে আবেলের যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখল তার সামনে বসে আছে এক বিড়াল। এক পলকে আবেল বুঝে ফেলল সে আবার একটা বড় বিপদে পড়েছে। তার সামনেই বসে আছে এক ঘাতক। আবেল পালাবার জন্য শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বিড়ালটা তাকে খপ করে ধরে ফেলল। আবেল বুঝতে পারল বিড়ালে ধারাল দাঁত তার পিঠের চামড়া শক্ত করে ধরে রেখেছে।

বিড়ালটা ছিল পাকা শিকারী। আবেলকে মুখে নিয়ে হেলে দুলে সে কোনো এক গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল। বিড়ালের কাজের ধরন তো তার জানা।

আবেলের মস্তিষ্ক কাজ করছিল না। তার সব কেমন যেন তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। গতকাল যে আশা উদ্দিপনা নিয়ে সে নদী সাতরে পার হয়ে বাড়ির পথে চলেছিল তা শেষ হয়ে গেল। তার সাথে আর তার পরিবার পরিজনদের দেখা হবে না।

পেরেকের মতো বিড়ালের দাঁতগুলো আবেলের পিঠে ফুটে আছে। বিড়ালটা একবার তাকে মাটিতে ফেলল। একটা থাবায় চেপে ধরল। পরমুহূর্তে ছেড়ে দিলো। আবেল কিন্তু পালাবার চেষ্টা করল না। কারণ, সে জানে এটা ওই বিড়ালটার একটা খেলা। আবেলও সব ভয়ডর ত্যাগ করে মরার মতো পড়ে রইল।

বিড়ালটাও তাকে আর কিছু বলছে না। অদূরে চুপচাপ বসে আছে। সে অপেক্ষা করছে যে আবেল কি করে তাই দেখার জন্য। আবেল নড়ছে না দেখে বিড়ালটা ধৈয্য হারালো। আবেলের দুই গালে মারল দুই থাবা। আবেল থাবা খেয়ে একটু দূরে ছিটকে পড়ল।

যখন সে দেখল, বিড়াল থেকে দূরে এসে পড়েছে, অমনি মারল এক দৌড়। বিড়ালটাও তার পিছে পিছে ছুটলো। কিন্তু আবেলের ভাগ্য ভালো। কাছেই একটা গাছ পেয়ে গেল। সে এক দৌড়ে ওই গাছে ঠেলে উঠল। বিড়ালটাও তার পিছু ছাড়ল না । আবেল গাছের এমন আগায় উঠে গেল যে বিড়ালটাকে সেখানে পৌছাতে হলে তাকে ইদুর হতে হবে।

বিড়ালটা হামাগুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করল। আবেল বিড়ালটার দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছিল আর মনে মনে বলছিল, তোমার গতি ওই পর্যন্ত বিড়াল লাফ দিলো। আবেল গাছের শাখাটি শক্ত করে ধরে থাকল। বিড়ালের আঘাতে গাছের ডাল ধনুকের মতো বেঁকে গেল। আবেল বুঝতে পারল বিড়ালটা এবার নিচে পড়ে যাচ্ছে। নিচে শক্ত পাথরের ওপরে পড়ে ব্যাথা পেয়ে ম্যাও ম্যাও করে ডেকে উঠল।

আবেল গাছ থেকে আর নামল না। বিড়ালটা নিচে পড়ে পরাজয় মেনে নিলো। আর গাছে ওঠার চেষ্টা করল না। কিছুক্ষণ গাছের নিচে বসে থেকে চলে গেল। আবেল ওই গাছেই ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল বেলা যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন আকাশে সূর্য উঠে গেছে।

গাছের মাথা থেকে সকালের আলোয় সে তাদের মানমন্দিরের চূড়া দেখতে পেলো। তখনি সে ঠিক করতে পারল সে কোথায় অবস্থান করছে।

একটু দূরে হলেও বাড়ির পথে এগিয়ে যেতে তার কোনো অসুবিধা হবে না। গাছ থেকে নেমে এবার সে দৌড় শুরু করল। ভাব খানা এরকম যে, সে এক দৌড়ে বাড়ি পৌছে যাবে।

১৯.

দুই পাহাড়ের মাঝে ফাটল ধরেছে। শেষ বিকেলে আবেল সেখানে গিয়ে পৌছালো। আবেল মনে মনে বলল, এটা হলো সেই জায়গা, এক বছর আগে যেখান থেকে হ্যারিকেন ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

হাটতে হাটতে আবেল সেই বনে গিয়ে পৌছালো, যেখানে তারা পিকনিক করতে এসেছিল। আবেল সেই বন পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌছালো। এখানে আছে গ্রোভার পার্ক। গ্যাসের নরম আলোয় চারদিক আলোকিত। যেহেতু এখন গরম কাল, তাই পার্কটি ছিল শহরবাসীতে ভরা। রাতের খাওয়ার পরে তারা ঠান্ডা বাতাসে বেড়াতে এসেছে।

ফেরিওয়ালারা ফেরি করছে। কেউ চুপচাপ বেঞ্চে বসে আছে। কেউ বা তার সঙ্গির সাথে খোস গল্প করছে। কেউবা তাদের বাচ্চাদের তিড়িং বিড়িং লাফালাফি দেখছে। কি চমৎকার দৃশ্য। দীর্ঘ এক বছর একাকী বনে কাটানোর পরে আবার সভ্য সমাজে ফিরে এসে তার প্রিয় জিনিস গুলো দেখতে পেয়ে আবেল খুবই খুশি।

এই সেই শহর যেকনে সে জন্মেছে। সে অনেককে চিনতে পারল। আবেল একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যাতে তাকে কেউ দেখতে না পায়।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, আমান্দা একটা বেঞ্চে বসে আছে। আবেলের ইচ্ছা হলো এক দৌড়ে গিয়ে আমান্দাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে তার আবেগকে দমন করল। কারণ, এখানে অনেকে আছে। তারা সবাই সভ্য ভদ্র পোশাক পরে আছে। কিন্তু আবেলের পোশাক পরিচ্ছদ অতি নোংরা। জরাজীর্ণ। এই অবস্থায় সে তাদের সামনে যেতে চায় না। যাওয়া উচিতও না।

সে সবার চোখ এড়িয়ে বাড়ি পৌছে গেল।

তার সুসজ্জিত বাড়ির সিড়ি বেয়ে উপরে উঠল। তার ছেড়া প্যান্টের পকেটে চাবির গোছা ঠিকই আছে। আবেল দরোজা খুলল। সবকিছু আগের মতোই ঠিকঠাক আছে। আবেল প্রথমে ঘরগুলো একপাক ঘুরে দেখল। তারপরে বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে ভালো করে গা ধুয়ে নিলো। ছেড়া ময়লা জামাকাপড় ফেলে রেখে পরিষ্কার কাপড় জামা পরল। এখন নিজেকে বেশ হালকা লাগছে।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখল স্টোভের উপরে একটা পাত্র। আবেল ঝোলে একটু চুমুক দিলো। আহ! কি চমৎকার স্বাদ।

আবেল তার ইজি চেয়ারটায় বসে আমান্দার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরে আমান্দা ফিরে এলো। আমান্দা আবেলকে দেখে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। ওহ, আবেল তুমি ফিরে এসেছে? এই এক বছর আমি সবসময় ফেরার অপেক্ষা করেছি।

আবেল আমান্দার কাধে হাত রেখে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল। কেঁদো না আমান্দা। আমাদের দুখের দিন শেষ হয়েছে। চলো, এখন আমরা আনন্দ করি। আমার এই এক বছর নির্বাসনের গল্প তোমাকে শোনাবো।

সমাপ্ত।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2020
Year-11

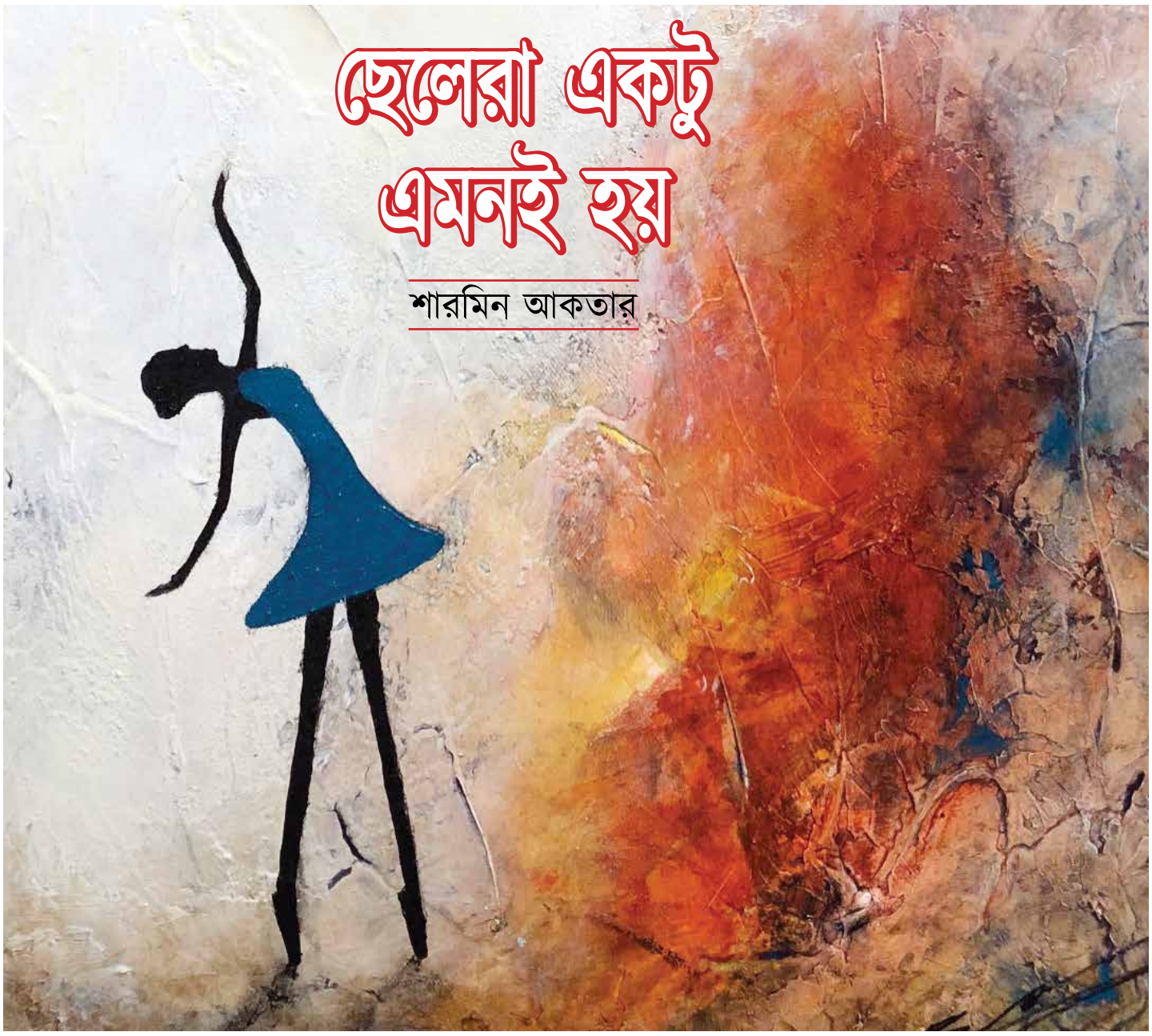

ছেলেরা একটু এমনই হয়

শারমিন আকতার

ছেলেরা একটু এমনই হয়! এই একটি মাত্র বাক্য আমাদের সমাজে ছেলেদের সঠিক অবস্থানকে ভারসাম্যহীন করে তুলছে। অধিকাংশ পরিবার থেকেই যেন ছেলেরা ছাড় এবং শিক্ষা পেয়ে বড় হয়ে উঠে যে, ছেলেরা একটু অ্যাকটু দুষ্টামি, অসভ্যতা করেই থাকে; তাতে তেমন কোন ক্ষতি নেই। আমাদের দেশে অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায় যে একই পরিবারে যখন ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন হিসাবে পাশাপাশি বড় হয়ে উঠে তখন দেখা যায় যে একই ভুল বা একই দুষ্টামি যদি ছেলে করে তাহলে শুধুমাত্র ছেলে হবার কারণে সহজেই ছাড় পেয়ে যায়। আর মেয়েটি! মেয়ে হওয়ায় ছাড় পায় না; বরং তাকে শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণে অনেক বেশি গঞ্জনার শিকার হতে হয়। সে যতই ছোট হোক, যতই তার মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কম হোক না কেন। তাকে ছোটবেলা থেকেই আঙ্গুল দেখিয়ে শেখানো হয়... মেয়ে মানুষের এতো চঞ্চলতা, এতো রাগ, এতো দুষ্টামি ঠিক না। মেয়ে মানুষ মানুষের ঘরে যেতে হবে, তোমাকে অনেক কিছু ধৈর্য ধরে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। অনেক সময় অকারণে বকা ঝকাও করা হয় ছোট্ট মেয়েটিকে। সে বড় মানুষের মতো করে কোন কিছু করতে পারে নি। এই যে মেয়েকে এতো কিছু শিখতে হবে, এতো কিছু করা যাবে না, যদিও এই ধমক, এটা করো না- ওটা করো না; এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে নারীর প্রতি এক ধরণের বৈষম্যের কারণেই হচ্ছে তারপরও আমি বলবো, নারীর জন্য ছোটবেলা থেকে নারী হওয়ায় এটা করা যাবে না- ওটা করে যাবে না; এই বাধ্য- বাধকতাই যেন একটা ছেলের থেকে একটা মেয়েকে সমাজের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত আজে বাজে কাজ থেকে বিরত রাখে। তাই তো গুণ্ডা-ছিনতাইকারি, খুনি, নারী সমাজের মাঝে সেভাবে থাকে না। তাদেরকে ছোটবেলা থেকেই ছোট খাট ভুল হলেই শেখানো হয়, তোমার এটা করা ঠিক না- ওটা করা ঠিক না; তাছাড়া নারীরা স্বভাবগত ভাবেও একটু নমনীয় স্বভাবের হয়ে থাকে যেটা সর্বজন সমর্থিত।

গ্রামে দেখা যায় যে একটা সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে সবাই তকে ভাল বলেই জানে। তারপরও দেখা যায় এমন ভাল ছেলেও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কারও গাছের আম, কারও গাছের ডাব-নারিকেল চুরি করলো, কারও বাড়ির মুরগি ধরে জবাই করে পিকনিক করলো সবাই মিলে। পরে হয়তো বাবা-মা মুরুব্বিরা জানলো বিষয়টা; দুইটা ধমক দিল, মন চাইলে বা নাও দিতে পারে। অনেক মুরব্বিতো আবার মন্তব্য করেই বসে, এই বয়সে তো আমরাও কতো চুরি করছি আম-জাম। এই বয়সে ছেলেরা একটু এমনই হয়, এই বাক্যের বদৌলতে তারা ছাড় পেয়ে যায়। একটা গরীব চোর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পারায় মানুষের বাসায় চুরি করলে তার যে শাস্তি দেয়া হয় সেরকম কিন্তু কোন শাস্তি দেয়া হয় না, বিনোদনের জন্য চুরি করা এসব উঠতি বয়সী ছেলেদের বরং এই বয়সে ছেলেরা একটু এমনই হয় এরকম বলে তাদেরকে এই বয়সের উন্মাদনায় এমনটা করা যায় এর অনুমোদন দিয়ে তাদেরকে আরও উস্কে দেয়া হয়। এছাড়া বাস্তব জীবনে এবং ফেসবুকেও নানা প্রেম কাহিনীতো আছেই!

আবার রাস্তায় কোন ছেলে কোন মেয়েকে ইভটিজিং করলো বা কোন মেয়ের গায়ে হাত দিল সেটাও অবিভাবক জানলে সেভাবে পদক্ষেপ নেয় না। বরং উল্টো যে মেয়েকে ইভটিজিং করা হল তার ওপর দ্বায় চলে যায়। নিশ্চয় মেয়েটার পোশাক খারাপ ছিল বা সে ছেলেটাকে সিডিউস করেছে, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে আবার ছেলেটিকে ছেলে হওয়ায় ছাড় দেয়া হয় তার সমস্ত দোষের ভার মেয়েটির ওপর দিয়ে।

অবশ্য এটা ঠিক ইদানিং মেয়েদের উগ্র চলাফেরা ছেলেদেরকে অনেকটা উদ্বুদ্ধ করে মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হতে; কিন্তু তাই বলে কি এই অসামাজিক কাজের জন্য ছেলেটার কোনই দ্বায় নেই? পরিবার ও সমাজ থেকে এমন একটা শিক্ষা থাকতে হবে যেটা অন্যায়- সেটা অন্যায়; ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে সেটা অন্যায়। যে কোন ধরণের অন্যায় কাজে নিজেকে জড়িত না রাখার শিক্ষা ছেলে-মেয়ে উভয়কেই পরিবার থেকেই দিতে হবে।

একবার পহেলা বৈশাখের দিনে নারীর শ্লীলতাহানীর বিষয় নিয়ে যা ঘটেছে তাতে দেখা যায়, দুই দিকে দুই পক্ষের অবস্থান তৈরি হয়ে গেছে। এক পক্ষ বলছে যে, মেয়েদের শ্লীলতাহানী হয়েছে সে মেয়েরা খারাপ মেয়ে, তাই তাদের এই দশা হয়েছে। ভদ্র মেয়ে হলে এমনটা হতো না। তারা এমন অনুষ্ঠানে যাবে কেন? অন্য দিকে আর এক পক্ষ এর সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দিচ্ছে ছেলেদের ওপর- যে এমন কেন করবে তারা? নষ্ট ছেলের দল!! মেয়ে পাইলে তার ওপর জানোয়ারের মতো হামলা দিতে হবে? এদের বিচার চাই, এদের বিচার করতে হবে। হা এমন অন্যায়ের অবশ্যই বিচার হওয়া চাই। কিন্তু তার আগে আমি বলতে চাই যে দুই পক্ষ ছেলে-মেয়ে উভয়কে দোষ দেয়ার আগে আমাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে ঘুরে আসতে হবে। যেখানে একটা ছেলে ছাড় পেয়েই বড় হয় যে ছেলেরা একটু এমনই হয়, সে সমাজের একটা ছেলের থেকে আমরা এর চেয়ে আর ভাল কি আশা করতে পারি? যেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা দেয়ার নামে বেলাল্লাপনার ট্রেনিং দেয়া হয়। নারীরা বৈষম্যের শিকার হলেও দেখবেন একটা পরিবার মেয়েকে বই-কলম হাতে দিতে নারাজ থাকলেও তার হাতে লিপস্টিক, প্রসাধনীর সরঞ্জাম কিনে দিতে কিন্তু কার্পণ্য করে না। তাকে যেন দেহ সর্বস্ব মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা হয়। নিজেকে কতো আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেটার জন্য অনুপ্রেরণা পেয়ে আসে পরিবারের সিনিয়রদের থেকে। পুরুষের সামনে আকর্ষণীয় হয়ে আসলে যে নারীর সমস্যা হতে পারে এটা অধিকাংশ পরিবারে মেয়েদেরকে সেভাবে শিক্ষা দেয়া হয় না।

যে সমাজ ব্যবস্থায় "ছেলেরা একটু এমনই হয়" এই বক্তব্যের সুবাদে ছাড় পেয়ে পেয়ে কোনটা তাদের করা উচিৎ, কোনটা উচিৎ না সেটা ভুলে গেছে; সেখানে একটা মেয়ে আকর্ষণীয় ও কিছুটা খোলামেলাভাবে সে ধরণের ছেলের থেকে নিস্তার পাবে কিভাবে? যে ছোটবেলা থেকে ছোটখাট অন্যায় করার অনুমোদন পেয়ে পেয়েই বড় হচ্ছে। কাজেই আমি বলতে চাই পরিবার ও সমাজে এমন সুনিয়ন্ত্রিত প্র্যাকটিস চালু হওয়া উচিৎ, যেখানে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক কারও জন্য যেন অন্যায় করার কোন অনুমোদন না থাকে। প্রতিটি পরিবার থেকে ছেলে-মেয়ে উভয়কে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। ছেলেদেরকে শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া কি তাদের দিকে বাজে দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না। আবার অন্যদিকে মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিতে হবে ছেলেদের সামনে খোলামেলাভাবে ঘোরা-ফেরা যাবে না। উভয় পক্ষকে কোন ধরণের নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা না দিয়ে তাদের ওপর শুধু দোষ চাপিয়ে কোন লাভ হবে না। ছেলে-মেয়েকে উভয়কে সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এ সমাজ, এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য।

বিশ্বব্যাপী কোরোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির ব্যবস্থা ও কৌশল উদ্ভাবন

৮-এর পৃষ্ঠার পর

আমরা এখন বিশ্বব্যাপী মহাতংকের কোরোনা ভাইরাস থেকে উদ্ধার ও মুক্তির ৫টি বিষয় বা কৌশল বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরছি :

১. নিজের জীবনের সকল শির্ক (স্রষ্টার অংশীদার স্থাপন) কুফর (স্রষ্টার জীবন ব্যবস্থা অমান্য করা)মুনাফেকি (কপটচারীতা) এবং সমস্ত পাপের জন্য আপন স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর দরবারে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে -৪:১১০।৮:৩৩।১১:৩।

২.পার্থিব জীবনের সব ধরনের অন্যায় অপরাধ ও সীমালঙ্ঘনের কারণে নিজের মালিক মহাসার্বভৌম অধিপতি আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত, অনুশোচিত হয়ে ফিরে আসতে হবে তথা বেশি বেশি তাওবাহ মরতে হবে -৭:১৫৩।৩:৮৯।২০:৮২

৩.এ পৃথিবীর কথিত মুসলিম ও অমুসলিম সব মানুষকে আবার নতুনভাবে জেনে বুঝে ঈমান বা বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে হবে-২:১৭৭।৩:৬৪।৪:১৩৬।৫:৬৯।

৪.এ। বিশ্বের প্রত্যেক মানুষকে এখন নিজের মন ও আত্মার চিকিৎসা তথা শুদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সকলকে উত্তম কর্ম সম্পাদন ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হবে -৩:৮৯।২:১৬০।১১:১১৭

৫.এ পৃথিবীর মানুষ এখন আর নিজের বৈধ ও অবৈধ কোন অর্থ সম্পদই অলস জমা ও গণনার জন্য সঞ্চিত করে রাখতে পারবেনা মানবতার জন্য দান ও ব্যয় করতে হবে -১০২:১,৩।১০:২,৩।২:২১৯,২৭৪।৩:৯২।

এ বিষয়ে রাসুল (সা:) এর দুটি হাদীস খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

১.আছ-ছাদাকাতু তারাদদুল বালা অর্থাৎ দান ছাদাকার কারণে এ পৃথিবী থেকে আল্লাহর বালা মুছিবত দূর হয়ে যায়।

২.আছ ছাদাকাতু তুদফি গাজাবার রাব্বি অর্থাৎ দান ছাদাকার ফলে এ পৃথিবীতে আপতিত আল্লাহর আযাব গজব দফা বা নি:শেষ হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য যে কোরোনা ভাইরাস মহামহিম আল্লাহর মহাপরিকল্পনার অংশ বিশেষ একটি সুচনা আযাব মাত্র। তা বিশ্বের মানুষ শুধু লকডাউন, সামাজিক দুরত্ব, মাস্ক,গ্লাভস ও ভ্যাকসিন প্রয়োগ করেই সমাধান করে ফেলবে তা কিন্তু সম্ভব নয়। কেননা এগুলো আল্লাহর কোন আযাব গজবের মূল সমাধান হতে পারেনা। সামাজিক ব্যবস্থা ও স্বান্তনা মাত্র।কারণ এই কোরোনা ভাইরাস পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জায়গায় বিরাজ করছে যাকে সংক্রমিত করার ফাইসালা আছে আল্লাহর অনুমতিতে শুধু তাকেই ধরবে। অতএব ; এর মূল ও স্থায়ী সমাধান হলো :সৃষ্টির সকল মানুষ ও জ্বিন সদস্যকে এখন তাদের স্বীয় স্রষ্টা ও পালনকর্তার কাছে ফিরে আসতেই আসতেই হবে। পূর্ণ ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক ও বিজ্ঞানময় জীবন পদ্ধতি মোতাবেক পার্থিব জীবন পরিচালনা করতে হবে -তবেই এ কোরোনা ভাইরাস আগত সমস্ত আযাব গজব হতে এ পৃথিবীর মানুষ মুক্তি ও উদ্ধার লাভ করবে।

সবশেষে আমি মহাদয়াময় আল্লাহর পক্ষ হতে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা ও নিশ্চিত চ্যালেঞ্জ দিতে চাই! এ বিশ্বের যে জাতি সরকার ও রাষ্ট্র এই মুহূর্তে জাতীয়ভাবে মহাসার্বভৌম আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করবে, তাঁকে ভয় করে চলার এবং তাঁর দাসত্ব মেনে নেয়ার স্বীকৃতি দিবে আর এ পৃথিবীর শোষিত বঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় মানুষগুলোকে প্রতিষ্টার জন্য অর্থ সম্পদ দান ও ব্যয় করবে তাদের দেশ হতে এ মহাসংকটের কোরোনা ভাইরাস সর্বোচ্চ একদিনের মধ্যেই বিদায় নেবে - বিইযনিল্লাহ। আমরা প্রার্থনা করছি যে মহামহিম রাহমান আল্লাহ এই মাজলুম জাতির বাংলাদেশ থেকে যেন বিশ্বব্যাপী কোরোনা ভাইরাস হতে মুক্তির সুচনা করেন। আর প্রত্যাশা করছি যে পবিত্র রমজানের রহমতের প্রথম দশকেই আল্লাহ সুবাহানাহু এই দেশ ও জাতিকে মুক্ত ও উদ্ধার করবেন।

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY HALAL

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Approved Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯

■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

রোযা নিয়ে গবেষণা ও পুরষ্কার

১ম পৃষ্ঠার পর

পাষ্চাত্য বিশ্বে যারা রোজা রাখার বা না খেয়ে থাকার উপকারিতা জানতে পারলেন তারা বেশী দিন বাচার জন্য এবং শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য এখন রোজা রাখার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে।

২০১৬ জাপানী গবেষক গবেষণা করে দেখলেন যে, আমরা যখন না খেয়ে থাকি , ১২- ১৪ ঘন্টা পর শরীরের সেল গুলো শরীর থেকে পুরানো বা অসুস্থ সেল গুলোকে পরিস্কার করার কাজ শুরু করে এবং তাদের থেকে যতটুকু সম্ভব এনার্জি সম্ভব সংগ্রহ করে। আরে যেটা হয়- নতুন সেল তৈরী করার প্রক্রিয়া শুর করে। না খেয়ে থাকলে যেহেতু শরীরে কোন খাবার প্রবেশ করে না তখন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো বিশ্রাম পায় – যেমন কিডনী, পাকস্থলী এবং লিভার। এই অবসর সময়ে তারা মন যোগ দেয় পুরোনো এবং অসুস্থ সেল গুলোকে পরিস্কার করার কাজে। যে গুলো পুরো পুরো বাতিল সেগুলোকে খেয়ে ফেলে আর যে গুলো থেকে কিছু অংশ পুনরূদ্ধার করা সম্ভব সে গুলো থেকে সেই অংশ টুকু কাজে লাগিয়ে এনার্জি সংগ্রহ করা হয় এবং বাকী অংশ খেয়ে ফেলে শেষ করে ফেলা হয়।

সুতরাং রোজা রাখলে আপনার শরীরের বাতিল সেল গুলো দূর হয়ে যায় এবং নতুন সেল তৈরী হয়ে আপনি হয়ে উঠেন ফ্রেস বা নতুন দেহ গঠিত হয়।

এরূপ প্রক্রিয়া না হওয়ার কারণে পুরোনো কোষ জমা হয়ে হয়ে শরীরে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি তৈরী হয়। যেমনঃ আল-জেইমার্স, ডিমেন্টসিয়া, ক্যান্সার এবং ডাইবেটিস রোগ এই সব রোগ শরীরে বাসা বাধে। সুতরাং এরকম বিনা পয়সায় রোগ নিরাময়কে না পছন্দ করবে।

আমাদের শরীর একটা ঘরের মতনই। তাকে নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। ময়লা-আবর্জনা যুক্ত ঘরে থাকলে যেমন আমরা এমনিতেই অসুস্থ হয়ে যাই তেমনি শরীর নামক ঘরের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার উপায় হলো রোজা রাখা। বছরে আমরা যখন এক মাস রোজা রাখি শরীর তখন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার কাজ করে। আল্লাহ সুবহানাতায়লা আমাদের রোজা দিয়েছেন যেন আমরা আল্লাহর জন্য রোজা রাখি, না খেয়ে থাকার কষ্ট বুঝি , গরীব মানুষের দুঃখ উপলব্ধি করতে পারি আর সাথে সাথে যখন আল্লাহর ভয়ে না খেয়ে থাকি তখন আল্লাহ ভীতি মনে জাগ্রত হয় – হ্যা আল্লাহ আছেন। তিনি দেখছেন , আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ অবশ্যই দেখছেন। ফলে আমরা গোপনে খেয়ে ফেলি না। এই ভীতিটা যদি সব সময় থাকে তা হলে আমরা অন্য পাপ কাজ থেকেও নিজেকে দূরে রাখি- যে আল্লাহ সব কিছু দেখেন। এটাই রোজা রাখার মূল উদ্দেশ্য। নিজেদের মধ্যে তাকওয়াবা আল্লাহ ভীতি জাগ্রত করা।

সুতরাং মাবুদ যে বলেছেন কুরআনে যদি তোমরা রোজার উপকারিতা জানতে – রোজা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম। আজকে চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটাই প্রমাণ করল এবং যারা উপকারিতা জানে তারা খূশী মনে রোজা রাখে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, May 2020, Volume-5, No-11 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

Ramadan Timetable
Open : 7:00 AM
Closed: 430 PM

AL-SULTAN
BUTCHERY

Halal
حلال

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat